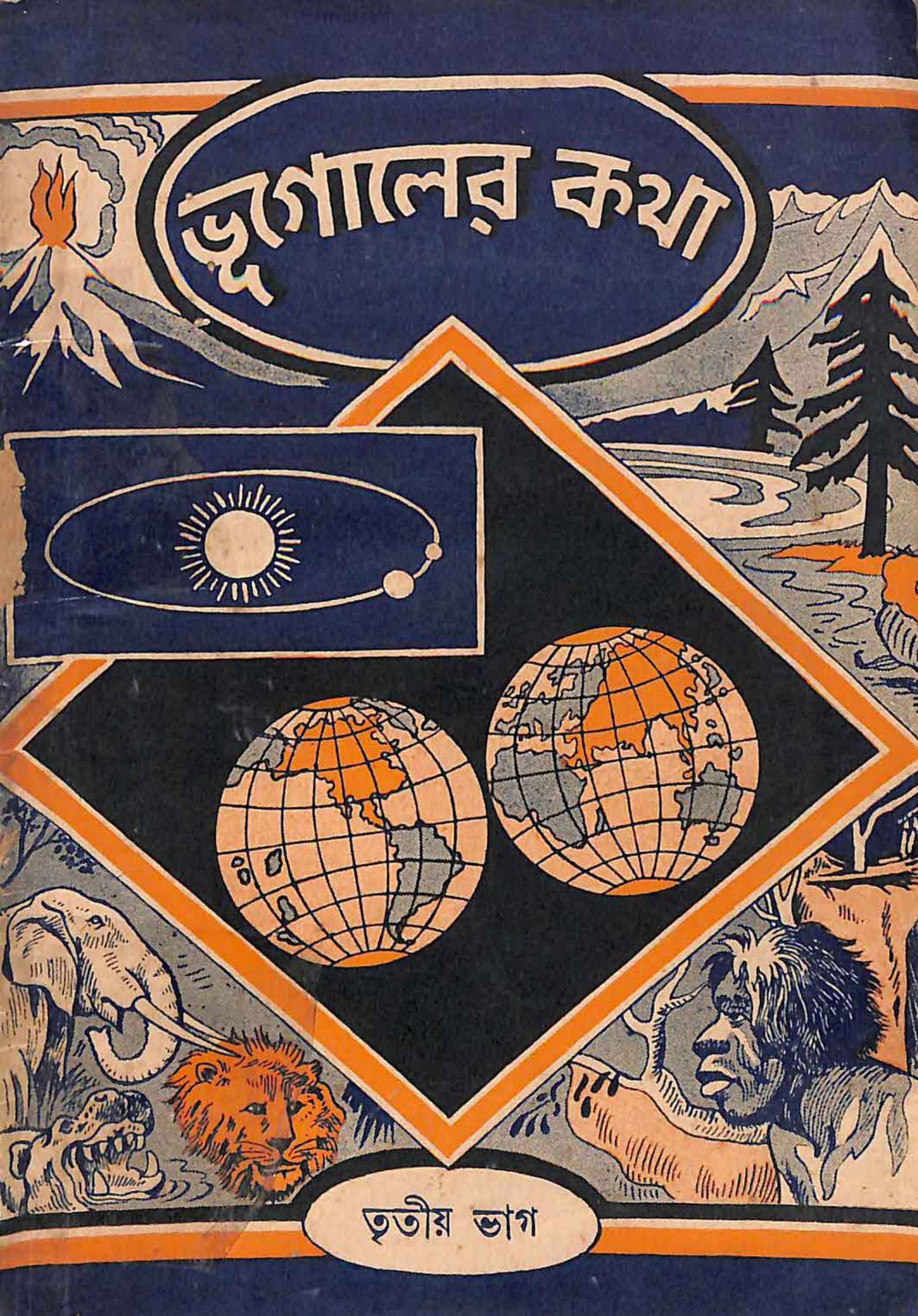

ভূগোলের কথা
তৃতীয় ভাগ

Approved by the Board of Secondary Education, West Bengal,
as a textbook for Class VI of all Schools
of West Bengal,
as per Board's Notification No. Syl/61/54 dated 22nd Nov., 1954
(*Vide* Calcutta Gazette dated 2-12-54)

ভূগোলের কথা

তৃতীয় ভাগ

(৬ষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্য)

মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের ভূতপূর্ব প্রধান শিক্ষক এবং
ভবানীপুর মিত্র ইনস্টিটিউসনের অবসরপ্রাপ্ত
সিনিয়র শিক্ষক

নারায়ণকুমার মুখোপাধ্যায় এম. এ., বি. টি.
প্রণীত

সংশোধিত পঞ্চদশ সংস্করণ

(জানুয়ারী ১৯৬৭)

নালন্দা প্রেস

(পাবলিকেশন বিভাগ)

১৫৯-১৬০, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬

মূল্য—১ টা. ৫৫ প.

নালন্দা প্রেস, ১৫৯-১৬০, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬
হইতে শ্রীশ্যামলকুমার মিত্র কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র



তে
ন্য
ত।
ও
কার
াগ
াছে
ধ্যে
হয়
লো-
০০
কার
গণ

ভূগোলের কথা

তৃতীয় ভাগ

(৬ষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্য)

প্রথম অধ্যায়

এশিয়া

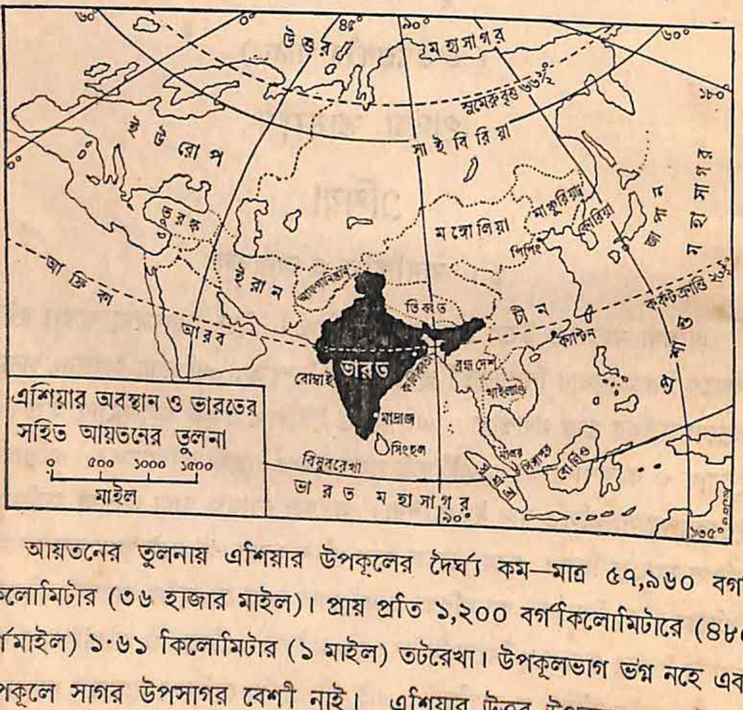
১। অবস্থিতি ও আয়তন

এশিয়া মহাদেশ উত্তর গোলার্ধে অবস্থিত। ইহা উত্তরমেরু অঞ্চল হইতে দক্ষিণে নিরক্ষরেখার নিকটবর্তী স্থান পর্যন্ত বিস্তৃত। এশিয়ার অবস্থান অন্যান্য মহাদেশগুলির প্রায় মধ্যস্থলে। এশিয়া ও ইউরোপ একই স্থলভাগের অন্তর্গত। ইউরাল ও ককেশাস পর্বত এই দুই মহাদেশকে বিভক্ত করিয়াছে। এশিয়া ও ইউরোপের সম্মিলিত নাম **ইউরেশিয়া**। সুয়েজ যোজক দ্বারা এশিয়া আফ্রিকার সহিত সংযুক্ত ছিল। পরে সুয়েজ খাল খনন করায় এই দুই ভূখণ্ডের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। আমেরিকা ও এশিয়ার মধ্যে যে বেরিং প্রণালী রহিয়াছে তাহার বিস্তার প্রায় ৫৮ কিলোমিটার (৩৬ মাইল)। এশিয়া ও অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ অবস্থিত। এই দ্বীপগুলি দেখিলে সহজেই ধারণা হয় যে, এক সময়ে এশিয়া ও অষ্ট্রেলিয়া পরস্পর সংযুক্ত ছিল।

এশিয়া পৃথিবীর বৃহত্তম মহাদেশ। ইহা উত্তর-দক্ষিণে ৮,৬১৩ কিলোমিটার (৫,৩৫০ মাইল) এবং পূর্ব-পশ্চিমে ৯,৬৬০ কিলোমিটার (৬,০০০ মাইল) বিস্তৃত। এশিয়া পৃথিবীর স্থলভাগের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ইহা ইউরোপের প্রায় সাড়ে চারগুণ, আফ্রিকার প্রায় দেড়গুণ

ও অস্ট্রেলিয়ার প্রায় ছয়গুণ বড়। ইহার আয়তন ৪ কোটি ২৫ লক্ষ বর্গকিলোমিটার (১ কোটি ৭০ লক্ষ বর্গমাইল)।

এশিয়ার উত্তরে উত্তর মহাসাগর, পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, পশ্চিমে ইউরাল পর্বত, ইউরাল নদী, কাস্পিয়ান সাগর, কৃষ্ণ সাগর ও ভূমধ্য সাগর।



এশিয়ার অবস্থান ও ভারতের সহিত আয়তনের তুলনা

আয়তনের তুলনায় এশিয়ার উপকূলের দৈর্ঘ্য কম—মাত্র ৫৭,৯৬০ বর্গকিলোমিটার (৩৬ হাজার মাইল)। প্রায় প্রতি ১,২০০ বর্গকিলোমিটারে (৪৮০ বর্গমাইল) ১·৬১ কিলোমিটার (১ মাইল) তটরেখা। উপকূলভাগ ভগ্ন নহে এবং উপকূলে সাগর উপসাগর বেশী নাই। এশিয়ার উত্তর উপকূল ভগ্ন হইলেও বৎসরের অধিকাংশ সময় বরফাবৃত থাকায় কোন কাজে লাগে না। এই উপকূলে ওব উপসাগর ও কারা সাগর অবস্থিত। **পূর্ব উপকূল** ভগ্ন; এই উপকূলে অনেক সাগর, উপসাগর ও দ্বীপ আছে। বেরিং প্রণালী হইতে মালাক্কা প্রণালী পর্যন্ত পূর্ব উপকূল বিস্তৃত। সর্বোত্তরে বেরিং সাগর, তাহার দক্ষিণে ওখটস্ক সাগর। কুরিল প্রণালী বেরিং সাগর ও ওখটস্ক সাগরকে যোগ করিতেছে। টার্টারি

উপসাগর শাখালীন দ্বীপের পশ্চিমে। কোরিয়া ও জাপানের মধ্যে জাপান সাগর। এই সাগর হইতে **কোরিয়া প্রণালী** দিয়া পীত সাগরে যাওয়া যায়। পেচিলি উপসাগর পীত সাগরের অংশ। পীত সাগরের দক্ষিণ-পূর্বে চীন সাগর। চীন ও ফরমোসা দ্বীপের মধ্যে ফরমোসা প্রণালী। ইহার দক্ষিণে চীন সাগর। চীনদেশের দক্ষিণে টংকিং উপসাগর এবং শ্যামদেশের দক্ষিণে শ্যাম উপসাগর।

দক্ষিণ উপকূল মালাক্কা প্রণালী হইতে বাবেলমাণ্ডেব প্রণালী পর্যন্ত বিস্তৃত। এই উপকূলে মার্তাবান উপসাগর, বঙ্গোপসাগর, মান্নার উপসাগর, আরব সাগর, পারশ্য উপসাগর, ওমান উপসাগর ও এডেন সাগর অবস্থিত। **পশ্চিম উপকূলে** লোহিত সাগর, ভূমধ্য সাগর, মর্মর সাগর ও কৃষ্ণ সাগর অবস্থিত। উত্তরে ওব উপসাগর অবস্থিত।

২। (ক) পর্বত, মালভূমি, সমভূমি

এশিয়া মালভূমিময় দেশ। ইহার প্রায় পাঁচ ভাগের তিন ভাগ মালভূমি ও পার্বত্যভূমি, অবশিষ্ট ভূভাগ সমভূমি। উচ্চ মালভূমি মধ্যভাগে অবস্থিত। তথা হইতে ভূমি ক্রমশঃ ঢালু হইয়া গিয়াছে। এশিয়া যেরূপ পৃথিবীর বৃহত্তম মহাদেশ, ইহার ভূপ্রকৃতিও সেইরূপ বৈচিত্র্যপূর্ণ।

পৃথিবীর উচ্চতম পর্বত ও মালভূমি, নিম্নতম উপত্যকা, বৃহত্তম হ্রদ প্রভৃতি এই মহাদেশেই অবস্থিত।

পর্বত

এশিয়ার প্রধান প্রধান পর্বতশ্রেণী মধ্যভাগের উচ্চভূমিতে অবস্থিত। এই উচ্চভূমি এশিয়া মাইনর হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর-পূর্বে বেরিং সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। এই উচ্চভূমিতে এশিয়ার অধিকাংশ মালভূমি ও পর্বতমালা অবস্থিত। দুইটি পর্বত-গ্রন্থি হইতে পর্বতগুলি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই গ্রন্থি দুইটির একটি **পামীর গ্রন্থি**, অপরটি **আর্মেণীয় গ্রন্থি**।

এশিয়ার প্রধান প্রধান পর্বত সকল পামীর গ্রন্থি হইতে বাহির হইয়াছে। পামীরের পূর্বদিক হইতে **হিমালয়,, কারাকোরাম, কুয়েনলুন ও আলতিনতাগ**

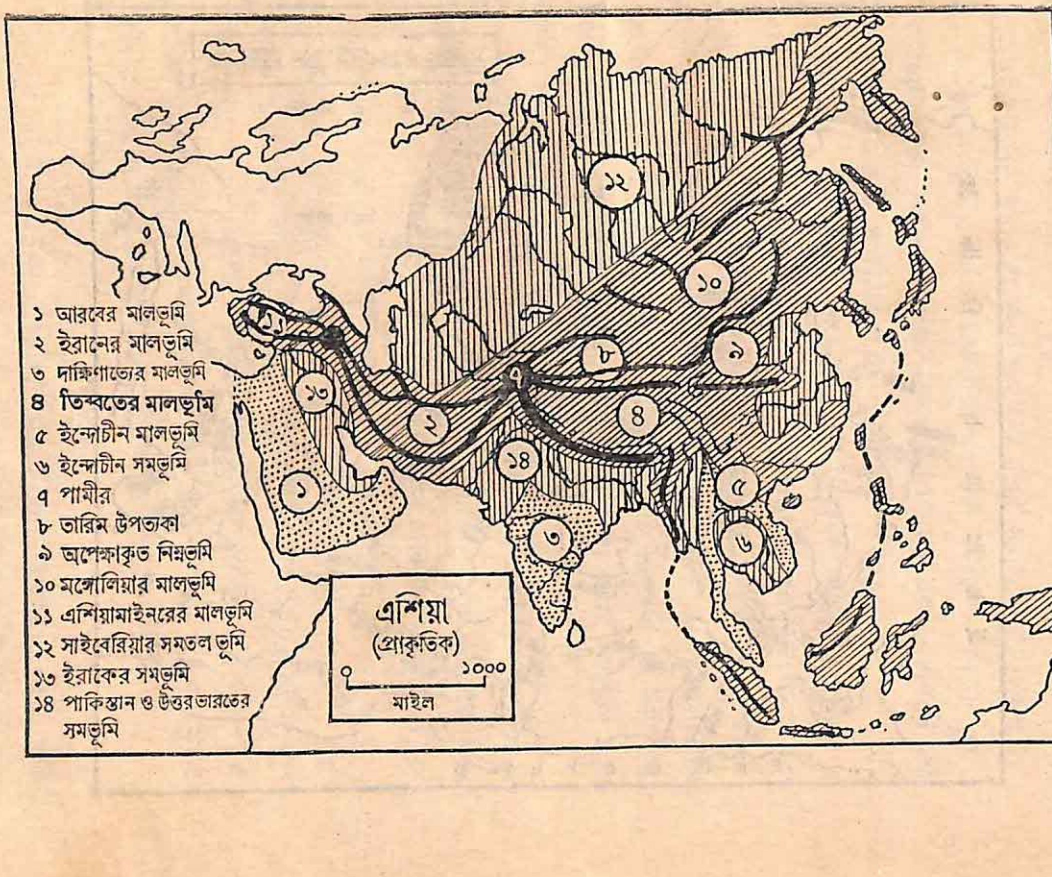
পর্বতশ্রেণী বাহির হইয়াছে। **হিমালয়** পর্বতমালা সর্বদক্ষিণে অবস্থিত। ইহা ২,৪১৫ কিলোমিটার (১,৫০০ মাইল) দীর্ঘ এবং ২৪১ কিলোমিটার হইতে ৪০২ কিলোমিটার (১৫০ হইতে ২৫০ মাইল) প্রশস্ত। ইহার **এভারেষ্ট** শৃঙ্গ (২৯,০২৮ ফুট) পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ শৃঙ্গ।

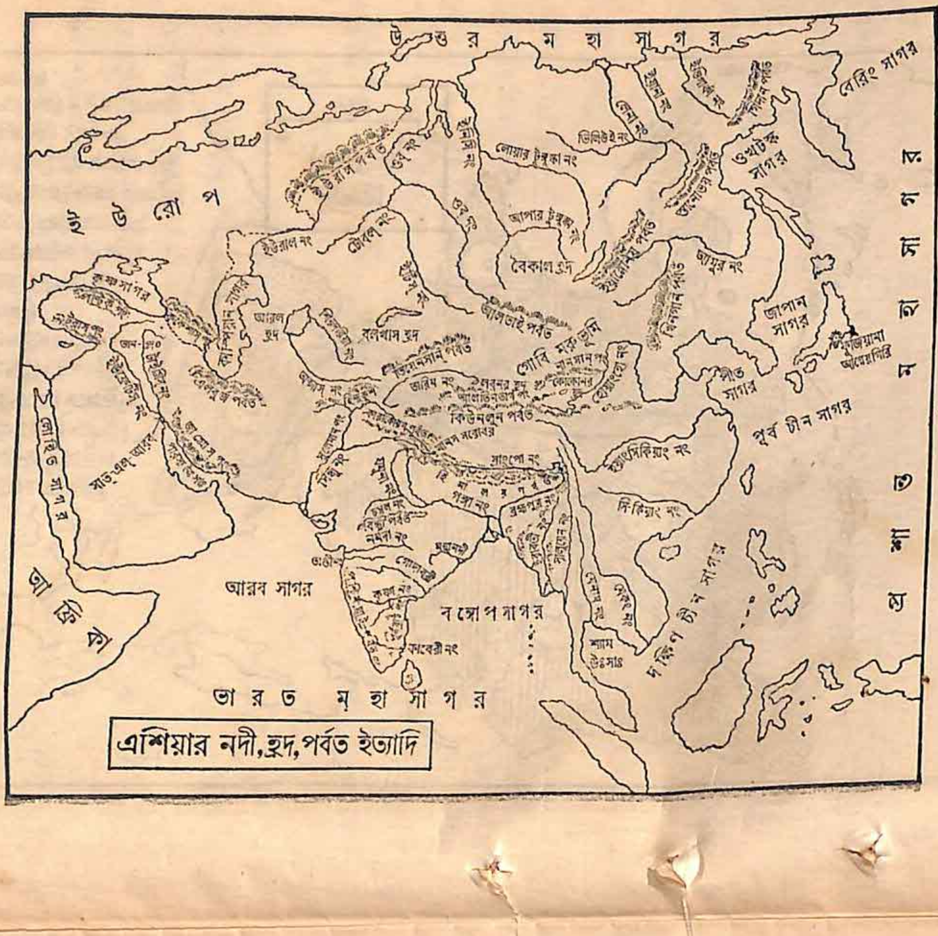
হিমালয়ের পূর্বপ্রান্ত হইতে একটি পর্বতশ্রেণী আসামে **পাটকাই, নাগা** ও **লুসাই** নামে এবং ব্রহ্মদেশে **আরাকানয়োমা** ও **পেগুয়োমা** নামে দক্ষিণে মালয় উপদ্বীপের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে।

হিমালয়ের উত্তরে কারাকোরাম পর্বতশ্রেণী, ইহার প্রধান শৃঙ্গের নাম **গড-উইন অষ্টিন** (২৮,২৫০ ফুট) উচ্চতায় পৃথিবীর দ্বিতীয় স্থানীয়।

পামীরের পূর্ব দিক হইতে **কুয়েনলুন** ও **আলতিনতাগ** নামে এক যুক্ত পর্বতশ্রেণী বাহির হইয়া তিব্বতের উত্তরে বিস্তৃত রহিয়াছে। আলতিনতাগ পর্বত পরে চীনের **নানসান** ও **ইয়ুনলিং** পর্বতমালার সহিত মিলিত হইয়াছে। পামীরের উত্তর-পূর্বে **তিয়ানসান্** পর্বতমালা অবস্থিত। ইহার উত্তর-পূর্বে **আলতাই, ইয়োব্লোনয়** ও **স্তানোভয়** পর্বতমালা **বেরিং প্রণালী** পর্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। **খিনগান** পর্বতমালা চীনের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। আলতাই ও তিয়ানসানের মধ্যে একটি প্রশস্ত নিম্নভূমি আছে, তাহার নাম **জুঙ্গেরীয় দ্বার**।

পামীরের পশ্চিমদিক হইতে **হিন্দুকুশ** ও **সুলেমান** নামে দুইটি পর্বতশ্রেণী বাহির হইয়াছে। হিন্দুকুশ আফগানিস্তানের উত্তর দিয়া পারশ্যে **এলবার্জ** নামে পরিচিত হইয়া কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ তীর দিয়া আর্মেনিয়ার পর্বতগ্রন্থিতে মিশিয়াছে। ইহা পরে এশিয়া মাইনরের উত্তরে **পণ্টিক** নামে বিস্তৃত রহিয়াছে। হিন্দুকুশের এক শাখা পারশ্যের উত্তরে **ককেশাস** পর্বত নামে কাস্পিয়ান সাগরের মধ্য দিয়া উত্তর-পশ্চিমে বিস্তৃত রহিয়াছে। **সুলেমান পর্বতশ্রেণী** আফগানিস্তান ও পারশ্যের দক্ষিণ দিয়া পশ্চিমে আর্মেণীয় গ্রন্থিতে মিশিয়াছে। পারশ্যের দক্ষিণ-পশ্চিমে ইহার নাম জ্যাগ্রস, ইহারই এক শাখা **তরাস** নামে এশিয়া মাইনরের দক্ষিণ দিয়া পশ্চিমে চলিয়া গিয়াছে।


এশিয়া
(প্রাকৃতিক)
০
১০০০
মাইল
১ আরবের মালভূমি
২ ইরানের মালভূমি
৩ দাক্ষিণাত্যের মালভূমি
৪ তিব্বতের মালভূমি
৫ ইন্দোচীন মালভূমি
৬ ইন্দোচীন সমভূমি
৭ পামীর
৮ তারিম উপত্যকা
৯ অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমি
১০ মঙ্গোলিয়ার মালভূমি
১১ এশিয়ামাইনরের মালভূমি
১২ সাইবেরিয়ার সমতল ভূমি
১৩ ইরাকের সমভূমি
১৪ পাকিস্তান ও উত্তরভারতের সমভূমি



এশিয়ার নদী,হ্রদ,পর্বত ইত্যাদি

মালভূমি

এশিয়ার মধ্যভাগ সুউচ্চ পর্বতশ্রেণী ও মালভূমি দ্বারা গঠিত। পূর্বে যে সকল পর্বতমালার কথা বলা হইল, তাহাদের মধ্যেই মালভূমিগুলি অবস্থিত।

পামীর মালভূমি এই সকল মালভূমির সন্ধিস্থলে অবস্থিত। ইহা পৃথিবীর সর্বোচ্চ মালভূমি, সেইজন্য ইহাকে "পৃথিবীর ছাদ" বলা হয়। এশিয়ার মধ্য-ভাগের মালভূমিগুলি পামীরের পূর্বে ও পশ্চিমে অবস্থিত।

পামীরের পূর্বদিকের মালভূমি—(১) **তিব্বতের মালভূমি** হিমালয় ও কুয়েনলুন পর্বতের মধ্যে অবস্থিত। (২) কুয়েনলুন ও আলতিনতাগ পর্বতের মধ্যে অপেক্ষাকৃত নিম্ন জলাভূমিময় মালভূমি অবস্থিত। (৩) **তারিম উপত্যকা**—আলতিনতাগ ও তিয়েনসান পর্বতশ্রেণীর মধ্যে অবস্থিত। (৪) **মোঙ্গোলিয়ার মালভূমি**—আলতিনতাগ পর্বতের উত্তর-পূর্বে এবং আলতাই ও ইয়োব্লোনয় পর্বত দুইটির দক্ষিণে অবস্থিত। প্রসিদ্ধ **গোবি** বা **সামো মরুভূমি** ইহার দক্ষিণাংশে অবস্থিত।

পামীরের পশ্চিমদিকের মালভূমি—(১) **ইরাণের মালভূমি**—হিন্দুকুশ ও সুলেমান পর্বতের মধ্যে ইরাণের মালভূমি। পারশ্য (ইরাণ), আফগানিস্তান, বেলুচিস্তান এই মালভূমির অন্তর্গত। (২) **এশিয়া মাইনরের মালভূমি**—ইরাণের মালভূমির পশ্চিমে এবং পণ্টিক ও টরাসের মধ্যে অবস্থিত।

দক্ষিণের মালভূমি—এশিয়ার দক্ষিণে তিনটি মালভূমি আছে। যথা—(১) এশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে আরবের মালভূমি। ইহা পশ্চিম হইতে পূর্ব-দিকে ঢালু। (২) ভারতের দক্ষিণাংশে **দাক্ষিণাত্যের মালভূমি**। ইহার পশ্চিমে **পশ্চিমঘাট** এবং পূর্বে **পূর্বঘাট পর্বত** অবস্থিত। (৩) এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্বদিকে **ইউনান ও ইন্দোচীনের মালভূমি**। ইহার ঢাল উত্তর হইতে দক্ষিণে।

সমভূমি

এই বিরাট মহাদেশের উত্তরদিকে এক বিশাল সমতল নিম্নভূমি আছে। ইহা দক্ষিণ-পশ্চিমে কাস্পিয়ান সাগর হইতে উত্তর-পূর্বে বেরিং প্রণালী পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহাকে **সাইবেরিয়ার সমতলভূমি** বলে। এই সমতলভূমির দক্ষিণ-

পশ্চিমাংশ প্রশস্ত; ইহা উত্তর-পূর্বদিকে ক্রমশঃ সংকীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ইহার ঢাল দক্ষিণ হইতে উত্তরদিকে। এই জন্য ওব, ইনিসি ও লেনা নদী উত্তরদিকে বহিয়া উত্তর মহাসাগরে পড়িয়াছে।

নদী-বিধৌত নিম্ন-সমভূমি—মধ্য এশিয়ার মালভূমি ও পর্বতমালার দক্ষিণ পশ্চিমে ও দক্ষিণ-পূর্বে কয়েকটি সুবিস্তৃত সমতলভূমি আছে। যথা, ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রীস নদী-বিধৌত **মেসোপটেমিয়ার সমতলক্ষেত্র**। সিন্ধু, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র-বিধৌত ভারত ও পাকিস্তানের সমভূমি, ইরাবতী-বিধৌত **ব্রহ্মদেশের সমতলক্ষেত্র,** মেকং ও মেনাম নদীর অববাহিকায় **ইন্দোচীনের** নিম্নভূমি এবং ইয়াংসিকিয়াং, হোয়াংহো ও আমুর নদী-বিধৌত **চীনের সমতলক্ষেত্র**। ইহা ভিন্ন এশিয়ার উপকূলভাগে নিম্নভূমি আছে।

২। (খ) নদনদী

এশিয়ার মধ্যভাগের উচ্চভূমিই এই মহাদেশের প্রধান জল-বিভাজিকা। এখান হইতে ভূমি উত্তরে, পূর্বে ও দক্ষিণে ক্রমশঃ নিম্ন হইয়া সমুদ্র উপকূলে মিশিয়াছে। এইজন্য এশিয়ার কতকগুলি নদী উত্তর-বাহিনী, কতকগুলি পূর্ব-বাহিনী ও কতকগুলি দক্ষিণ-বাহিনী হইয়া সমুদ্রে পড়িয়াছে। আবার কতক-গুলি নদী মহাদেশের মধ্যস্থিত হ্রদে পড়িয়াছে।

উত্তর-বাহিনী নদী—ওব, ইনিসি ও লেনা এই তিনটি উত্তর-বাহিনী নদী।

ওব—(৪,১৮৬ কি. মি., ২,৬০০ মাইল)—আলতাই পর্বত হইতে বাহির হইয়া ওব উপসাগরে পড়িয়াছে। **ইরটিশ** ইহার প্রধান উপনদী।

ইনিসি—(৩,৮৯৮ কি. মি., ২,৩৬০ মাইল)—মোঙ্গোলিয়ার মালভূমিতে উৎপন্ন হইয়া উত্তর মহাসাগরে পড়িয়াছে। **অঙ্গোরা** ইহার উপনদী।

লেনা নদী—(৪,২৫৭ কি. মি., ২,৬৪৫ মাইল)—বৈকাল হ্রদের পশ্চিমস্থ পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া উত্তর মহাসাগরে পড়িয়াছে।

উত্তরের মোহনার দিক এই নদীগুলি বৎসরের অধিকাংশ সময় বরফাবৃত থাকে। আবার উত্তর মহাসাগরে যে নদীগুলি পড়িয়াছে তাহাও প্রায় বারমাস

বরফে ঢাকা থাকে। কাজেই এই সকল নদী বাণিজ্য ও যাতায়াতের পক্ষে উপযোগী নহে।

হোয়াংহো বা **পীতনদী**—(৪,৩৪৬ কি. মি., ২,৭০০ মাইল)—কুয়েনলুন পর্বতে উৎপন্ন হইয়া পেচিলি উপসাগরে পড়িয়াছে। ইহার দুই পার্শ্বে **লোয়েশ** নামক উর্বরা মৃত্তিকা আছে। ইহাতে মাঝে মাঝে ভীষণ বন্যা হয়। ঐ বন্যায় বহু ঘরবাড়ী ও নরনারীর জীবননাশ হয়। তাই ইহাকে 'চীনের দুঃখ' বলা হয়।

ইয়াংসিকিয়াং—তিব্বতের মালভূমি হইতে উৎপন্ন হইয়া উত্তর চীনসাগরে পড়িয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য ৪,৯৯০ কি. মি., (৩,১০০ মাইল) এবং পতনস্থান হইতে ৩,২২০ কি. মি., (২,০০০ মাইল) পর্যন্ত নাব্য। ইহাই এশিয়ার দীর্ঘতম নদী।

পীহো—খিনগান পর্বতমালা হইতে বাহির হইয়া পেচিলি উপসাগরে পড়িয়াছে।

সিকিয়াং (সি) নদী—(২,৫৭৬ কি. মি., ১,৬০০ মাইল)—ইউনান মালভূমি হইতে উৎপন্ন হইয়া দক্ষিণ চীনসাগরে পড়িয়াছে।

দক্ষিণ-বাহিনী নদী—**মেকং নদী** তিব্বতের মালভূমি হইতে উৎপন্ন হইয়া শ্যাম ও ইন্দোচীনের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া দক্ষিণ চীনসাগরে পড়িয়াছে। **মেনাম নদী** ইন্দোচীনের উত্তরে পার্বত্য-ভূমিতে উৎপন্ন হইয়া শ্যাম উপসাগরে পতিত হইয়াছে।

সালুইন—(২,৮১৭ কি. মি., ১,৭৫০ মাইল)—তিব্বতের মালভূমিতে উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মদেশের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া মার্তাবান উপসাগরে পড়িয়াছে।

ইরাবতী নদী—(২,০৯৩ কি. মি., ২,৩০০ মাইল)—তিব্বতের মালভূমি হইতে উৎপন্ন হইয়া মার্তাবান উপসাগরে পড়িয়াছে।

সিন্ধু—(৩,১৮৬ কি. মি., ১,৯৮০ মাইল)—তিব্বতের মালভূমিতে উৎপন্ন হইয়া আরব সাগরে পড়িয়াছে।

ব্রহ্মপুত্র—(২,৮৯৭ কি. মি., ১,৮০০ মাইল)—তিব্বতের মালভূমিতে উৎপন্ন হইয়া গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে।

গঙ্গা—(২,৪১৫ কি. মি., ১,৫০০ মাইল)—হিমালয় হইতে উৎপন্ন হইয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে।

ইউফ্রেটিশ ও টাইগ্রীস নদী—আর্মেনিয়ার উচ্চভূমি হইতে উৎপন্ন হইয়া শেষভাগে এই দুই নদী মিলিত হইয়া **সাত-এল-আরব** নামে পারশ্যোপসাগরে পড়িয়াছে। ইউফ্রেটিশ দৈর্ঘ্যে ২,৭৩৬ কি. মি., (১,৭০০ মাইল)।

অন্তর্বাহিনী নদী—এই শ্রেণীর নদীগুলি কোন সাগর বা উপসাগরে পড়ে নাই। ইহাদের অধিকাংশই মধ্যভাগের মালভূমিতে উৎপন্ন হইয়া মহাদেশের মধ্যস্থ কোন হ্রদে বা নিম্নভূমিতে পড়িয়াছে।

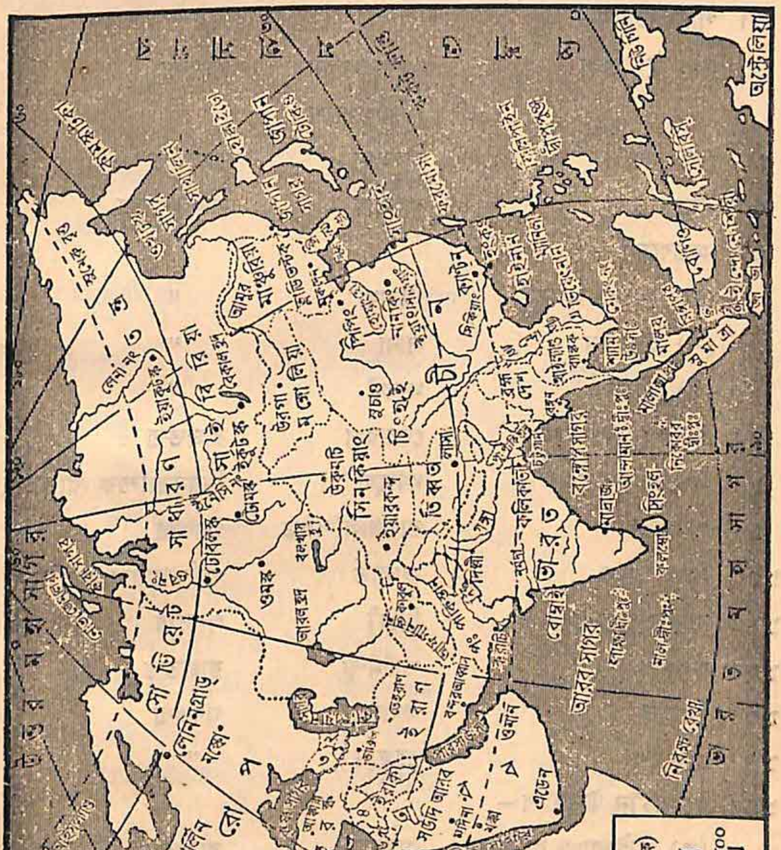
আমুদরিয়া (অক্সাস) **নদী**—পামীর হইতে বাহির হইয়া আরল হ্রদে পতিত হইয়াছে। **সিরদরিয়া নদী** তিয়ানসান পর্বত হইতে বাহির হইয়া আরল হ্রদে পড়িয়াছে। **উরল নদী** ইউরাল পর্বত হইতে বাহির হইয়া কাস্পিয়ান সাগরে পড়িয়াছে। **জর্ডন নদী** লেবানন পর্বত হইতে বাহির হইয়া মরুসাগরে পড়িয়াছে। **তারিম নদী** কারাকোরাম পর্বত হইতে বাহির হইয়া লবণ হ্রদে পড়িয়াছে। **হেলমন্দ নদী** কাবুলের মধ্য দিয়া বহিয়া **হামুন** হ্রদে পড়িয়াছে।

অনুশীলনী

১। পামীরকে 'পৃথিবীর ছাদ' বলা হয় কেন?
২। পামীর মালভূমি হইতে যে সকল পর্বত বাহির হইয়াছে তাহাদের নাম কর।
৩। এশিয়ার প্রধান প্রধান পর্বতমালার নাম কর।
৪। পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম কি?
৫। এশিয়ার মালভূমি ও সমতল ভূমিগুলির অবস্থানসহ নাম কর।
৬। এশিয়ার প্রধান প্রধান নদীগুলির নাম, উত্থান ও পতনস্থান বল।
৭। এশিয়ার যে সকল নদী দেশ মধ্যবর্তী হ্রদে পড়িয়াছে তাহাদের নাম কর।

৩। (ক) এশিয়ার রাজনৈতিক বিভাগ

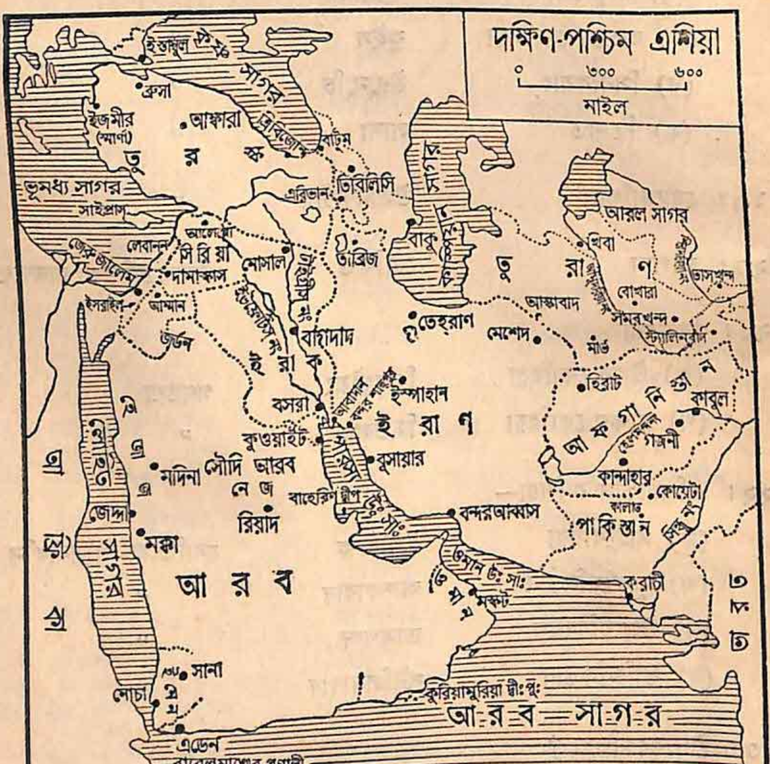
দেশ	রাজধানী	শাসনপ্রণালী
১। এশিয়া মাইনর (তুরস্ক)	আঙ্কারা	গণতন্ত্র
২। সিরিয়া	দামাস্কাস	"
৩। লেবানন	বিরুট	"


এশিয়া (রাজনৈতিক)
স্কেল—ইংরাজী মাইল
০ ৫০০ ১০০০ ১৫০০
১ আর্মেনিয়া
২ আজারবাইজান
৩ জর্জিয়া
৪ সিরিয়া
৫ জর্ডান
৬ প্যালেস্টাইন

দেশ	রাজধানী	শাসনপ্রণালী
৪। প্যালেস্টাইন—		
(ক) ইস্রায়েল	জেরুজালেম (পশ্চিমাংশ)	গণতন্ত্র
(খ) জর্ডন	আম্মান	রাজতন্ত্র
৫। ইরাক	বাগদাদ	সাধারণতন্ত্র
৬। আরবদেশ—		
(ক) সৌদী আরব	রিয়াধ	"
(খ) ইয়েমেন	সানা	"
(গ) ওমান	মস্কট	"
৭। ইরাণ (পারশ্য)	তেহরাণ	রাজতন্ত্র
৮। আফগানিস্তান	কাবুল	নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র
৯। পাকিস্তান	রাওয়ালপিণ্ডি	গণতন্ত্র
১০। বেলুচিস্তান	কালাত	পাকিস্তানের অধীন
১১। ভারত যুক্তরাষ্ট্র	দিল্লী	গণতন্ত্র
১২। নেপাল	কাটমণ্ডু	রাজতন্ত্র
১৩। সিংহল	কলম্বো	গণতন্ত্র
১৪। ব্রহ্মদেশ	রেঙ্গুন	"
১৫। ইন্দোচীন উপদ্বীপ—		
(ক) থাইল্যাণ্ড বা শ্যাম	ব্যাঙকক	রাজতন্ত্র
(খ) ইন্দোচীন	হানয়	গণতন্ত্র
(গ) মালয়েশিয়া ফেডারেশন	কুয়ালালামপুর	সাধারণতন্ত্র
(ঘ) সিঙ্গাপুর	সিঙ্গাপুর	"
১৬। ইন্দোনেশিয়া	জাকার্তা	গণতন্ত্র
১৭। ফিলিপাইন সাধারণতন্ত্র	ম্যানিলা	সাধারণতন্ত্র

দেশ	রাজধানী	শাসনপ্রণালী
১৮। চীন সাধারণতন্ত্র—		
(ক) খাস চীন	পিকিং	গণতন্ত্র
(খ) মাঞ্চুরিয়া	সিনকিং	”
(গ) অন্তর্মোঙ্গোলিয়া	কুইস	”
(ঘ) সিনকিয়াং	উর্‌ম্‌চি	”
(ঙ) তিব্বত	লাসা	”
১৯। মোঙ্গোলিয়া	উলানবাটার	”
২০। জাপান	টোকিও	নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র
২১। কোরিয়া		
(ক) উত্তর কোরিয়া	পিয়ংইয়ং	গণতন্ত্র
(খ) দক্ষিণ কোরিয়া	সিউল	”
২২। এশিয়াধীন রাশিয়া—		
(ক) সাইবেরিয়া	ইর্খ্‌টস্ক	সোভিয়েট শাসনাধীন
(খ) তুর্কমেনিস্তান	আস্কাবাদ	”
(গ) উজবেকিস্তান	তাসখন্দ	”
(ঘ) তাজিকিস্তান	স্টালিনাবাদ	”
২৩। ট্রান্সককেশিয়া †		
(ক) জর্জিয়া	ত্‌বিলিসি	”
(খ) আজারবাইজান	বাকু	”
(গ) আর্মেনিয়া	এরিভান	”

† ইউরোপের মানচিত্রে ট্রান্সককেশিয়ার তিনটি রাজ্য থাকিলেও এশিয়ার রাজনৈতিক বিবরণের সহিত ইহাদের বিষয় আলোচিত হইয়া থাকে।



দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া
০ ৩০০ ৬০০
মাইল
ইস্তাম্বুল
ক্রুসা
ইজমীর (স্মার্ণা)
আঙ্কারা
তু র স্ক
বাটুম
তিবিলিসি
এরিভান
ভূমধ্য সাগর
সাইপ্রাস
আলেপ্পো
লেবানন
সি রি য়া
দামাস্কাস
জেরুজালেম
ইসরাইল
আম্মান
জর্ডন
মোসাল
তাব্রিজ
বাকু
তেহরাণ
বাগদাদ
ই রা ক
বসরা
কুওয়াইট
ইস্পাহান
ই রা ণ
বুসায়ার
মদিনা
সৌদি আরব
নে জ
রিয়াদ
জেদ্দা
মক্কা
আ র ব
বাহেরিন দ্বীপ
বন্দরআব্বাস
মস্কট
আরল সাগর
খিবা
তু রা ণ
বোখারা
তাসখন্দ
সমরখন্দ
আস্কাবাদ
মেশেদ
মার্ভ
হিরাট
কাবুল
আ ফ গা নি স্তা ন
গজনী
কান্দাহার
কোয়েটা
কলাত
পা কি স্তা ন
করাচী
সানা
মোচা
এডেন
বাবেলমাণ্ডেব প্রণালী
সকোত্রা
কুরিয়ামুরিয়া দ্বীঃপুঃ
আ র ব সা গ র

৩। (খ) এশিয়ার রাজনৈতিক বিবরণ এবং প্রধান প্রধান নগর ও সহর

তুরস্ক (এশিয়া মাইনর)

গত প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে এশিয়ামাইনর, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, মেসোপটেমিয়া (ইরাক), আর্মেনিয়া, আরব প্রভৃতি দেশ তুরস্কের অধীন ছিল। মহাযুদ্ধের পর এশিয়া মাইনর, কুর্দিস্তান ও আর্মেনিয়ার কিছু অংশ এবং ইউরোপের ইস্তাম্বুল ও ইহার চতুর্দিকস্থ সামান্য স্থান মাত্র তুরস্কের অধীনে রহিয়াছে। বর্তমানে তুরস্ক একটি গণতন্ত্র রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রের আয়তন ৭,৮০,৫৭৬ বর্গ কি. মি. এবং লোকসংখ্যা ২,৭৭,৫৫,০০০।

এশিয়ামাইনর একটি পার্বত্য মালভূমি। ইহার উত্তরে পণ্টিক এবং দক্ষিণে টরাস পর্বত। ইহার উপকূলভাগে ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু বর্তমান এবং তথায় শীতকালে বৃষ্টিপাত হয়। উপকূলের উর্বর ভূমিতে গম, যব, তুলা, তামাক প্রভৃতি শস্য এবং আঙ্গুর, পীচ, জলপাই প্রভৃতি ফল জন্মে। মালভূমির অভ্যন্তরভাগে বৃষ্টিপাত কম, সেইজন্য অধিকাংশ স্থান তৃণভূমি। এই অঞ্চলে ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি পালিত হয়। এখানকার ছাগলের লোম সুন্দর ও মূল্যবান, ইহাকে **'মোহের'** বলে। এই লোমে গালিচা, কার্পেট প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। সীসা, তামা, লোহা, কয়লা প্রভৃতি খনিজ দ্রব্য এদেশে পাওয়া যায়।

নগরাদি—আঙ্কারা—তুরস্ক গণতন্ত্রের রাজধানী। স্মার্ণা—অতি প্রাচীন নগর ও উৎকৃষ্ট পোতাশ্রয়। ইহার বর্তমান নাম **ইজমির**। **স্কুটারি**—বস্ফোরাস প্রণালী তীরে অবস্থিত বড় সহর। **বুরসা**—মর্মর সাগরের তীরে অবস্থিত একটি বন্দর এবং রেশমের জন্য বিখ্যাত।

সিরিয়া ও লেবানন

তুরস্কের দক্ষিণে ভূমধ্য সাগরের উপকূলে এই দুইটি দেশ অবস্থিত। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে এই দুইটি রাজ্য তুরস্কের অধীনে ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের পর জাতিসঙ্ঘের নির্দেশানুসারে এই দুইটি দেশ ফরাসীদের কর্তৃত্বাধীনে আসে। কিন্তু গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে ইহারা স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হইয়াছে।

সিরিয়া—ইহার আয়তন ১৮৪ হাজার ৪৮০ বর্গ কি. মি. (৭১,২১০ বর্গ-মাইল), লোকসংখ্যা প্রায় ৪৫ লক্ষ। সিরিয়ার জলবায়ু ভূমধ্যসাগরীয়। উপকূলে শীতকালে বৃষ্টিপাত হয়। তথায় জলপাই, কমলালেবু, আঙ্গুর প্রভৃতি ফল প্রচুর জন্মে। মধ্যে শুষ্ক অঞ্চলে গম ও খেজুর এবং পূর্বাংশে তামাক জন্মিয়া থাকে।

দামাস্কাস্—সিরিয়ার রাজধানী, প্রাচীন নগর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। **আলেপ্পো** প্রসিদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র।

লেবানন—সিরিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমে লেবানন রাজ্য অবস্থিত। ইহার আয়তন ১০,৪০০ বর্গ কি. মি. (৩,৪০০ বর্গমাইল), লোকসংখ্যা ১৭½ লক্ষের উপর। জলবায়ু ও উৎপন্ন দ্রব্য সিরিয়ার ন্যায়।

বিরুট—লেবাননের রাজধানী ও বন্দর।

প্যালেস্টাইন
ইস্রায়েল ও জর্ডন

ইস্রায়েল—সিরিয়ার দক্ষিণে ভূমধ্যসাগরের তীরে প্যালেস্টাইন অবস্থিত। প্যালেস্টাইন ইহুদীদের আদি বাসস্থান। ১৯৪৮ সালের মে মাসে পশ্চিম প্যালেস্টাইনে স্বাধীন ইহুদীরাষ্ট্র ইস্রায়েল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তৎপূর্বে ইহা বৃটিশ-আশ্রিত রাজ্য ছিল। দেশের পশ্চিমাংশে একটি গ্রস্ত উপত্যকা* আছে। **মরু সাগর** এই উপত্যকায় অবস্থিত। মরু সাগর সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১,৩০০ ফুট নিম্নে অবস্থিত। **জর্ডন নদী** এই হ্রদে পড়িয়াছে। ইস্রায়েলের জলবায়ু ও উৎপন্ন দ্রব্য সিরিয়ার ন্যায়। এই রাজ্যের আয়তন ২০,৭০০ বর্গ কি. মি. (৭,৯৩৩ বর্গমাইল)।

জেরুজালেম—ইস্রায়েলের রাজধানী। ইহা খৃষ্টানদের পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। ইহার পশ্চিমাংশ আধুনিক নগর ইস্রায়েলের এবং পূর্বাংশ জর্ডনের অধিকারে আছে। **জাফা-টেলআবিব** ও **গাজা**—ভূমধ্যসাগর-তীরবর্তী বন্দর। **হাইফা**—ভূমধ্য-সাগরের তীরে অবস্থিত বন্দর।

জর্ডন—প্যালেস্টাইনের পূর্বদিকে জর্ডন রাজ্য অবস্থিত। ইহার আয়তন প্রায় ৯৬,৫০০ বর্গ কি. মি. (৩৬,৭১৫ বর্গমাইল) এবং লোকসংখ্যা প্রায় ১৮½

* ভূত্বক বসিয়া গিয়া যে নিম্নভূমির সৃষ্টি হয় তাহাকে "গ্রস্ত উপত্যকা" বলে।

লক্ষ। এই রাজ্যের অধিকাংশই মরুভূমি। কৃষি ও পশুপালন লোকের জীবিকা। রাজধানী **আম্মান**। **ইর্‌বিদ**—প্রধান সহর।

ইরাক

সিরিয়া ও জর্ডনের পূর্বদিকে টাইগ্রীস্ ও ইউফ্রেটিস্ নদীর অববাহিকায় ইরাক রাজ্য অবস্থিত। পূর্বে ইহার নাম মেসোপটেমিয়া ছিল। ইহা একটি স্বাধীন আরব রাজ্য। ইহার আয়তন ৪,৩৮,৪৪৬ বর্গ কি. মি. (১,৬৯,২৪০ বর্গমাইল) এবং লোকসংখ্যা প্রায় ৬৮ লক্ষ। ইরাকের সমভূমি খুব উর্বরা কিন্তু বৃষ্টিপাত খুব কম বলিয়া জলসেচন দ্বারা কৃষিকার্য করিতে হয়। নদী উপত্যকায় ধান, গম, তুলা, তামাক, আখ, জোয়ার, ও খেজুর জন্মে। ইরাকের উত্তরভাগে শীতকালে বৃষ্টি-পাত হয়। গ্রীষ্মকাল শুষ্ক। খেজুর এদেশের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। এখানে পেট্রোলিয়ামের বহু খনি আছে। এখানকার তৈল প্যালেস্টাইনের হাইফা বন্দর দিয়া রপ্তানি হয়। ইরাক প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্রভূমি। হাজার হাজার বৎসর পূর্বে এখানে সুপ্রসিদ্ধ ব্যাবিলনীয় ও আসিরীয় সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল।



ইরাকের খেজুর গাছ

বাগদাদ—ইরাকের রাজধানী ও অতি প্রাচীন সহর। ইহা একটি প্রসিদ্ধ বিমানঘাঁটি; ইহারই নিকটে ব্যাবিলনের ধ্বংসাবশেষ আছে। **বসরা**—সাত-এল-আরবের তীরে অবস্থিত প্রধান বন্দর। **মোসুল**—টাইগ্রীস নদীর তীরে অবস্থিত একটি বাণিজ্যকেন্দ্র। ইহারই নিকটে নাইনিভের ধ্বংসাবশেষ আছে।

আরব

আরব পৃথিবীর বৃহত্তম উপদ্বীপ। ইহার অধিকাংশ স্থান শুষ্ক মরুভূমি। ইহার আয়তন প্রায় ২৫ লক্ষ বর্গ কি. মি. (১০ লক্ষ বর্গমাইল), লোকসংখ্যা প্রায় ১ কোটি। ইহা পূর্বে তুরস্কের অধীন ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের পর এখানে অনেকগুলি স্বাধীন ও অর্ধস্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

আরবের জলবায়ু অত্যন্ত উষ্ণ ও শুষ্ক। ইহার দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্বের উপকূলভাগে কিছু বৃষ্টিপাত হয়। গম, যব, ভুট্টা, খেজুর, কফি ও তামাক



বেদুইন সর্দার

প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। আরবের ঘোড়া খুব বিখ্যাত। মরুভূমির যাযাবর জাতিকে **বেদুইন** বলে। ইহারা পশুপাল লইয়া এক মরুদ্যান হইতে আর এক মরুদ্যানে ঘুরিয়া বেড়ায়।

আরবে স্বাধীন ও অর্ধ-স্বাধীন ৮টি রাজ্য আছে। তন্মধ্যে **নেজ** ও **হেজাজ** লইয়া গঠিত সৌদি আরবই প্রধান। অন্যান্য রাজ্যের মধ্যে **ইয়েমেন, ওমান** ও **কুওয়াইট** উল্লেখযোগ্য।

সৌদি আরবের দুইটি রাজধানী—**মক্কা** (১½ লক্ষ) ও **রিয়াধ** (৬০,০০০)। **মক্কা**—হজরত মহম্মদের জন্মস্থান ও মুসলমানদের তীর্থস্থান।

জেদ্দা—লোহিত সাগরের তীরে অবস্থিত একটি বন্দর। **মদিনা**—মরূদ্যানে অবস্থিত হজরত মহম্মদের সমাধিস্থান।

মস্কট—ওমানের রাজধানী। এখান হইতে প্রচুর খেজুর ও বেদানা রপ্তানি হয়।

সানা—ইয়েমেন রাজ্যের রাজধানী ও সুরক্ষিত সহর। **মোকো**—ইয়েমেন রাজ্যে অবস্থিত মোকো কফির জন্য প্রসিদ্ধ।

আরবের দক্ষিণে **এডেন** উপদ্বীপ ও বন্দর ইংরাজের অধিকারে। ইহা সুদৃঢ় দুর্গের দ্বারা রক্ষিত ও লোহিত সাগরের দ্বার স্বরূপ।

ইরাণ (পারশ্য)

ইরাণ বা পারশ্য ইরাণ মালভূমির পশ্চিমাংশে অবস্থিত। ইহার আয়তন ১৬ লক্ষ ২১ হাজার ৮৬০ বর্গ কি. মি. (৬ লক্ষ ২৭ হাজার বর্গমাইল) কিন্তু লোকসংখ্যা ১ কোটি ৯০ লক্ষ মাত্র। ইহার কারণ দেশের অধিকাংশ স্থান পর্বতময় এবং মরুময়। ইরাণের মধ্যভাগ পর্বতবেষ্টিত উচ্চ মালভূমি। কাস্পিয়ান ও পারশ্যোপসাগরের তীরবর্তী স্থান নিম্নভূমি। পর্বতবেষ্টিত বলিয়া দেশের মধ্যভাগে বৃষ্টি হয় না। এই অঞ্চল মরুপ্রায়। কাস্পিয়ান হ্রদের নিকটবর্তী নিম্নভূমিতে শীতকালে বৃষ্টিপাত হয়। এখানে ধান, আখ ও তুলা জন্মে। অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে গম, যব, তামাক, আঙ্গুর ও বেদানা প্রধান। তৃণভূমিতে পশুচারণ হয়। পারোশ্যোপসাগরের উপকূলে অনেক তৈলখনি আছে। এই দেশের অধিপতির উপাধি শাহ্।

নগরাদি—**তেহরাণ**—ইরাণের রাজধানী। **ইস্পাহান**—প্রাচীন রাজধানী। **মেসেদ**—খোরাসান প্রদেশের রাজধানী এবং কার্পেট ও রেশম শিল্পের

কেন্দ্র। **সিরাজ**—বিখ্যাত কবি হাফেজ ও সাদির জন্মস্থান। এখানকার আতর ও গোলাপ-জল বিখ্যাত। **তাব্রিজ**—উরমিয়া হ্রদের নিকট অবস্থিত বাণিজ্যস্থান। **বসরার ও বন্দর আব্বাস**—পারশ্য উপসাগরের তীরে অবস্থিত বন্দর। **বন্দরসাহ**—কাস্পিয়ান হ্রদের তীরস্থ বন্দর।

আফগানিস্তান

ইরাণের পূর্বে এই দেশ অবস্থিত। ইহার আয়তন প্রায় ৬ লক্ষ ৫৭ হাজার ৫০০ বর্গ কি. মি. (আড়াই লক্ষ বর্গমাইল) এবং লোকসংখ্যা ১ কোটি ৩৮ লক্ষ। আফগানিস্তানের অধিকাংশ স্থান পর্বতময় মালভূমি। উত্তরদিকের কতকাংশ নিম্নভূমি। বৃষ্টিপাত অতি সামান্য। হিন্দুকুশ পর্বতের তুষারগলা জলে **কাবুল, হরিরুদ্র ও হেলমন্দ নদী** পুষ্ট থাকে। নদীগুলি হইতে জলসেচের সাহায্যে কৃষিকার্য হয়। গম, যব, ধান, তামাক প্রভৃতি শস্য এবং আঙ্গুর, পীচ, বাদাম প্রভৃতি নানা প্রকার ফল এখানে জন্মিয়া থাকে।

এই দেশের অধিবাসীরা মুসলমান। এখানে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত।

নগরাদি—কাবুল (প্রায় ২ লক্ষ)—আফগানিস্তানের রাজধানী। এখানে হাইকোর্ট ও বিশ্ববিদ্যালয় আছে; কাবুল নদীতীরে ইহা অবস্থিত। **কান্দাহার**··দক্ষিণাংশের প্রধান নগর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। এখান হইতে বোলান গিরিপথ দিয়া পাকিস্তানের সহিত বাণিজ্য চলে। **হিরাট**—উত্তর-পশ্চিম অংশে সুরক্ষিত সহর। **গজনী**—সুলতান মামুদের রাজধানী ছিল।

পাকিস্তান

ভারতবর্ষ বিভাগের ফলে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট এই রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এই রাজ্যের দুইটি অংশ—এক অংশ ভারতের পশ্চিমে অবস্থিত, তাহাকে **পশ্চিম পাকিস্তান** এবং অপর অংশ ভারতের পূর্বে অবস্থিত, তাহাকে **পূর্ব পাকিস্তান** বলে।

পশ্চিম পাকিস্তান—পশ্চিম পাকিস্তানের উত্তরে ভারত যুক্তরাষ্ট্রের **কাশ্মীর** রাজ্য ও সোভিয়েট মধ্য এশিয়া, পূর্বে কাশ্মীর ও ভারত যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণে ভারত যুক্তরাষ্ট্র ও আরব সাগর, পশ্চিমে ইরাণ ও আফগানিস্তান।

পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধু প্রদেশ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তান লইয়া পশ্চিম পাকিস্তান গঠিত হইয়াছে। প্রাকৃতিক গঠন অনুসারে পশ্চিম পাকিস্তানকে মোটামুটি চারিভাগে ভাগ করা যাইতে পারে—

(১) **হিমালয় ও অব হিমালয় অঞ্চল**—পশ্চিম পাঞ্জাবের উত্তর দিকের কতকাংশ এই অঞ্চলের অন্তর্গত।



(২) **পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চল**—**হিন্দুকুশ, সফেদকোহ, সুলেমান ও ক্ষীরথর** পর্বত এই অঞ্চলে অবস্থিত। সুলেমান ও ক্ষীরথর পর্বত দক্ষিণে আরব সাগরের উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত। সুলেমানের প্রধান শৃঙ্গ **তখৎ-ই-সুলেমান** ১১,৫০০ ফুট উচ্চ। এই পর্বতশ্রেণীর মধ্যে তিনটি প্রধান গিরিপথ আছে। যথা (১) **খাইবার গিরিপথ**—ইহা **সুলেমান** ও **হিন্দুকুশ** পর্বতের মধ্যে

অবস্থিত। পেশোয়ার হইতে এই গিরিপথ দিয়া আফগানিস্তান যাওয়া যায়। (২) **গোমাল গিরিপথ—এই** গিরিপথ দিয়া সুলেমান পর্বত পার হইয়া ওয়াজিরিস্তানে যাওয়া যায়। (৩) **বোলান গিরিপথ**—ক্ষীরথর ও সুলেমান পর্বতের এক অংশের মধ্যে অবস্থিত।



খাইবার গিরিপথ

(৩) **পার্বত্য শুষ্ক মালভূমি**—দেশীয় রাজ্য কালাত সহ সমগ্র বেলুচিস্তান এই অঞ্চলের অন্তর্গত। এখানে বৃষ্টিপাত খুব কম। ইহার গড় উচ্চতা ১ হাজার হইতে তিন হাজার ফুট।

(৪) **সিন্ধুর অববাহিকার সমভূমি**—পশ্চিম পাঞ্জাবের দক্ষিণাংশ এবং সিন্ধু প্রদেশ এই অঞ্চলের অন্তর্গত। এই সমভূমিতে বৃষ্টিপাত খুব কম হইলেও জলসেচনের দ্বারা কৃষিকার্য হয়।

পশ্চিম পাকিস্তান নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত হইলেও ইহার অধিকাংশ স্থান বৃষ্টিহীন শুষ্ক মালভূমি, মরুভূমি অথবা শুষ্ক পার্বত্যভূমি। খুব কম বৃষ্টিপাত ও সমুদ্রের প্রভাব না থাকায় ইহার জলবায়ু চরমভাবাপন্ন। শীত ও গ্রীষ্ম উভয়ই প্রচণ্ড। গ্রীষ্ম মৌসুমীর ফলে পশ্চিম পাঞ্জাবে ও উত্তর-পশ্চিম

সীমান্ত প্রদেশে অতি অল্পই বৃষ্টিপাত হয়। শীতকালে কিছু কিছু বৃষ্টি হইয়া থাকে। গম, ধান, ভুট্টা, বাজরা, তূলা, আখ ও ছোলা পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য। গম ও তূলার জন্য পশ্চিম পাকিস্তান বিখ্যাত। কয়লা, পেট্রোলিয়াম, গন্ধক ও লবণ পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধান খনিজ দ্রব্য। কাগজ, রেশম, পশম ও শর্করা শিল্প পশ্চিম পাকিস্তানে গড়িয়া উঠিয়াছে।

শাসনকার্যের সুবিধার জন্য কেন্দ্রীয় শাসিত করাচী অঞ্চল বাদে পশ্চিম পাকিস্তানের পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তান এই চারিটি প্রদেশ এবং ১০টি দেশীয় রাজ্য একত্রিত হইয়া বর্তমানে একটি প্রদেশে পরিণত হইয়াছে। ইহা পশ্চিম পাকিস্তান নামে পরিচিত এবং একজন গভর্ণরের শাসনাধীন পশ্চিম পাকিস্তান ১০টি বিভাগীয় কমিশনারের শাসন বিভাগে বিভক্ত।

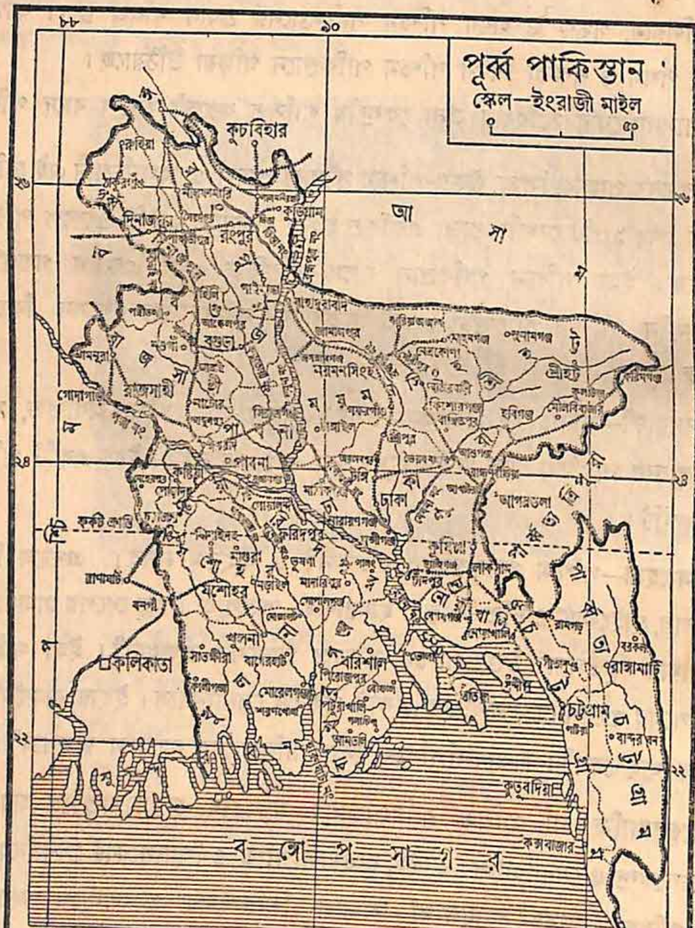
নগরাদী—করাচি (১০ লক্ষের উপর)—আরব সাগরতীরে অবস্থিত, সমগ্র পাকিস্তানের পূর্বতন রাজধানী, সমুদ্র-বন্দর ও প্রধান নগর। ইহা একটি প্রসিদ্ধ বিমানঘাঁটি।

লাহোর—পশ্চিম পাকিস্তানের রাজধানী ও বৃহত্তম নগর। এখানে বিশ্ব-বিদ্যালয়, হাইকোর্ট প্রভৃতি আছে। **হায়দ্রাবাদ**—ভূতপূর্ব সিন্ধু দেশের রাজধানী। **পেশোয়ার**—ভূতপূর্ব উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের রাজধানী। ইহা খাইবার গিরিপথের প্রবেশমুখে অবস্থিত একটি প্রকাণ্ড সেনানিবাস। ইহার রাজনৈতিক গুরুত্ব খুব বেশী। **রাওয়ালপিণ্ডি**—সমগ্র পাকিস্তানের বর্তমান রাজধানী।

ডেরাগাজি খাঁ—প্রসিদ্ধ বাণিজ্যস্থান। **মুলতান**—চন্দ্রভাগাতীরে অবস্থিত বাণিজ্যকেন্দ্র ও সেনানিবাস। **আটক, রাওয়ালপিণ্ডি ও শিয়ালকোট** সেনানিবাসের জন্য প্রসিদ্ধ। **ডেরা-ইসমাইল-খাঁ**—গোমাল গিরিপথের প্রবেশমুখে অবস্থিত সেনানিবাস।

কালাত—বেলুচিস্তানের প্রধান নগর। **কোয়েটা**—বোলান গিরিপথের নিকট প্রসিদ্ধ সেনানিবাস।

পূর্ব-পাকিস্তান (পূর্ববঙ্গ)—পূর্ব-পাকিস্তানের উত্তরে পশ্চিমবঙ্গ ও কুচ-বিহার রাজ্য, পূর্বে আসাম, ত্রিপুরারাজ্য ও ব্রহ্মদেশ, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে পশ্চিমবঙ্গ।



বঙ্গীয় সীমানা কমিশনের সভাপতি র‍্যাডক্লিফ সাহেবের সিদ্ধান্ত অনুসারে ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ, রাজসাহী বিভাগের রংপুর, বগুড়া, রাজসাহী ও পাবনা

জেলা, দিনাজপুর জেলার দুই-তৃতীয়াংশ, মালদহ জেলার এক-তৃতীয়াংশ, জলপাইগুড়ি জেলার কয়েকটি থানা, প্রেসিডেন্সী বিভাগের খুলনা জেলা, যশোহর জেলার ২টি থানা বাদে সমস্ত অংশ, নদীয়া জেলার প্রায় অর্ধেক এবং আসামের শ্রীহট্ট জেলার চারিটি থানা বাদে সমগ্র জেলা লইয়া পূর্ব-পাকিস্তান গঠিত হইয়াছে। ইহার আয়তন ১,৪২,৭৯৭ বর্গ কি. মি. (৫৫,১৩৪ বর্গমাইল), লোকসংখ্যা ৫ কোটি ৮½ লক্ষ।

প্রাকৃতিক গঠনের দিক দিয়া পূর্ব-পাকিস্তানকে দুইটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। (১) পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র ও তাহাদের উপনদী ও শাখানদী পলিমাটি দ্বারা গঠিত **নিম্নসমভূমি**। (২) উত্তর ত্রিপুরা ও পার্বত্য চট্টগ্রামের **উচ্চভূমি**। পশ্চিমবঙ্গের ব-দ্বীপের তুলনায় পূর্ব-পাকিস্তানের ব-দ্বীপ নূতন। ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গার মধ্যবর্তী অংশকে **উত্তরবঙ্গ** বলে।

পদ্মা (গঙ্গা), ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, মেঘনা, মধুমতী, আড়িয়ালখাঁ, করতোয়া, আত্রেয়ী, বুড়ীগঙ্গা, কর্ণফুলী প্রভৃতি পূর্ব-পাকিস্তানের প্রধান নদনদী। গঙ্গার কতকাংশের নাম পদ্মা। মেঘনা নদী পদ্মার সহিত মিলিত হইয়া মেঘনা নামে বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে।

পূর্ব-পাকিস্তানের উপর দিয়া কর্কটক্রান্তি রেখা গিয়াছে। দেশটি গ্রীষ্মপ্রধান; কিন্তু গ্রীষ্ম মৌসুমীর ফলে এদেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হওয়ায় এখানে গরম বেশী হয় না। জলবায়ু উষ্ণ, আর্দ্র ও কতকটা সমভাবাপন্ন বলা যাইতে পারে।

পূর্ব-পাকিস্তানের সমভূমি পলিমাটি দ্বারা গঠিত বলিয়া অতিশয় উর্বরা। এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় বলিয়া নানাবিধ শস্য প্রচুর পরিমাণে জন্মে। ধান্য ও পাট এদেশের প্রধান কৃষিজ দ্রব্য। এত বেশী পাট পৃথিবীর আর কোন দেশে জন্মে না। ইহা ভিন্ন তামাক, ইক্ষু, নানাপ্রকার ডাইল, তুলা, চা প্রভৃতি জন্মিয়া থাকে। সমুদ্রতীরের জেলাগুলিতে প্রচুর নারিকেল ও সুপারি জন্মিয়া থাকে।

পূর্ব-পাকিস্তানে খনিজ দ্রব্য বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। শ্রীহট্টে চুনা-পাথর পাওয়া যায়। চট্টগ্রামে সম্প্রতি কয়লার খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। পূর্ব-পাকিস্তান কৃষিপ্রধান দেশ। শিল্পে এই দেশ তত উন্নত নহে। কুষ্ঠিয়া, নারায়ণগঞ্জ

খুলনা, বাগেরহাট প্রভৃতি স্থানে কাপড়ের কল এবং নারায়ণগঞ্জে পাটকল আছে। ইহা ছাড়া চিনির কল, কাগজের কল, স্পিরিটের কারখানা প্রভৃতি আছে। ময়মনসিংহের কাঁসার বাসন, যশোহরের চিরুণী, ঢাকার শাঁখা ও তাঁতের কাপড় প্রসিদ্ধ।

নগরাদি—ঢাকা (৪ লক্ষের উপর)—বুড়ীগঙ্গাতীরে অবস্থিত পূর্ব-পাকিস্তানের রাজধানী এবং বৃহত্তম নগর। এখানে হাইকোর্ট, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি আছে।

চট্টগ্রাম (৩ লক্ষ)—সমুদ্র হইতে প্রায় দশ মাইল দূরে কর্ণফুলী নদীতীরে অবস্থিত। ইহা পূর্ব-পাকিস্তানের প্রধান বন্দর।

নারায়ণগঞ্জ—নদী-বন্দর, এখানে পাট ও কাপড়ের কল আছে। **গোয়ালন্দ**—পদ্মার তীরে, **চাঁদপুর** মেঘনার তীরে এবং **সিরাজগঞ্জ** যমুনার তীরে অবস্থিত নদী-বন্দর ও বাণিজ্যপ্রধান স্থান। **খুলনা** বিখ্যাত রেল ও স্টীমার স্টেশন। **কুমিল্লা** ত্রিপুরা জেলার প্রধান সহর। **শ্রীহট্ট** সুরমা নদীর তীরে অবস্থিত জেলার প্রধান সহর। ইহা চুন, চা ও কমলালেবুর জন্য বিখ্যাত। **কক্সবাজার**—সমুদ্রতীরে অবস্থিত স্বাস্থ্যকর স্থান।

ভারত যুক্তরাষ্ট্র

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট হইতে ভারতবর্ষ ভারত যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তান এই দুইটি পৃথক রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়া স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী ভারতবর্ষ স্বাধীন প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্ররূপে ঘোষিত হইয়াছে।

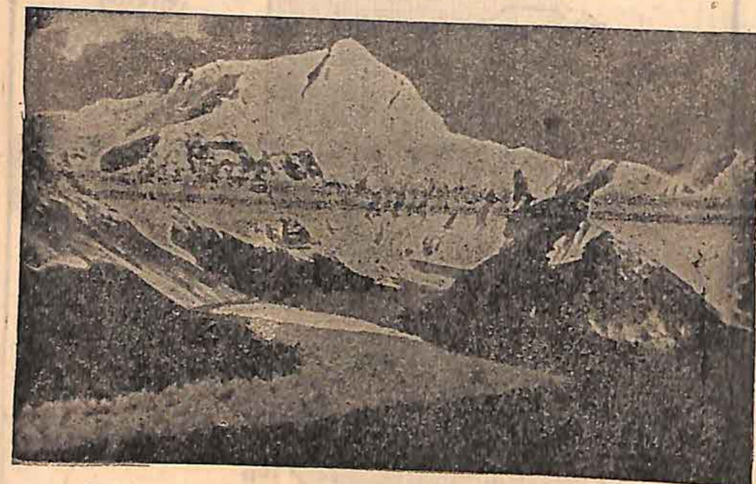
ভারত উত্তর গোলার্ধে অবস্থিত একটি উপদ্বীপ। কর্কটক্রান্তি রেখা এদেশের প্রায় মধ্যভাগ দিয়া গিয়াছে। ইহার আয়তন ৩২,৮৭,৫০০ বর্গ কি. মি. (১২ লক্ষ ৯৯ হাজার বর্গমাইল) এবং লোকসংখ্যা* ৪৩ কোটি ৮০ লক্ষ ৪৬ হাজার ৭১২।

ভারতের উত্তরাংশ পর্বতময়। হিমালয় পর্বতমালা ভারতের উত্তরে প্রথমে দক্ষিণ-পূর্বে পরে পূর্বদিকে বিস্তৃত রহিয়াছে। ইহা প্রায় ২,৪১৫ কি. মি. (১,৫০০ মাইল) দীর্ঘ এবং ১৬১ কি. মি. হইতে ২৪১ কি. মি. (১০০ মাইল

* লোকসংখ্যা : ১৯৬১ সালের আদমসুমারী মতে।


ভারত
(প্রাকৃতিক)
০ ২০০ ৪০০ ৬০০
মাইল
সাংপো নং
দিল্লী
আরাবল্লী পর্বত
চম্বল নং
এলাহাবাদ
শোন নং
বিন্ধ্য পর্বত
নর্মদা নং
সাতপুরা
তাপ্তী নং
কলিকাতা
গঙ্গা নদীর মোহনা
মহানদী নং
লুসাই পাহাড়
বোম্বাই
ব ঙ্গো প সা গ র
গোদাবরী নং
কৃষ্ণা নং
গোয়া
আরব সাগর
মাদ্রাজ
আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ
লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জ
কাবেরী নং
নীলগিরি
কুমারিকা অন্তরীপ
৩০০০ ফুটের অধিক
১৫০০' হইতে ৩০০০'
৬০০' ,, ১৫০০'
সাগর-পৃষ্ঠ হইতে ৬০০'

হইতে ১৫০ মাইল) প্রশস্ত। হিমালয় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পর্বত; ইহার **এভারেষ্ট** শৃঙ্গ পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ; ইহার উচ্চতা ২৯,০২৮ ফুট। হিমালয়ের উত্তর-পশ্চিমে **কারাকোরাম** পর্বতশ্রেণী। ইহার **গড্‌উইন অষ্টিন শৃঙ্গ** পৃথিবীর দ্বিতীয় উচ্চতম শৃঙ্গ। ইহার উচ্চতা ২৮,২৫০ ফুট।



এভারেষ্ট পর্বত শৃঙ্গ

ভারতের পর্বতময় এই উত্তর অঞ্চলের দক্ষিণে উত্তর ভারতের বিশাল সমভূমি অবস্থিত। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও তাহাদের উপনদী ও শাখানদীসমূহের পলিমাটি দ্বারা ইহা গঠিত। ইহার পশ্চিমাংশ দক্ষিণ-পশ্চিমে ঢালু হইয়া আরব সাগরের তীর পর্যন্ত প্রসারিত রহিয়াছে এবং ইহার পূর্বাংশ পূর্বদিকে ক্রমশঃ ঢালু হইয়া বঙ্গোপসাগরের দিকে নামিয়াছে। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র এবং ইহাদের বহু শাখানদী ও উপনদী এই সমভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত। আরাবল্লী হইতে দিল্লী পর্যন্ত একটি শৈলশিরা ইহাকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে। এই উচ্চ ভূভাগ গঙ্গা ও সিন্ধু নদের জলবিভাজকের কাজ করিয়া থাকে।

গঙ্গা—হিমালয়ের গঙ্গোত্রী নামক হিমবাহ হইতে উৎপন্ন হইয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। **অলকনন্দা, রামগঙ্গা, গোমতী, ঘর্ঘরা, গণ্ডক** ও **কুশী** গঙ্গার বাম

তীরের এবং **যমুনা** ও **শোন** ইহার দক্ষিণ তীরের উপনদী। **ব্রহ্মপুত্র**—তিব্বতের মালভূমিতে মানস সরোবরের নিকট হইতে উৎপন্ন হইয়া আসামের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে ভারতে প্রবেশ করিয়াছে। ইহার পরে দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া পূর্ব-পাকিস্তানের মধ্য দিয়া বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করিয়াছে। **সিন্ধু**—মানস সরোবরের পশ্চিমে উৎপন্ন হইয়া ভারত ও পাকিস্তানের মধ্য দিয়া বহিয়া আরব সাগরে পড়িয়াছে।

উত্তর-ভারতের সমভূমির দক্ষিণে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ একটি বিশাল মালভূমি। ইহার উত্তরভাগের নাম **মধ্যভারতের মালভূমি** এবং দক্ষিণ ভাগের নাম **দক্ষিণাপথের মালভূমি**; দক্ষিণাপথের মালভূমির আকার ত্রিভুজের ন্যায়। ইহার উত্তরদিক প্রশস্ত, দক্ষিণদিক ক্রমশঃ সংকীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ইহা গড়ে ২ হাজার ফুট উচ্চ এবং পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে ঢালু। ইহার উত্তর সীমায় **বিন্ধ্য** ও **সাতপুরা** পর্বত পরস্পর সমান্তরালভাবে অবস্থিত। দক্ষিণাপথের মালভূমির পশ্চিমে **পশ্চিমঘাট** এবং পূর্বে **পূর্বঘাট** পর্বত অবস্থিত। এই দুই পর্বত দক্ষিণে **নীলগিরি** পর্বতে মিশিয়াছে। নীলগিরির দক্ষিণে **আন্নামালাই, পালনী** ও **কার্ডামাম** পর্বত অবস্থিত।

নর্মদা নদী অমরকণ্টক পর্বতে এবং **তাপ্তী নদী** মহাদেব পর্বতে উৎপন্ন হইয়া কাম্বে উপসাগরে পড়িয়াছে।

মালভূমির পূর্বদিকের ঢাল দিয়া **মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা** ও **কাবেরি** বহিয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে।

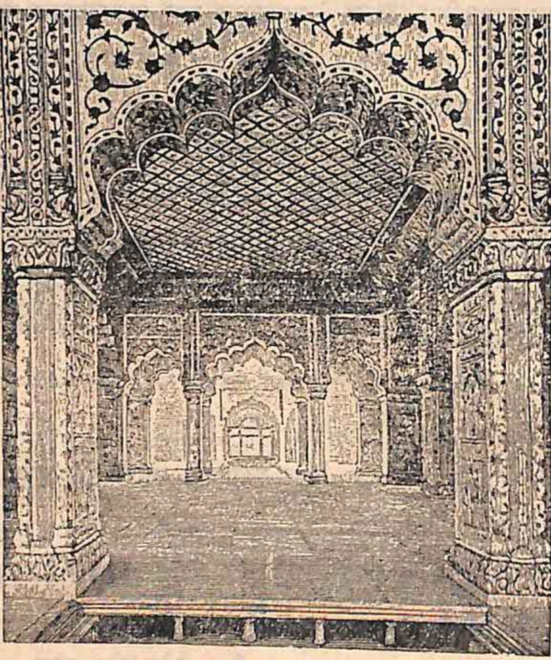
পশ্চিমঘাট পর্বতের পশ্চিমস্থ উপকূলভাগ অপ্রশস্ত; কিন্তু পূর্বঘাট পর্বতের পূর্বদিকস্থ উপকূলভাগ প্রশস্ত।

ভারতের জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র। গ্রীষ্ম মৌসুমীর ফলে এদেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা ও মালাবার উপকূলে বৃষ্টির পরিমাণ বেশী। দক্ষিণ ভারত ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম।

ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। এদেশের মাটি উর্বরা এবং যেখানে বৃষ্টিপাত প্রচুর সেখানে নানাবিধ শস্য প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। যেখানে বৃষ্টিপাত কম, সেখানে

কৃত্রিম উপায়ে জল-সেচনের সাহায্যে কৃষিকর্ম হয়। ধান, গম, পাট, ইক্ষু, ভুট্টা, জোয়ার, তামাক, তুলা, চা, কফি, ডাইল, তৈলবীজ প্রভৃতি এদেশের উৎপন্ন দ্রব্য। খনিজ দ্রব্যের মধ্যে কয়লা, লৌহ, অভ্র, ম্যাঙ্গানীজ, স্বর্ণ, তাম্র, পেট্রোলিয়াম, চুনা-পাথর প্রভৃতি প্রধান।

ভারত শিল্পে বিশেষ উন্নত। এদেশে কাপড়ের কল, পাটকল, কাগজের কল, তেলের কল, লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা, দিয়াশলাইয়ের কারখানা, চীনামাটি, কাচ, ঔষধ, সাবান প্রভৃতির বহু কলকারখানা আছে।



দেওয়ান-ই-খাস

নগরাদি—দিল্লী—যমুনাতীরে অবস্থিত ভারত যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী। দিল্লী প্রাচীনকালে হিন্দু পরে পাঠান, মোগল ও ইংরাজ শাসনকালে ভারতের রাজধানী ছিল। ইংরাজ শাসনকালে পুরাতন দিল্লীর অনতিদূরে নয়াদিল্লীতে রাজধানী

স্থাপিত হইয়াছে। এখানকার পার্লামেণ্ট ভবন ও পুরাতন দিল্লীতে দেওয়ান-ই-আম, দেওয়ান-ই-খাস, জুম্মা মসজিদ প্রভৃতি দেখিবার মত।

কলিকাতা—সমুদ্র হইতে ৮০ মাইল দূরে হুগলী নদীর পূর্ব তীরে অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী। ইহা ভারতের প্রধান নগর এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বন্দর। সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা দ্বারা সুশোভিত বলিয়া ইহাকে "প্রাসাদময়ী নগরী" বলা হয়। লোকসংখ্যা ২৬ লক্ষের উপর। বৃহত্তর কলিকাতা ধরিলে ইহার লোকসংখ্যা ৬০ লক্ষ হইবে।

বোম্বাই—আরব সাগরের তীরে অবস্থিত মহারাষ্ট্র রাজ্যের রাজধানী এবং ভারতের শ্রেষ্ঠ সামুদ্রিক পোতাশ্রয় ও বন্দর এবং দ্বিতীয় বৃহত্তম নগর। বৃহত্তর বোম্বাইয়ের লোকসংখ্যা ২৮ লক্ষের উপর।

মাদ্রাজ—বঙ্গোপসাগরের তীরে অবস্থিত ভারতের তৃতীয় বন্দর ও নগর। ইহার পোতাশ্রয়টি কৃত্রিম; বহু অর্থব্যয়ে সমুদ্রে বাঁধ দিয়া ইহা নির্মাণ করা হইয়াছে। ইহা মাদ্রাজ রাজ্যের রাজধানী। ইহার লোকসংখ্যা ১৪ লক্ষের উপর।

বিশাখাপত্তনম—বঙ্গোপসাগরের তীরে অবস্থিত সামুদ্রিক বন্দর ও জাহাজ নির্মাণের স্থান।

লক্ষ্মৌ—গোমতীতীরে অবস্থিত উত্তরপ্রদেশের রাজধানী ও রাজ্যের বৃহত্তম নগর। এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে।

এলাহাবাদ—গঙ্গা-যমুনার মিলন স্থলে অবস্থিত উত্তরপ্রদেশের ভূতপূর্ব রাজধানী ও প্রসিদ্ধ হিন্দু-তীর্থস্থান। এখানে হাইকোর্ট ও বিশ্ববিদ্যালয় আছে।

জামসেদপুর—বিহার রাজ্যে অবস্থিত টাটা কোম্পানীর লৌহ ও ইস্পাতের বিরাট কারখানার জন্য প্রসিদ্ধ।

সিন্ধ্রি—এশিয়ার মধ্যে সর্ববৃহৎ বৈজ্ঞানিক সার প্রস্তুতের কারখানার জন্য প্রসিদ্ধ।

চিত্তরঞ্জন—বর্ধমান জেলার পশ্চিম প্রান্তে বিহারের মিহিজামের নিকট অবস্থিত। এখানে রেলওয়ে ইঞ্জিন নির্মাণের একটি বৃহৎ কারখানা আছে।

বাঙ্গালোর—নবগঠিত মহীশূর রাজ্যের রাজধানী; বিমানপোত নির্মাণের কারখানা এবং উচ্চ বৈজ্ঞানিক গবেষণা কেন্দ্রের জন্য প্রসিদ্ধ।

আমেদাবাদ—সবরমতী তীরে অবস্থিত গুজরাট রাজ্যের রাজধানী ও বস্ত্র-শিল্পের কেন্দ্রস্থল।

সিমলা—সমুদ্র হইতে ৭,৮০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত স্বাস্থ্যকর শৈলনিবাস।

বারাণসী—গঙ্গাতীরে অবস্থিত এবং **পুরী**—সমুদ্রতীরে অবস্থিত প্রসিদ্ধ হিন্দু-তীর্থস্থান।

নেপাল

হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে নেপাল একটি স্বাধীন রাজ্য। ভৌগোলিক হিসাবে ইহা ভারতের অন্তর্গত। হিমালয়ের দক্ষিণ ঢালে ইহা অবস্থিত। নেপাল পর্বতময় ও বনে ভরা। হিমালয়ের **এভারেস্ট, ধবলগিরি, কাঞ্চনজঙ্ঘা** প্রভৃতি শৃঙ্গ এই রাজ্যে অবস্থিত। **ঘর্ঘরা, সরযূ** ও **কুশী** এখানকার প্রধান নদী। উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে ধান, গম, জোয়ার প্রভৃতি শস্য এবং আনারস, কমলা প্রভৃতি নানা জাতীয় ফল উল্লেখযোগ্য। এই রাজ্যের আয়তন ১,৪১,৪০০ বর্গ কি. মি. (৫৪ হাজার ৬০০ বর্গমাইল) এবং লোকসংখ্যা ৮৫ লক্ষের উপর। গুর্খারা এই দেশের অধিবাসী। উহারা অত্যন্ত সাহসী ও উৎকৃষ্ট যোদ্ধা। নেপালের অধিপতির উপাধি **মহারাজাধিরাজ**। রাজধানী—**কাঠমণ্ডু**, লোকসংখ্যা প্রায় ২ লক্ষ। **পত্তন**—বাণিজ্যপ্রধান স্থান। **কপিলাবাস্তু**—বুদ্ধদেবের জন্মস্থান।

ভূটান

ইহা হিমালয়ের দক্ষিণ-পূর্বাংশে অবস্থিত একটি পার্বত্য রাজ্য। ইহার আয়তন ৪১,৪০০ বর্গ কি. মি. (১৬ হাজার বর্গমাইল) এবং লোকসংখ্যা ৭ লক্ষ। অধিবাসীরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে ধান, গম ও যবই প্রধান। রাজ্যের অধিপতির উপাধি **মহারাজা**। ভূটান স্বাধীন রাজ্য; বৈদেশিক ব্যাপারে কেবল ভারত সরকারের মতানুসারে চলিতে হয়। **পুন্যাখা (বুমথাং)**—এই রাজ্যের রাজধানী।

সিকিম

নেপাল ও ভূটানের মধ্যে এই রাজ্য অবস্থিত। ইহা ভারত সরকারের অধীন একটি পার্বত্যরাজ্য। ইহার আয়তন ৭,২৯৮ বর্গ কি. মি. (২,৮১৮ বর্গমাইল) এবং লোকসংখ্যা ১ লক্ষ ৬১ হাজার। এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। ধান, গম, ভুট্টা, কমলালেবু ও কলা প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। **গ্যাংটক**—রাজধানী। **টামলং**—প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র।

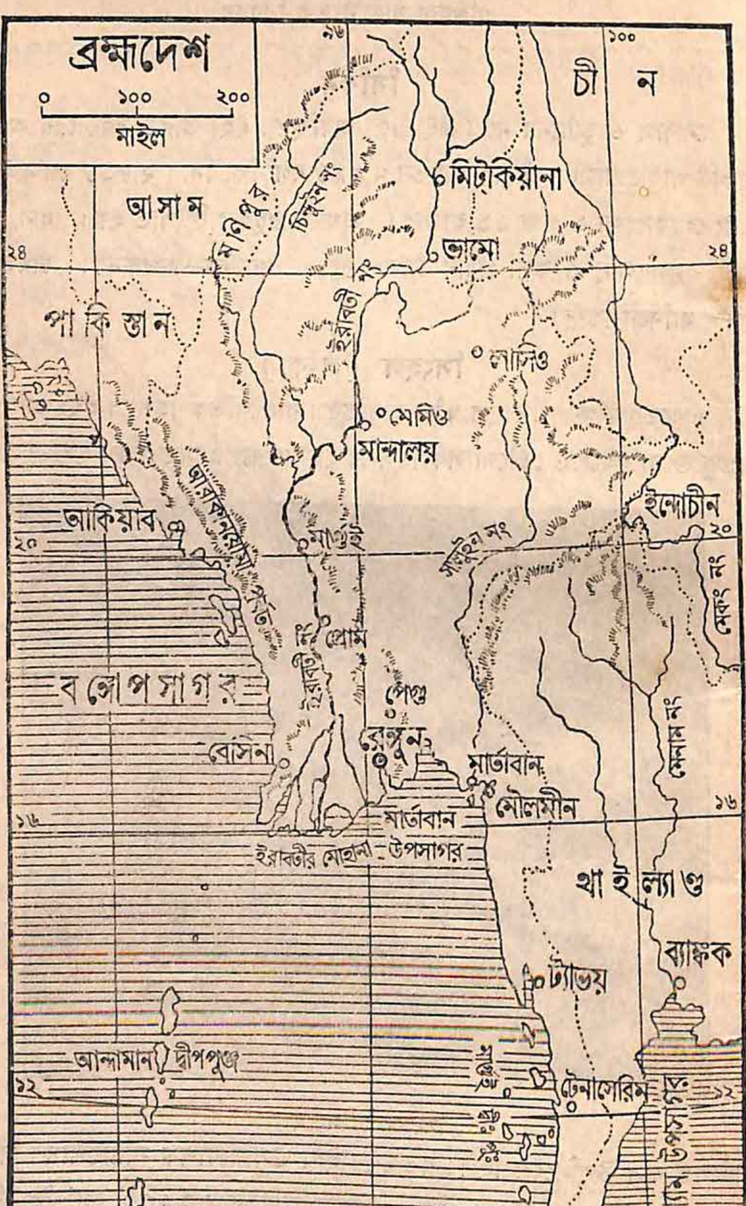
সিংহল (লঙ্কা)

ভারতের দক্ষিণে সিংহল দ্বীপ অবস্থিত। রাজনৈতিক হিসাবে ইহা ভারতের অন্তর্ভুক্ত না হইলেও ভৌগোলিক হিসাবে ইহা ভারতের অন্তর্ভুক্ত। ইহা এতদিন



সিংহলে চা সংগ্রহ

বৃটিশের খাস উপনিবেশ ছিল। বর্তমানে ইহা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন লাভ করিয়াছে। ইহা গণতান্ত্রিক রাজ্য। ইহার আয়তন ৬৩,৩৩০ বর্গ কি. মি. (২৫,৩৩২ বর্গমাইল) এবং লোকসংখ্যা প্রায় ১ কোটী ২ লক্ষ।



ব্রহ্মদেশ
০ ১০০ ২০০
মাইল
আসাম
পাকিস্তান
চীন
মিট্‌কিয়ানা
ভামো
লাসিও
মেমিও
মান্দালয়
ইরাবতী
আকিয়াব
ইন্দোচীন
প্রোম
বঙ্গোপসাগর
পেগু
রেঙ্গুন
বেসিন
মার্তাবান
মৌলমীন
মার্তাবান
ইরাবতীর মোহানা
উপসাগর
থাইল্যাণ্ড
ব্যাঙ্কক
ট্যাভয়
টেনাসেরিম
আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ

এই দ্বীপের দক্ষিণাংশের মধ্যভাগ পর্বতময়। সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম পেড্রোটালাগালা। অগভীর পক প্রণালী ও মান্নার উপসাগর ইহাকে ভারত হইতে পৃথক করিয়াছে। সিংহলে শীত ও গ্রীষ্ম উভয় ঋতুতেই প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। ইহার জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ।

ধান, চা, কফি, মশলা, নারিকেল, রবার প্রভৃতি প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। মান্নার উপসাগর হইতে মুক্তা পাওয়া যায়। অধিবাসীদের অধিকাংশই বৌদ্ধ।

কলম্বো—সিংহলের রাজধানী ও সুন্দর পোতাশ্রয়।

জাফনা—সিংহলের অপর বন্দর ও বাণিজ্যস্থান।

অনুরাধাপুর—প্রাচীন রাজধানী। **কাণ্ডি**—বৌদ্ধ তীর্থস্থান।

ব্রহ্মদেশ

ভারতের পূর্বে ব্রহ্মদেশ অবস্থিত। ইহা পূর্বে বৃটিশের অধিকারে ছিল। ১৯৪৮ সাল হইতে ইহা একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। এই দেশের আয়তন ৬ লক্ষ ৭৮ হাজার বর্গ কি. মি. (২ লক্ষ ৬১ হাজার ৭৮৯ বর্গমাইল)। লোকসংখ্যা প্রায় ২ কোটি ৩৮ লক্ষ। অধিবাসীরা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী।



সোয়েডাগন প্যাগোডা

ব্রহ্মদেশ পর্বত ও জঙ্গলময়। **আরাকানয়োমা, পেগুয়োমা,** প্রভৃতি পর্বত এদেশে অবস্থিত। ইরাবতী ও সালুয়েন প্রধান নদী। দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ুপ্রবাহের ফলে এদেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। ধান ব্রহ্মদেশের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। অন্যান্য

উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে তামাক, জোয়ার, তূলা, চীনাবাদাম ও আখ প্রধান। এদেশের জঙ্গলে মূল্যবান শাল, সেগুন প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মে এবং রবারের চাষ হয়। এখানে প্রচুর খনিজ তৈল এবং রূপা, সীসা, তামা, টিন ও দস্তা পাওয়া যায়।

রেঙ্গুন—ইরাবতী তীরে অবস্থিত ব্রহ্মদেশের রাজধানী। ইহা একটি প্রসিদ্ধ বন্দর এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র। এখানকার **সোয়েডাগন প্যাগোডা** দেখিবার জিনিষ। **বেসিন**—ইরাবতীর ব-দ্বীপে অবস্থিত একটি বন্দর। **আকিয়াব**—টেনাসরিম উপকূলে অবস্থিত একটি বন্দর এবং চাউল রপ্তানির জন্য বিখ্যাত। **মৌলমিন**—সালুয়েন নদীর মোহানার নিকট অবস্থিত একটি বন্দর। চাউল ও কাঠ এখান হইতে রপ্তানি হয়। **মান্দালয়**—ইরাবতীর তীরে অবস্থিত বাণিজ্য-প্রধান স্থান। **ভামো**—চীন সীমান্তে অবস্থিত একটি প্রধান সহর।

ইন্দোচীন

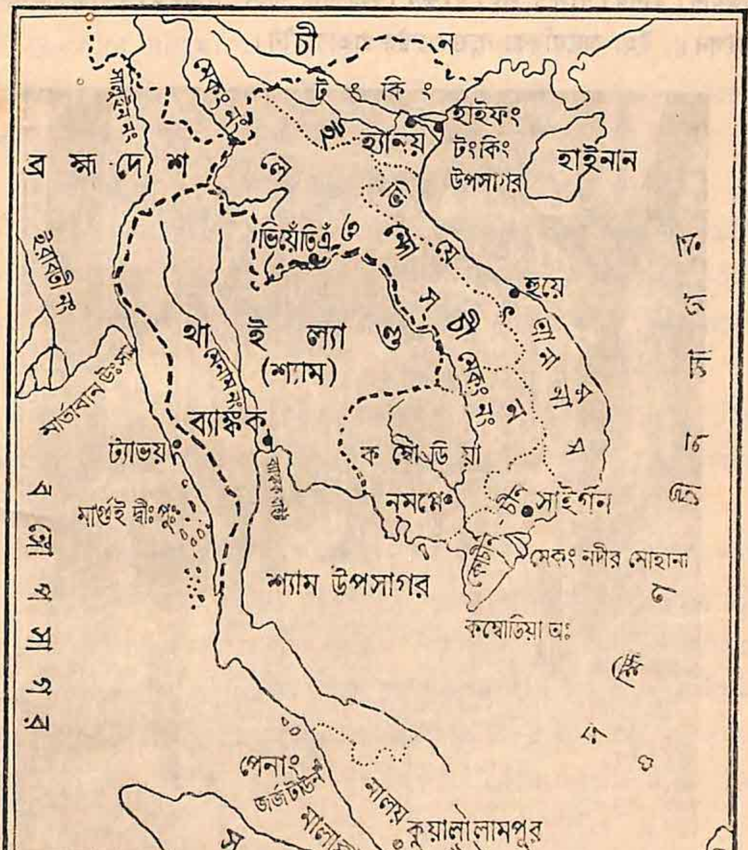
এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্বে ইন্দোচীন উপদ্বীপ অবস্থিত। থাইল্যাণ্ড বা শ্যাম, ইন্দোচীন ও মালয় উপদ্বীপ লইয়া ইন্দোচীন গঠিত।

শ্যাম বা **থাইল্যাণ্ড**—ব্রহ্মদেশের দক্ষিণ-পূর্বে শ্যাম বা থাই দেশ অবস্থিত। ইহার আয়তন ৫,১৪,০০০ বর্গ কি. মি. (প্রায় ১,৯৮,২৫০ বর্গমাইল); লোকসংখ্যা প্রায় দুই কোটি ৬৩ লক্ষ। এই দেশের উত্তরাংশ পর্বতময় উচ্চ-ভূমি। অন্যান্য অংশ নিম্ন সমতল। **মেনাম নদী** এই দেশের উপর দিয়া প্রবাহিত। এই নদীর উপত্যকা অতিশয় উর্বরা। মৌসুমী বায়ুপ্রবাহের ফলে এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। ধান এই দেশের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে ভুট্টা, তূলা ও তামাক প্রধান। খনিজ দ্রব্যের মধ্যে **টিন** ও **উলফ্রাম** প্রধান। উত্তরের পার্বত্য অংশে গভীর অরণ্য আছে। এখান হইতে সেগুন কাঠ পাওয়া যায়। পূর্ব উপদ্বীপের মধ্যে শ্যাম স্বাধীন দেশ। অধিবাসীদের অধিকাংশই বৌদ্ধ।

ব্যাঙ্কক (১৪ লক্ষ)—মেনাম নদীতীরে অবস্থিত শ্যামের রাজধানী ও বন্দর। ইহা একটি প্রসিদ্ধ বিমানঘাঁটি। ইন্দোচীন উপদ্বীপের ইহাই বৃহত্তম নগর।

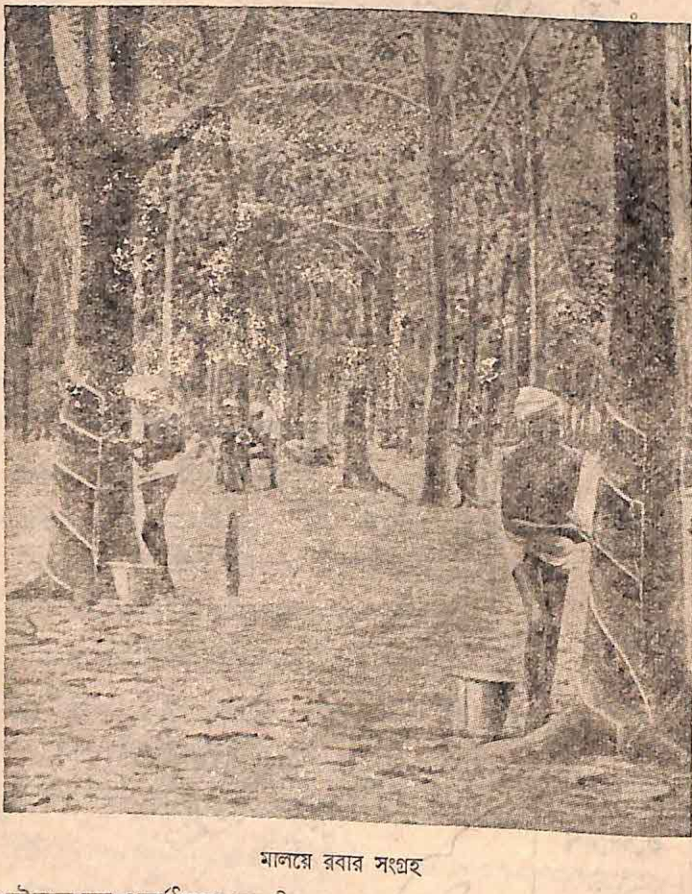
আয়ুথিয়া—শ্যাম বা থাইয়ের প্রাচীন রাজধানী।

ইন্দোচীন—ইহার আয়তন ৭ লক্ষ ২৬ হাজার বর্গ কি. মি. (২ লক্ষ ৯০ হাজার বর্গমাইল), লোকসংখ্যা ২ কোটি ৭০ লক্ষ। ইন্দোচীন পূর্বে ফরাসীদের



অধিকারে ছিল। বর্তমানে স্বাধীন হইয়াছে। **ভিয়েৎনাম, কম্বোডিয়া ও লাওস** লইয়া ইহা গঠিত। আনাম ভাষাভাষী টংকিং, আনাম ও কোচীনচীন লইয়া

ভিয়েৎনাম রাজ্য গঠিত হইয়াছে। বর্তমানে ভিয়েৎনাম রাজ্য দুইভাগে বিভক্ত। উত্তর ভিয়েৎনামে কম্যুনিষ্ট শাসনতন্ত্র প্রচলিত। ইহা স্বাধীন রাজ্য। ইহার রাজধানী **হানয়**। দক্ষিণ অংশ **দক্ষিণ ভিয়েৎনাম** নামে পরিচিত। ইহার রাজধানী **সাইগন**। ইহা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবাধীন।



মালয়ে রবার সংগ্রহ

থাইল্যাণ্ডের পূর্বদিকে স্বাধীন **লেওস** দেশ। ইহার আয়তন ২ লক্ষ ২৮ হাজার বর্গ কি. মি. (৯১ হাজার ৪০০ বর্গমাইল)। লোকসংখ্যা ২০ লক্ষ। ভিয়েংতিএং ইহার রাজধানী।

লেওসের দক্ষিণে **কাম্বোডিয়া** দেশ। ইহার আয়তন ১ লক্ষ ৭৪ হাজার ৭৫০ কি. মি. (৬৯ হাজার ৯০০ বর্গমাইল)। লোকসংখ্যা ৫১ লক্ষ। ইহা ফরাসী প্রভাবিত স্বাধীন রাজ্য। রাজধানী **নম্‌পেন**।

ইন্দোচীনে মৌসুমী বায়ুপ্রবাহের ফলে এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। ধান প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে তুলা, কার্পাস, নারিকেল, রবার ও মশলা প্রধান। কয়লা, টিন ও দস্তা প্রধান খনিজ দ্রব্য।

মালয়েশিয়া যুক্তরাষ্ট্র

১৯৬৪ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর মালয় ফেডারেশন, সিঙ্গাপুর উপনিবেশ, সারাওয়াক ও উত্তর বোর্ণিও (নূতন নাম সাবা)-কে লইয়া মালয়েশিয়া নামক স্বাধীন গণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইয়াছিল। **কুয়ালালামপুর** এই রাষ্ট্রের রাজধানী।

কিন্তু ১৯৬৫ সালের ৯ই আগষ্ট **সিঙ্গাপুর** উপনিবেশ মালয়েশিয়ার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া **সিঙ্গাপুর** নামে পৃথক স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে।

মালয় উপদ্বীপ—ইন্দোচীনের দক্ষিণে মালয় উপদ্বীপ। মধ্যে ক্রা যোজক শ্যাম ও মালয়কে সংযুক্ত করিয়াছে। এই উপদ্বীপের মধ্যভাগে মালভূমি, উহার দুই পার্শ্বে উপকূলের সমভূমি। বিষুবরেখার নিকটবর্তী বলিয়া এই উপদ্বীপের জলবায়ু গ্রীষ্মপ্রধান এবং এখানে সারা বৎসর প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এইজন্য মালভূমি অঞ্চলে গভীর অরণ্য দেখা যায়। কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে ইক্ষু, নারিকেল, তামাক, চা, ধান, কর্পূর, মশলা ও সাগু প্রধান। খনিজ দ্রব্যের মধ্যে টিন প্রধান।

জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া এখানে রবারের চাষ হইতেছে। পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক রবার এখানে উৎপন্ন হয়।

মালয় উপদ্বীপের উত্তরার্ধের পশ্চিমাংশ ব্রহ্মদেশের এবং পূর্বাংশ শ্যাম রাজ্যের অন্তর্গত। দক্ষিণার্ধ ১৯৪৮ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে দুই ভাগে বিভক্ত হয়। যথা—(১) **মালয় ফেডারেশন**। (২) **সিঙ্গাপুর উপনিবেশ**।

(১) **মালয় ফেডারেশন**—জোহর, পেরাক প্রভৃতি নয়টি দেশীয় সুলতানের অধীন রাজ্য এবং পেনাঙ ও মালাক্কা বৃটিশ উপনিবেশ লইয়া মালয় ফেডারেশন গঠিত। ইহার আয়তন ১,২৬,৭৫০ বর্গ কি. মি. (৫০,৭০০ বর্গমাইল) এবং লোকসংখ্যা প্রায় ৬৯ লক্ষ।

কুয়ালালামপুর—মালয় ফেডারেশনের এবং মালয়েশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী।

(২) **সিঙ্গাপুর**—মালয় উপদ্বীপের দক্ষিণপ্রান্তে উপকূল হইতে সামান্য দূরে সিঙ্গাপুর দ্বীপ এবং ইহার নিকটবর্তী অনেকগুলি অতি ক্ষুদ্র দ্বীপ লইয়া **সিঙ্গাপুর** রাষ্ট্র গঠিত। ইহার আয়তন ৫৬০ বর্গ কি. মি. (২২৪ বর্গমাইল) এবং লোকসংখ্যা ২০ লক্ষ।

সিঙ্গাপুর—এই রাষ্ট্রের রাজধানী। অগভীর সমুদ্রের উপর বাঁধ দিয়া ইহা মালয় উপদ্বীপের স্থলভাগের সহিত সংযুক্ত। সিঙ্গাপুর উৎকৃষ্ট বন্দর ও পোতাশ্রয়। টিন ও রবার এখান হইতে রপ্তানি হয়।

পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ

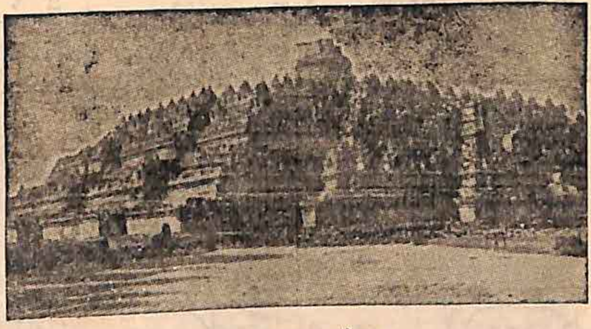
এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্বদিকে পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ অবস্থিত। এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে এই দ্বীপপুঞ্জ অবস্থিত। **সুমাত্রা, জাভা, বালি, লম্বক, শুণ্ডা ফ্লোরিস, টাইমুর, ওয়েটার, বোর্ণিও, সেলিবিস, মলক্কস, নিউগিনি, ফিলিপাইন** প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ লইয়া **পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ** গঠিত। ইহাদের মধ্যে বালি, লম্বক, সেলিবিস ও মলক্কস দ্বীপপুঞ্জের মধ্য দিয়া যদি একটি রেখা কল্পনা করা যায় তাহা হইলে ঐ রেখার পশ্চিমের দ্বীপগুলির উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর সহিত এশিয়ার উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর সাদৃশ্য আছে। আবার ঐ রেখার পূর্ব দিকের দ্বীপগুলির উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর সহিত অস্ট্রেলিয়ার উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর সাদৃশ্য আছে।

প্রাণিতত্ত্ববিদ ওয়ালেশ এই দুই অংশের মধ্যে এই সীমারেখা স্থির করিয়াছেন বলিয়া ইহাকে **ওয়ালেশের রেখা** বলা হয়। বিষুবরেখা এই দ্বীপপুঞ্জের উপর দিয়া

বিস্তৃত রহিয়াছে। বিষুবরৈখিক অঞ্চলে অবস্থিত বলিয়া এবং মৌসুমীবায়ু-প্রবাহের ফলে এখানে সারা বৎসর প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। উর্বরা মৃত্তিকা এবং প্রচুর বৃষ্টিপাতের জন্য এখানে ধান্য, সাগু, ইক্ষু, কফি, চা, নানাবিধ মশলা, নারিকেল, তামাক, রবার প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে জন্মে। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম। জাভা, সুমাত্রা ও বোর্ণিওতে খনিজ তৈল ও কয়লা পাওয়া যায়।

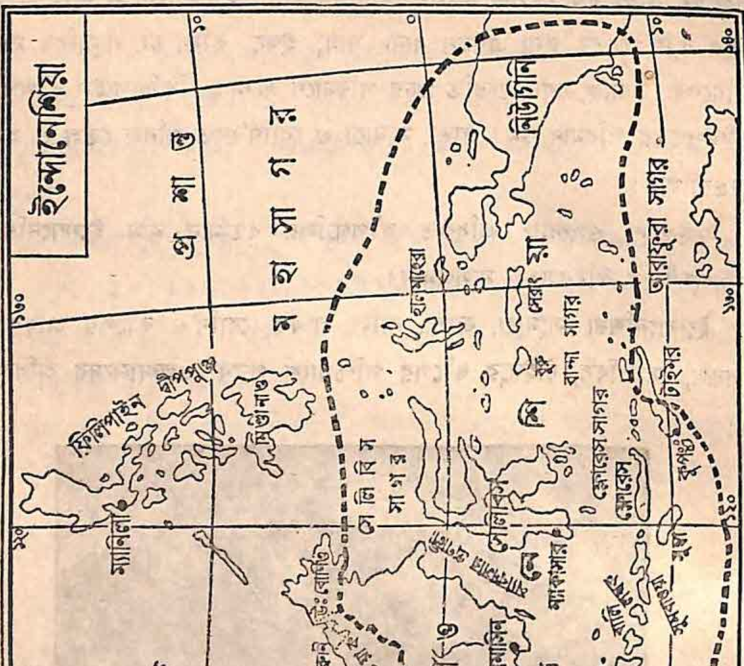
ভূতপূর্ব ওলন্দাজ অধিকৃত দ্বীপগুলির বর্তমান নাম **ইন্দোনেশিয়া।** অধিবাসীদের অধিকাংশই মুসলমান।

ইন্দোনেশিয়া—সুমাত্রা, জাভা, বালি, লম্বক, বোর্ণিও দ্বীপের অধিকাংশ, মলক্কস, সেলিবিস, টাইমুর দ্বীপের পশ্চিমাংশ পূর্বে ওলন্দাজদের অধিকারে



জাভার বরবুদর মন্দির

ছিল। ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর মাসে এই দ্বীপগুলি লইয়া স্বাধীন ইন্দোনেশিয়া রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। ইহার আয়তন ১৯ লক্ষ বর্গ কি. মি. (৫ লক্ষ ৭৫ হাজার ৪৫০ বর্গমাইল) এবং লোকসংখ্যা প্রায় ১০ কোটি। দ্বীপগুলির মধ্যে জাভাই প্রধান। এই দ্বীপ অতিশয় উর্বরা এবং নানাবিধ শস্য প্রচুর পরিমাণে জন্মে। জাভা দ্বীপে বিখ্যাত বরবুদর নামক বৌদ্ধমন্দির অবস্থিত। ইহা প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার অপূর্ব নিদর্শন। মলক্কস দ্বীপপুঞ্জে প্রচুর মশলা


ইন্দোনেশিয়া
প্রশান্ত মহাসাগর
ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ
ম্যানিলা
মিণ্ডানাও
সেলিবিস সাগর
বোর্নিও
সেলিবিস
মাকাসার
নিউগিনি
আরাফুরা সাগর
বান্দা সাগর
জাভা সাগর
জাকার্তা
জাভা
সুমাত্রা
পালেমবাং
পাদাং
সিঙ্গাপুর
মালাক্কা প্রণালী
ব্যাংকক
সাইগন
তিমুর
ভারত মহাসাগর

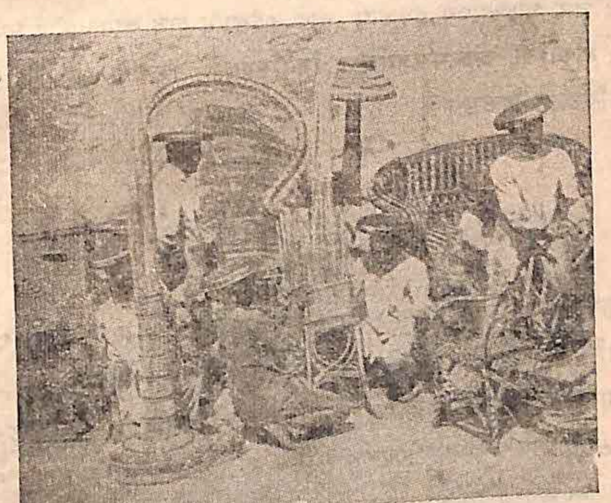
জন্মে। জাভা দ্বীপে প্রচুর ইক্ষু জন্মে। এখান হইতে চিনি রপ্তানি হয়। জাভা, সেলিবিস ও বোর্ণিও দ্বীপে তৈলের খনি আছে।

জা-কার্তা—(পূর্বনাম বাটাভিয়া, ২৫ লক্ষ)—জাভা দ্বীপে অবস্থিত ইন্দোনেশিয়ার বর্তমান রাজধানী ও প্রধান বন্দর।

সুরবায়া ও সামারাং—জাভার অপর দুই বন্দর।

বোর্ণিও দ্বীপের উত্তরাংশে বৃটিশ উত্তর বোর্ণিও ইংরাজের অধিকারে। এই দ্বীপের উত্তর-পশ্চিমাংশে সারাওয়াক রাজ্য এতদিন একজন ইংরাজ রাজার অধীন ছিল। বর্তমানে ইহার শাসনভার বৃটিশ সরকারের হাতে গিয়াছে।

ফিলিপাইন সাধারণতন্ত্র—এই দ্বীপপুঞ্জে ৭,০৯৭টি দ্বীপ আছে। এই সকল দ্বীপের মধ্যে **লুজন** সবচেয়ে বড় দ্বীপ। এই রাষ্ট্রের আয়তন ২ লক্ষ ৯৯ হাজার



ফিলিপাইনের কুটীরশিল্প

৬৮১ বর্গ কি. মি. (১ লক্ষ ১৪ হাজার ৮৩০ বর্গমাইল), লোকসংখ্যা ২ কোটি ৪০ লক্ষ। নারিকেল, ইক্ষু, তামাক, শন প্রভৃতি প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। স্বর্ণ, লৌহ, কয়লা ও ম্যাঙ্গানিজ প্রধান খনিজ দ্রব্য। এই দ্বীপপুঞ্জের কুটীর-শিল্প

বিশেষ উন্নত। এই দ্বীপপুঞ্জ পূর্বে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অধীন ছিল। বর্তমানে স্বাধীনতা লাভ করিয়া এখানে **সাধারণতন্ত্রের** প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

ম্যানিলা—ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী। ইহা ম্যানিলা চুরুট, দড়ি, শন, বাঁশ প্রভৃতি শিল্প-বাণিজ্য কেন্দ্র। লোকসংখ্যা ১২ লক্ষ।

চীন সাধারণতন্ত্র

খাসচীন, মাঞ্চুরিয়া, অন্তর্মোঙ্গোলিয়া, সিনকিয়াং ও তিব্বত লইয়া চীন সাধারণতন্ত্র গঠিত হইয়াছে। চীন সাধারণতন্ত্রের আয়তন ৯৭,৩৬,০০০ বর্গ কি. মি. (৩৭,৬৮,১০০ বর্গমাইল) এবং লোকসংখ্যা প্রায় ৭০ কোটি। পৃথিবীর প্রায় পাঁচভাগের একভাগ লোক এইস্থানে বাস করে। চীন সাধারণতন্ত্র **খাসচীন, মাঞ্চুরিয়া, অন্তর্মোঙ্গোলিয়া, সিনকিয়াং ও তিব্বত** এই পাঁচটি শাসনতান্ত্রিক বিভাগে বিভক্ত।

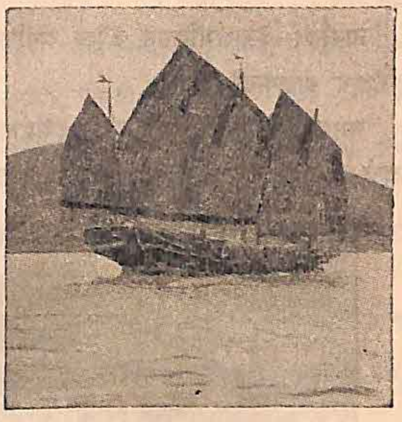
ক। খাসচীন

খাসচীনের পশ্চিমাংশ পর্বত ও মালভূমির দ্বারা গঠিত। পূর্বাংশ হোয়াং হো, ইয়াংসিকিয়াং ও সিকিয়াং নদীর অববাহিকা দ্বারা গঠিত।

জলবায়ু—চীনদেশের অধিকাংশ নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের অন্তর্গত। উত্তরে উচ্চ পর্বত না থাকায় মেরু প্রদেশের শীতল বাতাস দেশের মধ্যে অবাধে প্রবেশ করে। এইজন্য উত্তরচীনে শীতকালে খুব শীত। মালভূমি অঞ্চলে শীত ও গ্রীষ্ম উভয়ই প্রচণ্ড। দক্ষিণাংশে শীত কম। চীনের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে মৌসুমী বায়ু প্রবাহের ফলে বৃষ্টিপাত হয়।

উৎপন্ন দ্রব্য—ভারতের মত চীন কৃষিপ্রধান দেশ। এই দেশের উত্তরাংশে গম, যব, ভাটকলাই, দক্ষিণাংশে ধান্য, ইক্ষু, তুলা, তামাক, আনারস, তুঁত, আফিম,

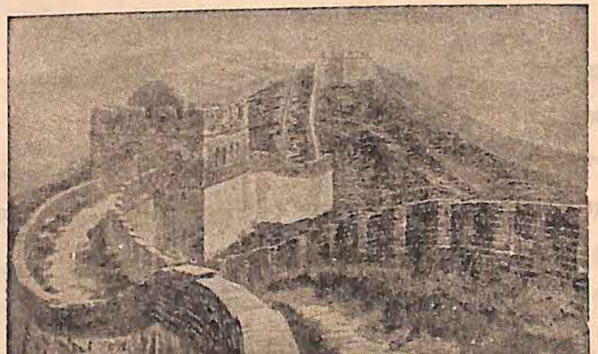
শন প্রভৃতি জন্মে। চীনে প্রচুর চা জন্মে। খনিজ দ্রব্যের মধ্যে কয়লা, লৌহ, টিন, কেওলিন, স্বর্ণ ও রৌপ্য উল্লেখযোগ্য।



চীনের তিন-পালবিশিষ্ট জাঙ্ক নৌকা

এই দেশের অধিবাসীরা মোঙ্গোলজাতীয় এবং বৌদ্ধ, তাও ও কনফিউশাস-ধর্মাবলম্বী। চীনাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক খৃষ্টান ও মুসলমান আছে। এদেশে এত ঘনবসতি যে স্থানাভাবে বহু লোক আজীবন নৌকায় বাস করে।

চীনের প্রাচীর পৃথিবীর অন্যতম আশ্চর্য। সমভূমি, মালভূমি ও পাহাড় পর্বতের উপর দিয়া এই মহাপ্রাচীর ২,৪১৫ কি. মি. (১,৫০০ মাইল) বিস্তৃত।



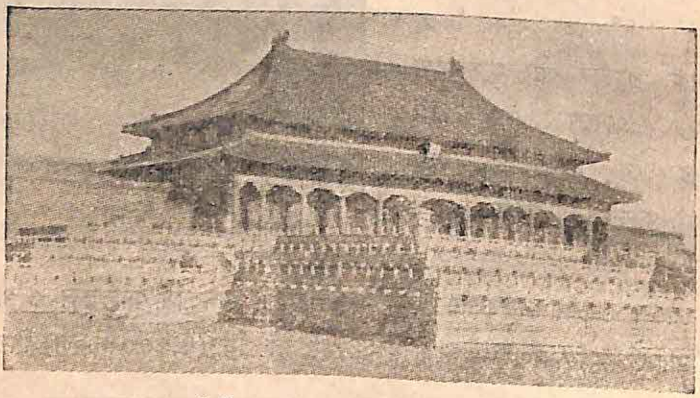
চীনের মহাপ্রাচীর

ইহা ৩০ ফুট উচ্চ এবং উপরিভাগ ১৫ ফুট প্রশস্ত। মঙ্গোলিয়ার তাতার দস্যুগণের অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষার জন্য প্রাচীনকালে এই প্রাচীর নির্মিত হইয়াছিল।

নগরাদি—পিকিং—চীন গণতন্ত্রের বর্তমান রাজধানী। লোকসংখ্যা ১৭ লক্ষ।

নানকিং—ইয়াংসিকিয়াং তীরে অবস্থিত বাণিজ্যকেন্দ্র ও চীন গণতন্ত্রের ভূতপূর্ব রাজধানী।

সাংহাই—ইয়াংসিকিয়াং নদীর মোহানায় অবস্থিত চীনের প্রধান নগর, সর্বশ্রেষ্ঠ বন্দর ও শিল্প-বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র। লোকসংখ্যা প্রায় ৩৬ লক্ষ।



পিকিং-এর ভূতপূর্ব রাজার প্রাসাদ

টিয়েনসিন—পীহো নদীর তীরে অবস্থিত চীনের তৃতীয় বন্দর। লোকসংখ্যা ১৭ লক্ষের উপর।

ক্যাণ্টন—সিকিয়াংএর মোহনার নিকট অবস্থিত চীনের দ্বিতীয় বন্দর।

হ্যাংকো (হ্যাঙ্কো)—ইয়াংসিকিয়াং তীরবর্তী একটি প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র।

চুকিং—ইয়াংসিকিয়াং তীরে অবস্থিত; গত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন রাজধানী।

সিকিয়াং নদীর মোহনায় হংকং দ্বীপ ইংরাজের অধিকারভুক্ত। ইহার আয়তন ৯৭৭ বর্গ কি. মি. (৩৯১ বর্গমাইল)। লোকসংখ্যা প্রায় ১৮ লক্ষ। রাজধানী ভিক্টোরিয়া একটি শ্রেষ্ঠ পোতাশ্রয় ও বৃটিশ নৌবাহিনীর আড্ডা। এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে।

খ। মাঞ্চুরিয়া

চীনদেশের উত্তর-পূর্বে মাঞ্চুরিয়া অবস্থিত। ইহার আয়তন ১২ লক্ষ ৫০ হাজার বর্গ কি. মি. (৫ লক্ষ বর্গমাইল); লোকসংখ্যা ৪ কোটির উপর। এই দেশের উত্তর ও পূর্বাংশ পর্বত ও অরণ্যময়, মধ্যভাগ উর্বরা সমভূমি। মৌসুমী বায়ু-প্রবাহের ফলে এখানে বৃষ্টিপাত হয়। গম, সোয়াবীন (ভাটকলাই), ভুট্টা প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। এদেশে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক সোয়াবীন জন্মে। ইহা হইতে তৈল ও নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত হয়। এদেশে কয়লা, লোহা, রূপা, সোনা, সীসা ও এস্‌বেস্‌টস পাওয়া যায়।

মাঞ্চুরিয়া কিছুদিন জাপানের অধিকারে ছিল। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপান মিত্রশক্তির নিকট পরাজিত হওয়ায় ইহা পুনরায় চীনের অধিকারে আসিয়াছে। বর্তমানে ইহা চীন গণতন্ত্রের অন্তর্গত একটি রাষ্ট্র।

মুকডেন—মাঞ্চুরিয়ার পুরাতন রাজধানী, প্রধান রেলজংশন ও শিল্পকেন্দ্র।

হারবিন—প্রসিদ্ধ রেলস্টেশন ও শিল্পকেন্দ্র।

ডায়রেন—প্রসিদ্ধ বন্দর। এখানে সোয়াবীন তৈলের কল ও ইস্পাতের কারখানা আছে।

সিনকিং—মাঞ্চুরিয়ার বর্তমান রাজধানী। **কিরিন**—একটি প্রসিদ্ধ নগর।

পোর্ট আর্থার—প্রসিদ্ধ বন্দর। এই বন্দরে রুশিয়া কতকগুলি বিশেষ অধিকার ভোগ করে।

গ। অন্তর্মোঙ্গোলিয়া

চীনের উত্তরে অন্তর্মোঙ্গোলিয়া অবস্থিত।

পূর্বতন মোঙ্গলিয়া দেশের যে অংশ বর্তমানে চীন প্রজাতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত তাহাই অন্তর্মোঙ্গোলিয়া নামে পরিচিত।

মোঙ্গোলিয়ার দস্যুদের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য প্রাচীনকালে খাস-চীন ও এই দেশের মধ্যে চীনের মহাপ্রাচীর নির্মিত হইয়াছিল। এই দেশের

অধিকাংশ স্থান মালভূমি; বৃষ্টিপাত সামান্য; শস্যাদি সামান্য পরিমাণে জন্মে। **কলগান**—এই রাজ্যের প্রধান নগর ও বাণিজ্যকেন্দ্র।

কুইস—ইহার রাজধানী।

ঘ। সিনকিয়াং

মোঙ্গোলিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমে সিনকিয়াং রাজ্য অবস্থিত। দেশটির অধিকাংশ মরুপ্রায়। অধিবাসীদের অধিকাংশ তাতার জাতীয় মুসলমান। পশুচারণই লোকের প্রধান উপজীবীকা। মরূদ্যানে জল-সেচনের দ্বারা কিছু কিছু কৃষিকার্য হয়। এখানে গম, তামাক, তুলা ও ফলের চাষ হয়। জলবায়ু চরমভাবাপন্ন।

তিহ্ওয়া (পূর্বনাম উরুমুচি)—এদেশের রাজধানী। **কুলজা, খাসগড়, ইয়ারখন্ড, খোটান** প্রভৃতি মরূদ্যানে অবস্থিত প্রধান নগর ও বাণিজ্যকেন্দ্র।

ঙ। তিব্বত

সিনকিয়াং-এর দক্ষিণে এবং ভারতের ঠিক উত্তরে তিব্বত দেশ। হিমালয় ও কুয়েনলুনের মধ্যে এই দেশ অবস্থিত। ইহা পৃথিবীর বিস্তৃততম মালভূমি।



দলাই লামার প্রাসাদ

বৃষ্টিপাতের অভাবে এবং অত্যধিক শৈত্য হেতু এখানে শস্যাদি বিশেষ জন্মে না। নামমাত্র কৃষিকার্য কোন কোন স্থানে হইয়া থাকে। চমরী গোরু (ইয়াক) ও

মেষপালন ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। তিব্বতীরা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। প্রধান পুরোহিত দলাই লামা চীনের কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে কিছু-কাল যাবৎ দেশ শাসন করিতে-ছিলেন। কিন্তু তাঁহার সহিত মতবিরোধ হওয়ায় চীন সরকার সম্পূর্ণরূপে তিব্বতের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন। দলাই লামা বর্তমানে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।


চমরী গোরু

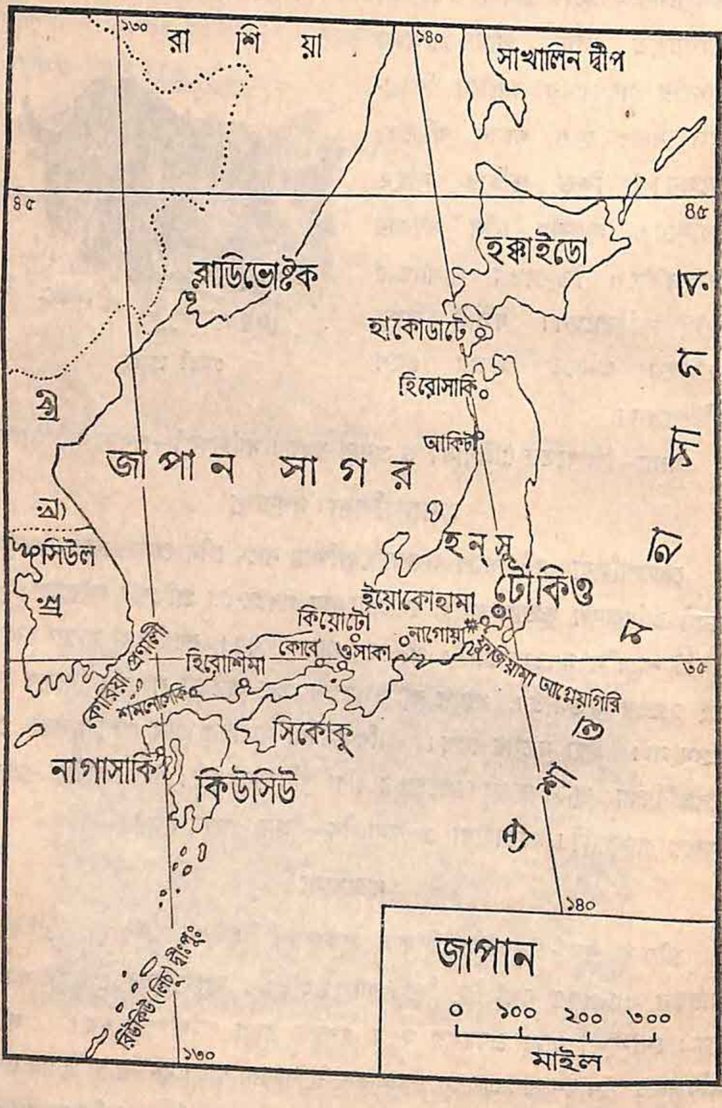
লাসা—তিব্বতের রাজধানী ও প্রধান সহর। **গ্যাঁয়াৎসী**—প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র।

মোঙ্গোলিয়া গণতন্ত্র

মোঙ্গোলিয়ার দক্ষিণাংশ অন্তর্মোঙ্গোলিয়া নামে চীন প্রজাতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। বাকী অধিকাংশ ভূভাগ লইয়া **মোঙ্গোলিয়া** গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। ইহা একটি স্বাধীন গণতন্ত্র রাষ্ট্র। এই দেশ মালভূমিময়। গোবি বা সামো মরুভূমি এই দেশের অন্তর্গত। স্বল্প বৃষ্টিপাতের জন্য এখানে শস্যাদি বিশেষ কিছু জন্মে না। ইহা ঘাসের দেশ। অধিবাসীরা যাযাবর এবং পশুপালনই প্রধান উপজীবিকা। স্থানে স্থানে জলসেচের দ্বারা কৃষিকার্য হয়। **উলান-বাটার**—মোঙ্গোলিয়ার রাজধানী। **কোবদো ও মৈমাচীন**—ইহার প্রধান নগর।

ফরমোসা

চীনের পূর্ব-উপকূলের নিকটে ফরমোসা দ্বীপ অবস্থিত। এইদ্বীপের আয়তন ৩৫,৯৬৪ বর্গ কি. মি. (প্রায় ১৩,৮৯০ বর্গমাইল), লোকসংখ্যা ৭৬ লক্ষ। মৌসুমী বায়ু প্রবাহের ফলে এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। দ্বীপের অধিকাংশ স্থান বনময়। এখানে প্রচুর কর্পূর পাওয়া যায়। ধান ও চা প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। এই দ্বীপ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে জাপানের অধিকারে ছিল। বর্তমানে


১৩০
১৪০
রা শি য়া
সাখালিন দ্বীপ
৪৫
৪৫
হক্কাইডো
ভ্লাডিভোষ্টক
হাকোডাটে
হিরোসাকি
আকিটা
জা পা ন সা গ র
হন্‌সু
টোকিও
ইয়োকোহামা
কিয়োটো
নাগোয়া
কোবে
ওসাকা
ফুজিয়ামা আগ্নেয়গিরি
হিরোশিমা
কোরিয়া প্রণালী
শিমনোসেকি
সিকোকু
নাগাসাকি
কিউসিউ
ফ্যুসিউল
৩৫
১৪০
১৩০
রিউকিউ (লিউ) দ্বীপপুঞ্জ
জাপান
০ ১০০ ২০০ ৩০০
মাইল

ইহা জাতীয়তাবাদী চিয়াং কাইশেকের অধীনে আছে। **তাইহকু**—প্রধান নগর। **তাইপেই**—রাজধানী, লোকসংখ্যা ৪½ লক্ষ।

জাপান

এশিয়ার মধ্যে জাপান সর্বাপেক্ষা উন্নত দেশ। এই দেশ শিক্ষা-দীক্ষায়, শিল্প-বাণিজ্যে ও সামরিক শক্তিতে পৃথিবীর অন্যতম প্রধান শক্তি বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আমেরিকার নিকট পরাজিত হওয়ায় ইহার



জাপানের ছেলেমেয়ে

পূর্বগৌরব আর নাই। ইহা কিছুকাল মার্কিণ সেনাপতির শাসনাধীন ছিল। বর্তমানে ইহা পুনরায় স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে।

হক্কাইডো, হনসু, সিকোকু, কিউসিউ—এই চারিটি দ্বীপ এবং **রিউকিউ** বা লুচু দ্বীপপুঞ্জ এবং ছোট-বড় আরও কতকগুলি দ্বীপ লইয়া বর্তমান জাপান

দেশ গঠিত। ইহার আয়তন ৩,৬৯,৬৬২ বর্গ কি. মি. (১ লক্ষ ৪২ হাজার ৭২৬ বর্গমাইল)। লোকসংখ্যা ৯ কোটি ৩৫ লক্ষ। জাপানীরা তাহাদের দেশকে 'নিপ্পন' অর্থাৎ সূর্যোদয়ের দেশ বলে।

জাপানের অধিকাংশ স্থান পর্বতময়। স্থানে স্থানে পর্বতের মধ্যে নিম্ন-উপত্যকা ও উপকূলে নিম্নভূমি আছে। জাপানের উপকূলভাগ দীর্ঘ ও ভগ্ন। উপকূলভাগ ভগ্ন হওয়ায় এখানে অনেক উৎকৃষ্ট বন্দর ও পোতাশ্রয় নির্মাণের সুবিধা হইয়াছে। এই দ্বীপপুঞ্জে অনেকগুলি আগ্নেয়গিরি আছে, তন্মধ্যে



ফুজিয়ামা আগ্নেয়গিরি

কতকগুলি সজীব আগ্নেয়গিরি। সেই জন্য এখানে ঘন ঘন ভূমিকম্প হয়। এই কারণে জাপানীরা কাঠ ও কাগজ দিয়া হাল্‌কা ধরণের ঘরবাড়ী তৈয়ার করে।

জলবায়ু—জাপান দ্বীপপুঞ্জ উত্তর-দক্ষিণে বহুদূর বিস্তৃত বলিয়া ইহার জলবায়ু সর্বত্র একরূপ নহে। এই দ্বীপপুঞ্জের উত্তর-পূর্ব পাশ দিয়া বেরিং সাগরের শীতল স্রোত প্রবাহিত হয় বলিয়া ঐ অংশ অত্যন্ত শীতল। **কুরোশিয়ো** নামক উষ্ণস্রোত জাপানের দক্ষিণ ও পূর্ব পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হওয়ায় দক্ষিণ ও পূর্বভাগ কিছু উষ্ণ ও শীতকালে বরফমুক্ত থাকে। উত্তরাংশে শীতকালে তুষারপাত হয়। উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে শীতকালে বৃষ্টি হয়। গ্রীষ্মকালে মৌসুমী বায়ু প্রবাহের ফলে জাপানের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বভাগে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়।

উৎপন্ন দ্রব্য—জাপানের দক্ষিণাংশে ধান, ভুট্টা, ইক্ষু, তুলা, সোয়াবীন (ভাটকলাই), জোয়ার, তামাক, গম প্রভৃতি এবং উত্তরাংশে গম, যব ও রাই প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। পার্বত্য অঞ্চলে প্রচুর চা জন্মে; পৃথিবীর অর্ধেকের বেশী রেশম জাপানে উৎপন্ন হয়। খনিজ দ্রব্যের মধ্যে কয়লা, লোহা, তামা, গন্ধক, চীনামাটি, এণ্টিমনি ও ক্রোমাইট প্রধান। হনসু দ্বীপে কিছু খনিজ তৈলও পাওয়া যায়। জাপান শিল্প-বাণিজ্যে বিশেষ উন্নত। কার্পাস ও রেশমী বস্ত্র, চীনামাটি ও কাঁচের জিনিষ, দিয়াশলাই, নানা প্রকার খেলনা ও যন্ত্রপাতি জাপানে তৈয়ারী হয়।

জাপানীরা জাতিতে মোঙ্গোলীয় এবং শিণ্টো ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। ইহারা আমাদের মতই মাছ-ভাত খাইয়া জীবন ধারণ করে। জাপানীরা পরিশ্রমী, অধ্যবসায়ী ও সাহসী। ইহারা ফুল খুব ভালবাসে। সমুদ্র নিকটে থাকায় ইহারা নৌবিদ্যায় বিশেষ দক্ষ। জাপানের সহিত গ্রেটবৃটেনের অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে বলিয়া জাপানকে "প্রাচ্যের গ্রেটবৃটেন" বলে।

নাগাসাকি—কিউসিউ দ্বীপে অবস্থিত বন্দর ও জাহাজ নির্মাণের স্থান। গত মহাযুদ্ধে এই বন্দর বিধ্বস্ত হইয়া যায়। ইহার লোকসংখ্যা ৬২ লক্ষের উপর। এই সহর শিল্প-বাণিজ্যের কেন্দ্র।

টোকিও—জাপানের রাজধানী। বর্তমানে লোকসংখ্যার দিক দিয়া ইহাই পৃথিবীর বৃহত্তম নগর। লোকসংখ্যা প্রায় ৮২ লক্ষ।

ইয়োকোহামা (১০ লক্ষ)—টোকিও-র নিকটে অবস্থিত জাপানের প্রধান বন্দর।

ওসাকা (১৯½ লক্ষ)—জাপানের দ্বিতীয় সহর এবং বস্ত্র-শিল্পের প্রধান কেন্দ্র।

কোবে—জাপানের দ্বিতীয় বন্দর। এখানে দিয়াশলাই ও রেশমের কারখানা আছে।

হোকোডাটে—হোক্কাইডো দ্বীপে অবস্থিত একটি বন্দর।

নাগোয়া, ইয়াওটা—অন্যান্য শিল্পপ্রধান সহর।

কিওটো—জাপানের প্রাচীন রাজধানী।

কোরিয়া

চীনের উত্তর-পূর্বে জাপান সাগর ও পীত সাগরের মধ্যে কোরিয়া উপদ্বীপ অবস্থিত। ইহার আয়তন ২,১৯,৬৭৯ বর্গ কি. মি. (৮৫,২৬৬ বর্গমাইল) এবং লোকসংখ্যা প্রায় ২ কোটি ৬২ লক্ষ।

কোরিয়া কৃষিপ্রধান দেশ। এখানে ধান, বার্লি, গম, তুলা, সোয়াবীন প্রচুর পরিমাণে জন্মে। খনিজ দ্রব্যের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে **লৌহ, তাম্র, গ্রাফাইট** এবং সামান্য পরিমাণে কয়লা পাওয়া যায়।

১৯১০ খৃষ্টাব্দ হইতে কোরিয়া জাপানের অধিকারে ছিল। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপানের পরাজয়ের ফলে ইহা তাহার হস্তচ্যুত হয়। ৩৮° উত্তর অক্ষরেখা দ্বারা দেশটি দুইভাগে বিভক্ত হইয়া উত্তরাংশ রাশিয়ার এবং দক্ষিণাংশ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবাধীনে আসে। উভয় অংশেই সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে দীর্ঘকাল ধরিয়া যুদ্ধ চলিতেছিল। বর্তমানে তথায় শান্তি স্থাপিত হইয়াছে।

নগরাদি—পিয়ংইয়ং—উত্তর কোরিয়ার রাজধানী।

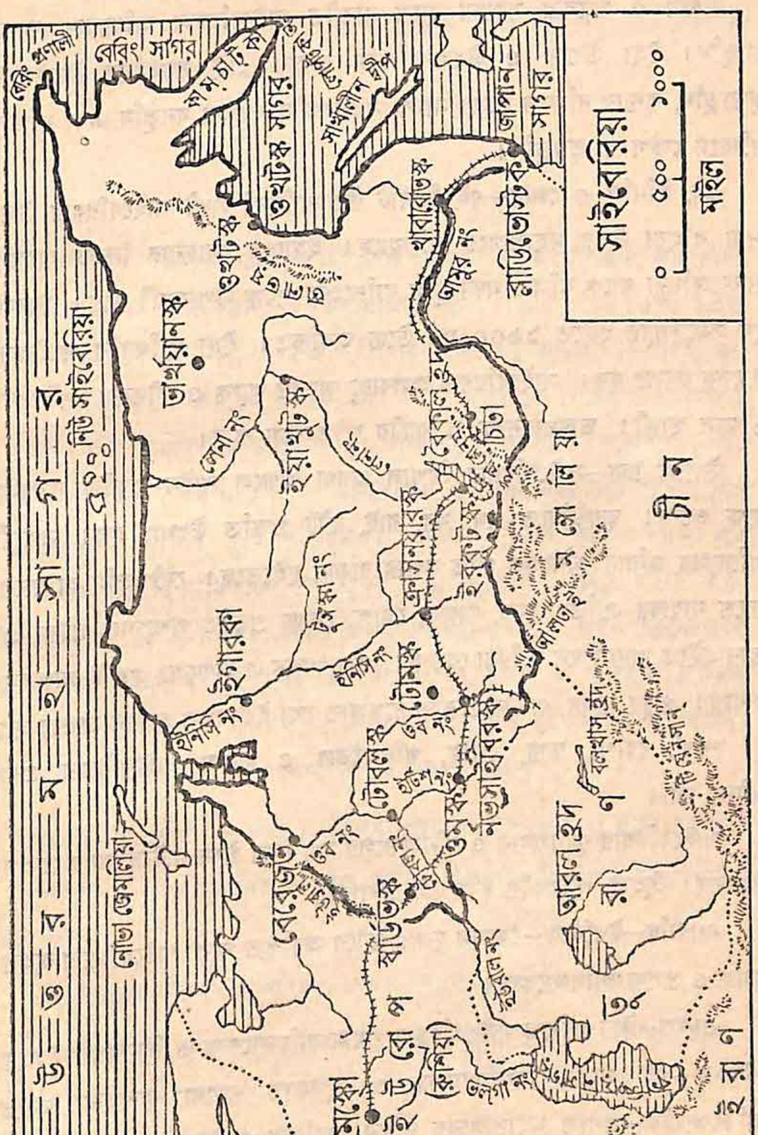
সিওল বা কীজো—দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী। **চেমুলপো ও ফুজান**—প্রসিদ্ধ বন্দর।

এশিয়াধীন রাশিয়া

এশিয়ায় সোভিয়েট রাশিয়ার অন্তর্গত দেশগুলিকে প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। যথা—(১) **সাইবেরিয়া**, (২) **সোভিয়েট মধ্য এশিয়া**, (৩) **ট্রান্স-ককেশিয়া** বা **ককেশিয়া** অঞ্চল।

১। সাইবেরিয়া

এশিয়ার সমগ্র উত্তরাংশ জুড়িয়া সাইবেরিয়া দেশ অবস্থিত। ইহা সোভিয়েট রাষ্ট্রসঙ্ঘের অন্তর্গত পৃথিবীর বৃহত্তম দেশ। আয়তনে ইহা এশিয়ার তিন-ভাগের এক ভাগ হইলেও লোকসংখ্যা মাত্র ১ কোটি।


সাইবেরিয়া
০ ৫০০ ১০০০
মাইল
বেরিং সাগর
জাপান সাগর
চীন
আরাল হ্রদ

দক্ষিণ ও পূর্বের সামান্য অংশ ব্যতীত সাইবেরিয়ার অধিকাংশ স্থানই সমভূমি। ইহা উত্তরে ও উত্তর-পশ্চিমে ঢালু। এই সমভূমির উত্তরভাগে **তুন্দ্রাভূমি**, তুন্দ্রার দক্ষিণে **তৈগা** নামক সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে **স্টেপ** বা **তৃণভূমি**।

ওব, ইনিসি ও লেনা—এই তিনটি উত্তরবাহিনী নদী সাইবেরিয়ার উপর দিয়া বহিয়া উত্তর মহাসাগরে পড়িয়াছে। ইহাদের মোহনার নিকট বারমাস বরফ জমিয়া থাকে বলিয়া নদীগুলি বাণিজ্যের পক্ষে উপযোগী নহে। **বৈকাল হ্রদ** সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৬০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত। ইহা পৃথিবীর গভীরতম সুপেয় জলের হ্রদ। সাইবেরিয়ার জলবায়ু অত্যন্ত শুষ্ক ও শীতল। শীতকাল ৯ মাস স্থায়ী। **ভারখয়ানস্ক** পৃথিবীর শীতলতম স্থান।

উৎপন্ন দ্রব্য—সাইবেরিয়ার বিশাল অরণ্য অঞ্চলে পাইন প্রভৃতি মূল্যবান বৃক্ষ জন্মে। তৃণভূমিতে গম, যব, রাই, বীট প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। তৃণভূমি পরিষ্কার করিয়া কৃষিক্ষেত্র প্রতি বৎসর বাড়ান হইতেছে। স্টেপভূমি বা ঘাসের দেশে যাযাবর জাতিরা মেষ, ছাগল, গোরু, ঘোড়া প্রভৃতি পশুপাল লইয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়। পশুপালন এ অঞ্চলের একটি লাভজনক ব্যবসা। প্রচুর মাখন, পনীর প্রভৃতি দুগ্ধজাত দ্রব্য ইউরোপে চালান দেওয়া হয়।

স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ, খনিজতৈল ও **কয়লা** সাইবেরিয়ার প্রধান খনিজ দ্রব্য।

সাইবেরিয়ার কৃষিপ্রধান ও খনিঅঞ্চলের মধ্য দিয়া **ট্রান্স সাইবেরিয়ান** রেলপথ গিয়াছে। ইহাই পৃথিবীর দীর্ঘতম রেলপথ।

নগরাদি—**ইর্খুটস্ক**—বৈকাল হ্রদের তীরে অবস্থিত পূর্ব সাইবেরিয়ার বৃহত্তম নগর ও প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র।

ওমস্ক—ইহা পশ্চিম সাইবেরিয়ার প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ও শিল্পপ্রধান সহর। **টোমস্ক**—এই সহরে বিশ্ববিদ্যালয় ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের কারখানা আছে। **ভ্লাডিভোস্টক**—প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে অবস্থিত প্রধান বন্দর। **টোবলস্ক**—ইরটিশ নদীতীরে অবস্থিত একটি প্রসিদ্ধ সহর। **নভোসাইবিরস্ক**—পশ্চিম

সাইবেরিয়ার প্রধান নগর। **চিতা**—একটি প্রসিদ্ধ রেল জংসন। সাইবেরিয়ার রাজধানী **মস্কো** ইউরোপে অবস্থিত।

২। সোভিয়েট মধ্য এশিয়া বা তুরাণ

সাইবেরিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে এই দেশ অবস্থিত। **তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান কাজাকস্তান** ও **কিরঘিজিয়া**—এই পাঁচটি গণতন্ত্ররাষ্ট্র লইয়া **তুরাণ** দেশ গঠিত। এই পাঁচটি রাজ্যই রুশিয়ার সোভিয়েট রাষ্ট্রসংঘের অন্তর্ভুক্ত। এই দেশের আয়তন ৩৮,৮২,৫০০ বর্গ কি. মি. (১৫ লক্ষ ৫৩ হাজার বর্গমাইল) এবং লোকসংখ্যা ১ কোটি ৮৬ লক্ষ। তুরাণের দক্ষিণ-পূর্বাংশ ক্রমশঃ উচ্চ এবং পশ্চিমাংশ ক্রমশঃ ঢালু। **আমুদরিয়া** ও **শিরদরিয়া** নদী আরল হ্রদে এবং **ইলি** নদী বলখাস্ হ্রদে পড়িয়াছে। এখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুব কম। এইজন্য ইহার অধিকাংশ স্থান তৃণভূমি বা মরুভূমি। সমুদ্র হইতে দূরে বলিয়া জলবায়ু চরমভাবাপন্ন; শীত গ্রীষ্ম উভয়ই প্রচণ্ড। স্থানে স্থানে জলসেচনের দ্বারা কৃষিকার্য হয় এবং গম, যব, তুলা, পশম ও ফলমূল জন্মিয়া থাকে। কিরঘিজ, উজবেক, কাজাক, তাজিক প্রভৃতি জাতি এই দেশের অধিবাসী। ইহারা উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী এবং পশুপালনই ইহাদের উপজীবিকা।

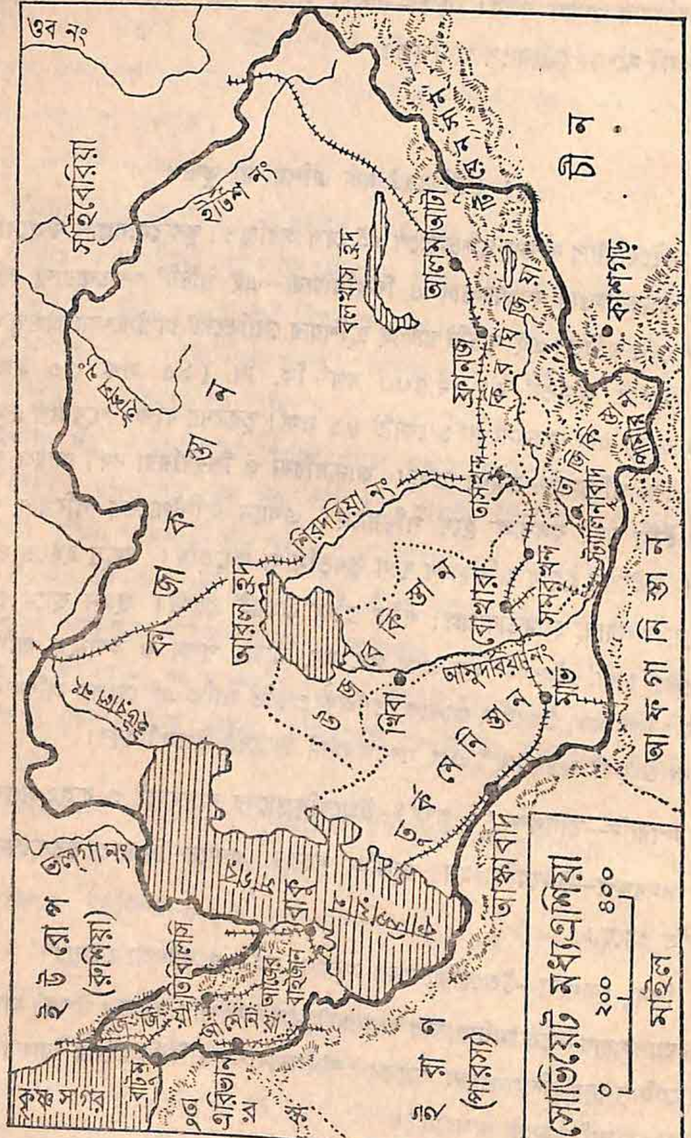
নগরাদি—তাসখন্দ (৬ লক্ষ)—উজবেকিস্তানের রাজধানী ও বৃহৎ নগর।

সমরখন্দ—উজবেকিস্তানের প্রাচীন সহর। এখানে বিখ্যাত তৈমুরলঙ্গের সমাধি আছে।

খিবা, বোখারা—উজবেকিস্তানের অন্যান্য সহর ও বাণিজ্য কেন্দ্র।

আস্কাবাদ—তুর্কমেনিস্তানের রাজধানী; লোকসংখ্যা ১ লক্ষের উপর। **মার্ভ**—তুর্কমেনিস্তানের শিল্পপ্রধান সহর। **ষ্টালিনাবাদ**—তাজিকিস্তানের রাজধানী। **ফ্রান্জ**—কিরঘিজিয়ার রাজধানী।

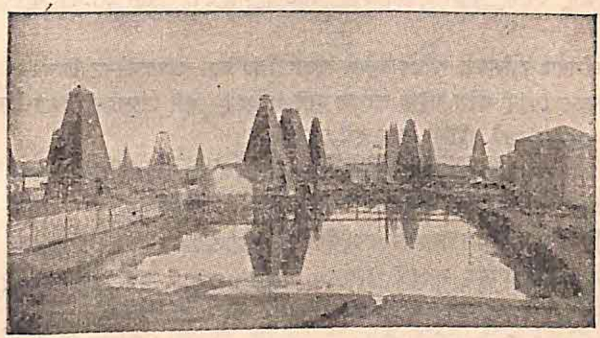
আল্মা আটা—কাজাকস্তানের রাজধানী।


সোভিয়েট মধ্যএশিয়া
০ ২০০ ৪০০
মাইল
কৃষ্ণ সাগর
সাইবেরিয়া
ওব নং
বলখাস হ্রদ
আরল হ্রদ
সিরদরিয়া নং
আমুদরিয়া নং
আলমাআটা
তাসখন্দ
সমরখন্দ
বোখারা
খিবা
আস্কাবাদ
কাশগড়
চীন
আফগানিস্তান
ইরান (পারস্য)
ইউরোপ (রুশিয়া)

৩। ট্রান্স-ককেশিয়া*

আর্মেনিয়া, জর্জিয়া ও আজারবাইজান—এই তিনটি রাজ্য লইয়া ট্রান্স-ককেশিয়া গঠিত। ইহারা রাশিয়ার সোভিয়েট গণতন্ত্রের অন্তর্গত রাজ্য।

আর্মেনিয়া রাজ্যটি মালভূমি হইলেও ভূমি অতিশয় উর্বরা; শিল্পেও দেশটি উন্নত। গ্রীষ্মকালে প্রচুর বৃষ্টি হয়।



বাকুর তৈলখনি

আর্মেনিয়া মালভূমি ও ককেশাস পর্বতের মধ্যে জর্জিয়া ও আজারবাইজান রাজ্য অবস্থিত। আর্মেনিয়া অপেক্ষা এই দুই রাজ্যে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশী; ভূমিও উর্বরা, এইজন্য এই অঞ্চলে প্রচুর গম, ধান্য, ভুট্টা, তামাক, তুলা, ইক্ষু, আঙ্গুর, কমলালেবু প্রভৃতি জন্মিয়া থাকে। ম্যাঙ্গানিজ, তাম্র, লৌহ, কয়লা, লবণ ও কেরোসিন এই দুই রাজ্যের প্রধান খনিজ-দ্রব্য।

নগরাদি—এরিভ্যান—আর্মেনিয়ার রাজধানী।

তুবিলিসি (পূর্ব নাম তিফ্‌লিস্)—জর্জিয়ার রাজধানী ও বাণিজ্য-প্রধান স্থান। লোকসংখ্যা ৫ লক্ষের উপর।

*এই রাজ্য তিনটি ইউরোপের রাজনৈতিক মানচিত্রে দেখান হইলেও এশিয়ার রাজনৈতিক বিবরণে ইহাদের বিষয় আলোচিত হইয়া থাকে।

বাকু—আজারবাইজানের রাজধানী এবং কাস্পিয়ান তীরে অবস্থিত তৈল-খনির জন্য প্রসিদ্ধ।

বাটুম—কৃষ্ণসাগরের তীরে অবস্থিত একটি বন্দর। এখান হইতে খনিজ তৈল রপ্তানি হয়।

অনুশীলনী

১। এশিয়ার প্রধান প্রধান রাজনৈতিক বিভাগগুলির নাম রাজধানীসহ লিখ।

২। কোন্ কোন্ রাজ্য লইয়া চীন গণতন্ত্র গঠিত? খাস চীনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৩। এশিয়ায় রুশিয়ার অধিকারভুক্ত রাজ্যগুলির নাম রাজধানীসহ লিখ।

৪। কোন্ কোন্ দ্বীপ লইয়া জাপান দেশ গঠিত? এই দেশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ। জাপানকে "প্রাচ্যের গ্রেট বৃটেন" বলা হয় কেন?

৫। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ কতগুলি দ্বীপ লইয়া গঠিত? এই দ্বীপপুঞ্জের উৎপন্ন দ্রব্য ও প্রধান প্রধান নগরের বিষয় সংক্ষেপে লিখ।

৬। নিম্নলিখিতগুলি কোথায় এবং কিজন্য বিখ্যাত :—

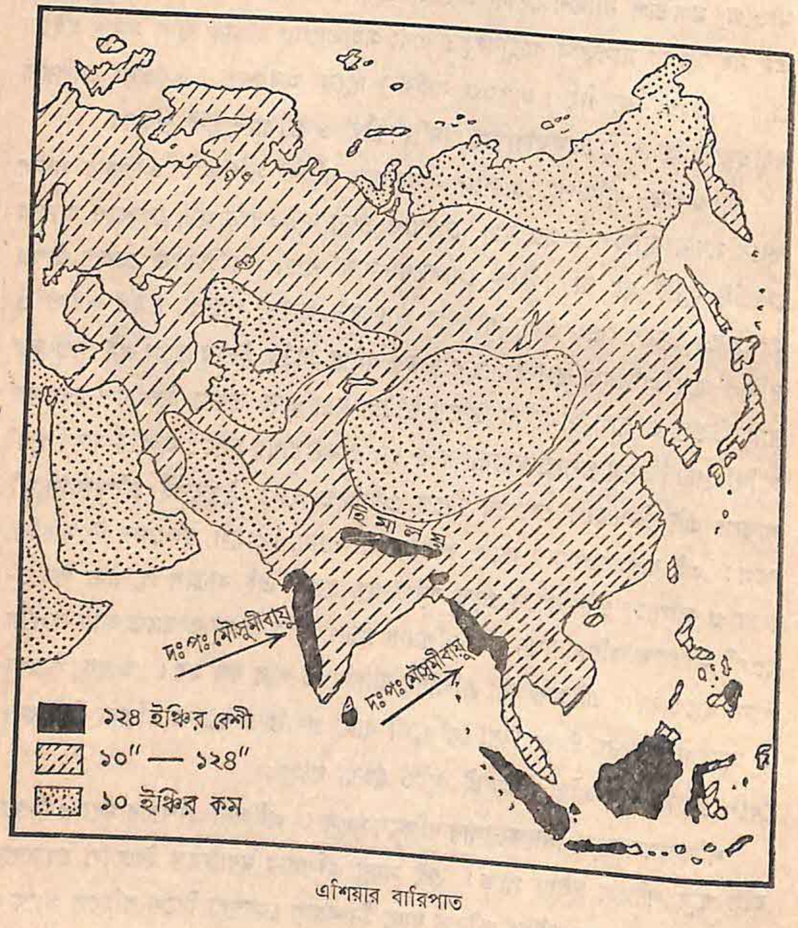
সিঙ্গাপুর, হংকং, সাংহাই, টোকিও, সাইগন, রেঙ্গুন, মক্কা, জেরুজালেম, আঙ্কারা, লাসা, ওসাকা, কলম্বো, ইর্খুটস্ক, বাকু, করাচী, পুরী, জামসেদপুর, বাগদাদ, তেহেরাণ, কাবুল, সমরখন্দ, ব্লাডিভোস্টক, ম্যানিলা ও ব্যাংকক।

৪। জলবায়ু ও প্রাকৃতিক উদ্ভিজ্জ সংস্থান

এশিয়া একটি বিশাল মহাদেশ। ইহার উত্তরাংশ সুমেরু অঞ্চলের নিকট এবং দক্ষিণাংশ নিরক্ষরেখার নিকট অবস্থিত। সুতরাং ইহার দক্ষিণাংশ গ্রীষ্ম-মণ্ডলে, মধ্যভাগ নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে এবং উত্তরভাগ **হিমমণ্ডলে** অবস্থিত। এই মহাদেশের মালভূমি বহুবিস্তৃত এবং মধ্যভাগের অনেক স্থান সমুদ্র হইতে প্রায় ২,৪১৫ কি. মি. (১,৫০০ মাইল) দূরে অবস্থিত। এইজন্য এশিয়ার মধ্যভাগের জলবায়ু চরমভাবাপন্ন অর্থাৎ শীত ও গ্রীষ্ম দুই-ই প্রবল।

বৃষ্টিপাত—বৃষ্টিপাতের সঙ্গে জলবায়ুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। এশিয়ার সকল স্থানে সমান বৃষ্টিপাত হয় না। কোথাও প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, কোথাও আবার মোটেই বৃষ্টি হয় না। উত্তর গোলার্ধে সূর্য যখন কর্কটক্রান্তি রেখার উপর লম্বভাবে কিরণ দেয়, তখন এশিয়ার মধ্যভাগে আরব, পারশ্য, উত্তর ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার স্থলভাগ খুব উত্তপ্ত হইয়া উঠে। ইহার ফলে এই অঞ্চলের বায়ু উত্তপ্ত ও হাল্কা হইয়া উপরে উঠিয়া যায় এবং তথায় নিম্নচাপ কেন্দ্রের সৃষ্টি হয়। তখন প্রশান্ত মহাসাগর ও ভারত মহাসাগর হইতে জলীয় বাষ্পপূর্ণ বাতাস এই নিম্নচাপ কেন্দ্রের দিকে প্রবাহিত হয়। ইহাকেই **গ্রীষ্মমৌসুমী** বলে। এই বায়ু প্রবাহের ফলে, ভারত, পাকিস্তান, সিংহল, ব্রহ্মদেশ, ইন্দোচীন, চীন ও জাপানে গ্রীষ্মকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এই বাতাস সু-উচ্চ পর্বত-শ্রেণী অতিক্রম করিয়া যখন মধ্য-এশিয়ায় প্রবেশ করে, তখন তাহাতে আর জলীয় বাষ্প থাকে না। এইজন্য মধ্য এশিয়ায় বৃষ্টিপাত খুব কম হয়। আরব, পারশ্য ও আফগানিস্তানের উপর দিয়া মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হয় না বলিয়া ঐ সকল দেশে গ্রীষ্মকালে অতি সামান্যই বৃষ্টি হইয়া থাকে।

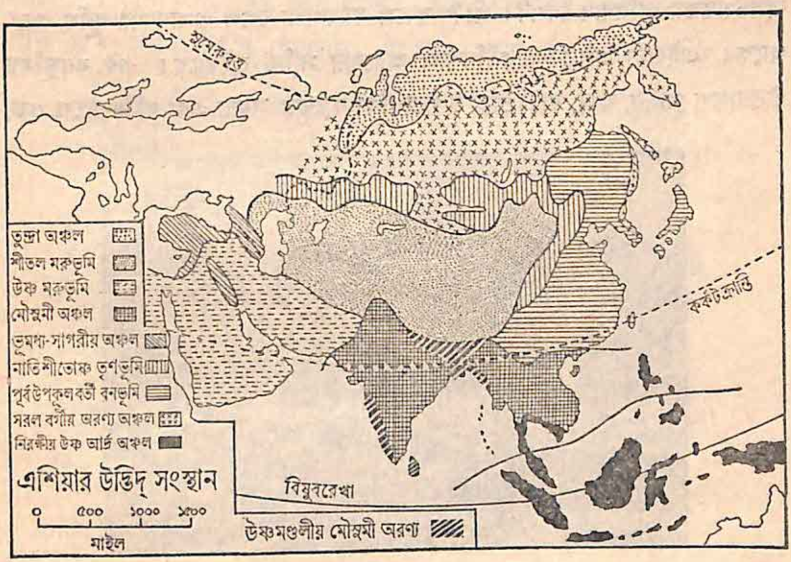
শীতকালে সূর্য নিরক্ষরেখার দক্ষিণে থাকে। এইজন্য এশিয়ার মধ্য ও উত্তর ভাগ খুব শীতল হইয়া পড়ে। এই সময় এশিয়ার মধ্যভাগে উচ্চচাপ কেন্দ্রের সৃষ্টি হয় এবং তথা হইতে শীতল বায়ু নিম্নচাপ কেন্দ্রের দিকে বহিতে থাকে। স্থলভাগ হইতে প্রবাহিত হয় বলিয়া এই বায়ু শুষ্ক, ইহাতে জলীয় বাষ্প থাকে না। তাই এশিয়ার অধিকাংশ স্থানে শীতকালে বৃষ্টিপাত অল্প। যখন এই



এশিয়ার বারিপাত

বাতাস স্থলভাগ পার হইয়া সমুদ্রের উপর দিয়া বহিয়া যায়, তখন উহা জলীয় বাষ্প গ্রহণ করে। ইহার ফলে শীতকালে চীনের দক্ষিণাংশ, জাপান, সিংহল, ভারতের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে, মালয় উপদ্বীপ ও পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বৃষ্টিপাত হয়। পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ নিরক্ষীয় অঞ্চলে অবস্থিত বলিয়া এখানে সারা বৎসর বৃষ্টি হইয়া থাকে।

বৃষ্টিপাত, সমুদ্র হইতে দূরত্ব, ভূমির উচ্চতা প্রভৃতি কারণে এশিয়ার ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার জলবায়ু দেখা যায়। জল-বায়ু ও বৃষ্টিপাতের সহিত



এশিয়ার উদ্ভিদ্ সংস্থান

উদ্ভিদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। জলবায়ু, বৃষ্টিপাত ও উদ্ভিজ্জ অনুসারে এশিয়াকে সাত ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

(১) **তুন্দ্রা অঞ্চল**—এশিয়ার উত্তরে উত্তর মহাসাগরের তীরবর্তী স্থান চিরতুষারময় প্রদেশ। উত্তর মেরুর নিকটবর্তী বলিয়া এখানে কোন গাছপালা জন্মিতে পারে না। শীতকালে সমস্ত স্থান ঘন বরফে ঢাকা থাকে। গ্রীষ্ম অতি অল্পকাল স্থায়ী এবং গ্রীষ্মের উত্তাপও খুব কম। গ্রীষ্মকালে উত্তরাংশের

বরফ গলে না। কিন্তু দক্ষিণাংশের বরফ গলিয়া জলাভূমির সৃষ্টি করে। তখন ঐ অংশে একজাতীয় শৈবাল ও ছোট ছোট ফুলের গাছ জন্মে। এই স্থানে বৃষ্টি-পাত খুব কম। তুন্দ্রা অঞ্চলের জলবায়ু মেরুদেশীয়।

(২) **সাইবেরিয়ার শীতপ্রধান অরণ্য অঞ্চল**—তুন্দ্রা অঞ্চলের দক্ষিণে সাইবেরিয়ার বিশাল অরণ্য অঞ্চল অবস্থিত। সাইবেরিয়ার সমভূমিতে অধিক শীতযুক্ত নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু। এখানে শীতকালে শীত খুব বেশী এবং গ্রীষ্মকাল অপেক্ষা শীতকাল দীর্ঘস্থায়ী হয়। তুন্দ্রা অঞ্চল অপেক্ষা এখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশী। গ্রীষ্মকালে বরফগলা জলে এখানকার ভূমি আর্দ্র থাকে। এইজন্য এখানে এক বিশাল অরণ্যের সৃষ্টি হইয়াছে। এই বনভূমির উত্তরাংশে **পাইন, ফার, বার্চ** প্রভৃতি **চিরহরিৎ বৃক্ষের অরণ্য** এবং দক্ষিণাংশে **ওক,**

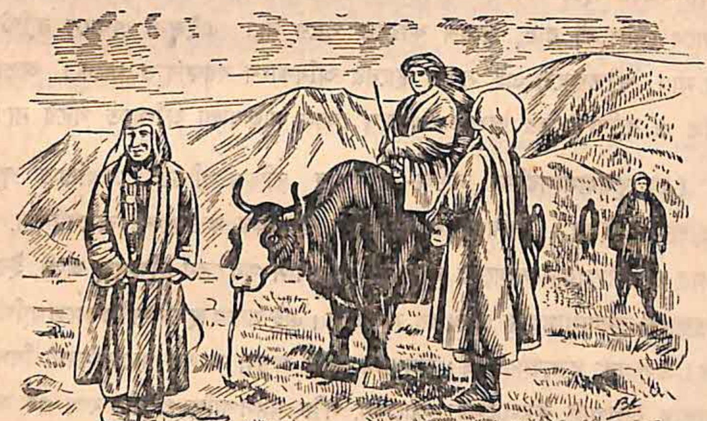


চিরহরিৎ বৃক্ষের অরণ্য

বীচ প্রভৃতি **পতনশীল পত্রবিশিষ্ট (পাতাঝরা)** বৃক্ষের বন দেখা যায়। এই বনভূমিকে স্থানীয় ভাষায় **তৈগা** বলে।

(৩) **স্টেপভূমি বা তৃণ অঞ্চল**—সাইবেরিয়ার বনভূমির দক্ষিণে তৃণভূমি অবস্থিত। ইহা কাস্পিয়ান সাগর হইতে লেনা নদীর অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। সাইবেরিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ এবং মোঙ্গোলিয়ার কিছু অংশ এই অঞ্চলের

অন্তর্গত। জলবায়ু চরম ভাবাপন্ন। ইহা একটি ঘাসের দেশ। বৃষ্টিপাত খুব কম বলিয়া ঘাস ভিন্ন আর কিছু জন্মিতে পারে না। এই অঞ্চলে শীতঋতু দীর্ঘকালস্থায়ী ও তীব্র। গ্রীষ্ম প্রখর ও অল্পকালস্থায়ী। শীতকালে সকল স্থান বরফে ঢাকা পড়িয়া যায়। গ্রীষ্মকালে বরফ গলিতে থাকিলে সকল স্থান আর্দ্র হইয়া যায়। এই সময়ে নানা প্রকার ঘাস জন্মে এবং বিচিত্র পত্রপুষ্পে এক অপূর্ব শোভা ধারণ করে। এই অংশে কোন বৃক্ষাদি জন্মে না। এই অঞ্চলে সামান্য পরিমাণ আলু, গম, রাই জন্মে। এই তৃণভূমিতে কিরঘিজ নামে এক জাতি বাস করে। ইহারা যাযাবর। ইহাদের কোন স্থায়ী ঘর বাড়ি নাই।



কিরঘিজ জাতি

পশুপালনই ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। এক স্থানের ঘাস ফুরাইয়া গেলে ইহারা পশুপাল লইয়া অন্যস্থানে চলিয়া যায়।

(৪) **মরু অঞ্চল**—তৃণ অঞ্চলের দক্ষিণ-পশ্চিমে মরু অঞ্চল অবস্থিত। মরু অঞ্চলকে প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করা যায়। (ক) গ্রীষ্মাধিক্যপ্রযুক্ত মরুভূমি; (খ) শীতাধিক্যপ্রযুক্ত মরুভূমি।

(ক) **গ্রীষ্মাধিক্যপ্রযুক্ত মরুভূমি**—আরব, ইরাণের উত্তরাংশ, ইরাক ও আফগানিস্তানের কতকাংশ, ভারত ও পাকিস্তানের থর মরুভূমি উষ্ণ মরুভূমির

অন্তর্গত। বৃষ্টিপাতের অভাবে এই সকল স্থান মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে। এখানকার জলবায়ু চরমভাবাপন্ন। এখানে দিনের বেলায় যেমন অসহ্য গরম রাত্রে তেমনি প্রচণ্ড শীত। এই অঞ্চলে কোন গাছপালা জন্মায় না; চারিদিকে বালুকারাশি ধু ধু করিতে থাকে। মরূদ্যানগুলিতে খেজুর গাছ জন্মে। স্থানে স্থানে কাঁটাজাতীয় গাছ দেখা যায়।

(খ) **শীতাধিক্যপ্রযুক্ত মরুভূমি**—মধ্য এশিয়ার যে অংশ হিমালয়ের উত্তরে অবস্থিত সেই অংশ বিশেষতঃ তিব্বত ও মোঙ্গোলিয়া শীতল মরুভূমির অন্তর্গত। সমুদ্র হইতে দূরে অবস্থিত থাকায় এবং হিমালয় ও অন্যান্য উচ্চ পর্বতের জন্য এখানে মৌসুমী বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না। এইজন্য এখানে বৃষ্টিপাত হয় না। শীতকালে এই সকল স্থানের অধিকাংশ বরফাবৃত থাকে। অত্যধিক শীত ও বৃষ্টিপাতের অভাবে এখানে কোন গাছপালা জন্মিতে পারে না।

(৫) **ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল**—এশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত তুরস্ক (এশিয়া মাইনর), সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন, ইরাকের কতকাংশ, আর্মেনিয়া, কৃষ্ণ-সাগর ও কাস্পিয়ান সাগরের মধ্যবর্তী ককেশাস পর্বতের দক্ষিণস্থ অংশ, ইরাণের কতকাংশ ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের অন্তর্গত। এই সকল স্থানে শীতকালে বৃষ্টিপাত হয়। জলবায়ু মৃদুভাবাপন্ন। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল ফলের গাছের জন্য বিখ্যাত। আঙ্গুর, জলপাই, কমলালেবু, আপেল, পীচ, ন্যাসপাতি প্রভৃতি ফল এই অঞ্চলে প্রচুর জন্মে। এখানে যে তুঁত গাছ জন্মে তাহার পাতা রেশম কীটের প্রধান খাদ্য। কর্ক গাছও এই অঞ্চলে জন্মিয়া থাকে। এই গাছের ছাল হইতে ছিপি প্রস্তুত হয়। এই সকল স্থানের জলবায়ু ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলের জলবায়ুর অনুরূপ বলিয়া এই স্থানগুলিকে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল বলে।

(৬) **মৌসুমী অঞ্চল**—ভারত, পাকিস্তান, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম (থাইল্যাণ্ড), ইন্দোচীন মালয় উপদ্বীপ, চীন ও জাপানের দক্ষিণ-পূর্বাংশ মৌসুমী অঞ্চলের অন্তর্গত। গ্রীষ্মকালে ভারত মহাসাগর হইতে প্রবাহিত দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর জন্য ভারত, পাকিস্তান, সিংহল, ব্রহ্মদেশ ও ইন্দোচীনে এবং প্রশান্ত

মহাসাগর হইতে প্রবাহিত দক্ষিণ-পূর্ব মৌসুমীবায়ুর জন্য দক্ষিণ চীন ও জাপানে বৃষ্টিপাত হয়।

শীতকালে মৌসুমীবায়ু মধ্য এশিয়ার স্থলভাগ হইতে প্রবাহিত হয় বলিয়া উহা জলীয়বাষ্পশূন্য ও শুষ্ক; সেইজন্য উহাতে বৃষ্টিপাত হয় না। ঐ বায়ু প্রবাহ কিছুটা সমুদ্রের উপর দিয়া প্রবাহিত হওয়ার দরুণ জলীয় বাষ্প আহরণ করে এবং যে যে স্থানের উপর দিয়া প্রবাহিত হয় সেইসকল স্থানে শীতকালে বৃষ্টিপাত হয়। প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে গ্রীষ্মকালে উত্তাপ বেশী হয় না।

বৃষ্টিপাত খুব বেশী বলিয়া মৌসুমী অঞ্চলে ঘন বন জন্মে। বনে শাল, সেগুন, বট, অশ্বত্থ, তাল, বাঁশ, আম, জাম, কাঁঠাল প্রভৃতি গাছ দেখা যায়। যেখানে বৃষ্টিপাত কম সেখানে গাছপালা বেশী জন্মে না। মৌসুমী অঞ্চল উর্বর, শস্য-শ্যামল ও ঘনবসতিপূর্ণ।

(৭) **নিরক্ষীয় অঞ্চল**—মালয় উপদ্বীপের দক্ষিণাংশ এবং পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ নিরক্ষীয় অঞ্চলের অন্তর্গত। এই অঞ্চলের উপর দিয়া নিরক্ষরেখা চলিয়া গিয়াছে। এখানে বৎসরের সকল সময় সূর্যের কিরণ অনেকটা লম্বভাবে পতিত হয়, তাই উত্তাপ অত্যন্ত বেশী এবং বৎসরের সকল সময় প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এইজন্য এই অঞ্চলের অধিকাংশ স্থানে গভীর জঙ্গলের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সকল বনে মেহগনি, আবলুশ, রবার প্রভৃতি মূল্যবান বৃক্ষ জন্মে। রবার, কফি ও নারিকেল, এই অঞ্চলে প্রচুর জন্মে। লবঙ্গ, এলাচ, মরিচ প্রভৃতি মশলার জন্য পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ বিখ্যাত।

অনুশীলনী

১। এশিয়ার জলবায়ু ও বৃষ্টিপাত সম্বন্ধে যাহা জান বল।

২। জলবায়ু, বৃষ্টিপাত ও উদ্ভিজ্জ অনুসারে এশিয়াকে যে কয়ভাগে ভাগ করা যায়, তাহার বিবরণ দাও।

৩। ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু কাহাকে বলে? এশিয়ার কোন্ কোন্ অংশে ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু দেখা যায়?

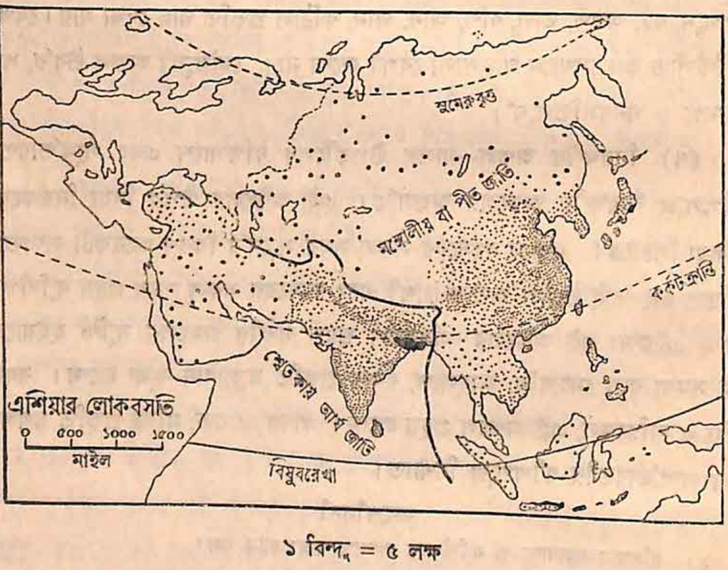
৪। মরু অঞ্চলকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়? মরু অঞ্চলের জলবায়ু কিরূপ?

৫। মৌসুমী বায়ু কাহাকে বলে? এশিয়ার মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত দেশগুলির নাম কর। মৌসুমী অঞ্চলের জলবায়ু কিরূপ?

৫। এশিয়ার অধিবাসী, জীবজন্তু ও প্রধান প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য

(ক) অধিবাসী

এশিয়া পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম মহাদেশ। ইহার লোকসংখ্যাও পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী। পৃথিবীর অর্ধেকেরও অধিক লোক (১৬২ কোটীর উপর) এই মহাদেশে বাস করে। কিন্তু আয়তনের তুলনায় এই মহাদেশের লোকসংখ্যা বেশী নহে। এশিয়ার প্রতি ২½ বর্গ কিলোমিটারে ৬৮ জন লোক বাস করে, কিন্তু ইউরোপে প্রতি ২½ বর্গ কিলোমিটারে ১৫৯ জন লোক বাস করে। ইহার



১ বিন্দু = ৫ লক্ষ

কারণ এশিয়ার বহুস্থান উচ্চ মালভূমি, মরুভূমি অথবা তুন্দ্রাভূমি। এই সকল স্থান মনুষ্যবাসের অযোগ্য। কেবলমাত্র মৌসুমী অঞ্চলের ভারত, পাকিস্তান, চীন, জাপান ও পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে লোকবসতি ঘন। পৃথিবীর শতকরা ৪৫ জন লোক এই অঞ্চলে বাস করে। ইহাদের মধ্যে আবার চীন, ভারত, পাকিস্তান ও জাভা দ্বীপে সর্বাপেক্ষা অধিক লোক বাস করে।

কাস্পিয়ান হ্রদ হইতে হিন্দুকুশ ও হিমালয়ের উপর দিয়া ভারতের পূর্বপ্রান্ত পর্যন্ত রেখা টানিয়া উহা দক্ষিণ দিকে বর্ধিত করিলে ঐ রেখার দক্ষিণে ও পশ্চিমে শ্বেতকায় ককেশীয় বা আর্য জাতির লোকের বাস। এই রেখার উত্তরে ও পূর্বে পীতবর্ণ মোঙ্গোলীয় জাতির বাস। আন্দামান, নিকোবর ও পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে কৃষ্ণবর্ণ লোকের বাস। মাঞ্চুরিয়ার **মাঞ্চু**, দক্ষিণ শাখালিনের **আইনু**, অব অববাহিকার **উর্গোফিন**, তুন্দ্রা অঞ্চলের **স্যাময়েদ**, তৃণ অঞ্চলের **কিরঘিজ**, **কাজাক** প্রভৃতি জাতি মোঙ্গোলীয়গণের মিশ্রণে উৎপন্ন।

(খ) জীবজন্তু

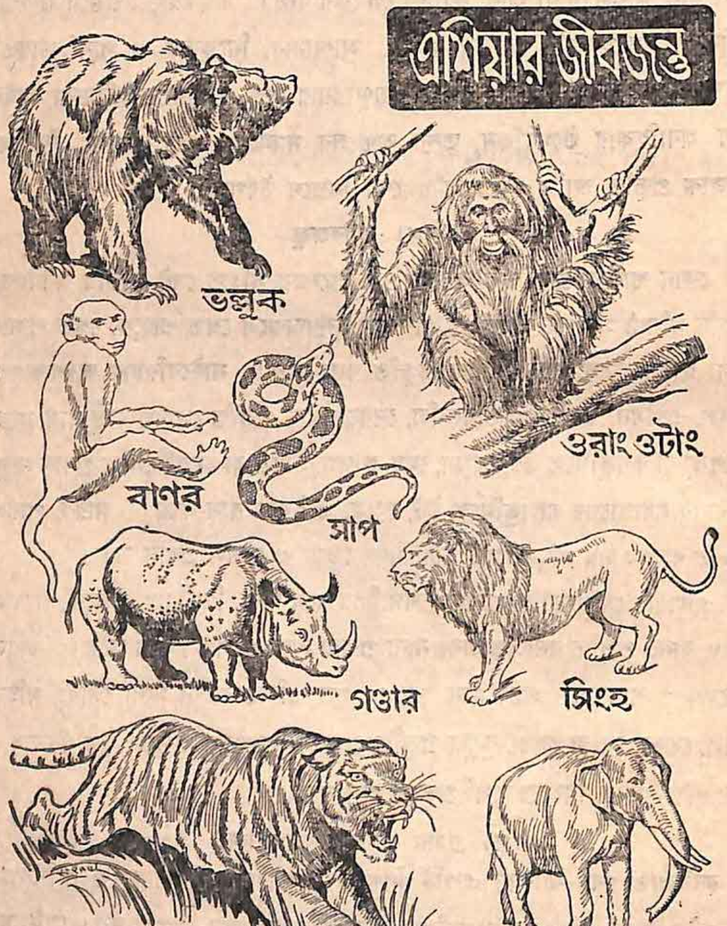
কোন স্থানের প্রাকৃতিক অবস্থা ও উদ্ভিজ্জের সহিত সেই স্থানের জীবজন্তুর একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। **এশিয়ার তুন্দ্রাঅঞ্চলে** শ্বেত ভল্লুক, শ্বেত শৃগাল, বল্গা হরিণ, সিন্ধুঘোটক, সীল প্রভৃতি বাস করে। **সাইবেরিয়ার অরণ্যঅঞ্চলে** সেবল, এরমিন, ভল্লুক, কাঠবিড়ালি, নেকড়ে বাঘ প্রভৃতি লোমশ জন্তু বাস করে। **স্টেপস্** বা **তৃণভূমিতে** উট, ঘোড়া, মেষ, ছাগল, ইয়াক বা চমরী গোরু প্রধান জন্তু। এশিয়ার **মধ্যভাগের মালভূমিতে** উট, ঘোড়া ও ইয়াক বাস করে। আরব, পারশ্য প্রভৃতি বালুকাময় **মরুভূমিতে** উট, গাধা, ভেড়া ও ছাগল প্রধান জন্তু।

এশিয়ার **মৌসুমী** অঞ্চলের দেশগুলির বনে ব্যাঘ্র, চিতাবাঘ, ভল্লুক, শৃগাল, হরিণ, বানর প্রভৃতি বন্যজন্তু এবং নানা প্রকার সর্প ও পক্ষী বাস করে। ভারত, ব্রহ্মদেশ ও শ্যামদেশে হস্তী বাস করে। গৃহপালিত জন্তুর মধ্যে গোরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, ঘোড়া, গাধা, কুকুর প্রভৃতি প্রধান। নিরক্ষীয় অঞ্চলে বাঘ, চিতাবাঘ, ওরাংওটাং, বানর, বিষাক্ত সর্প প্রভৃতি বাস করে।

(গ) প্রধান প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য

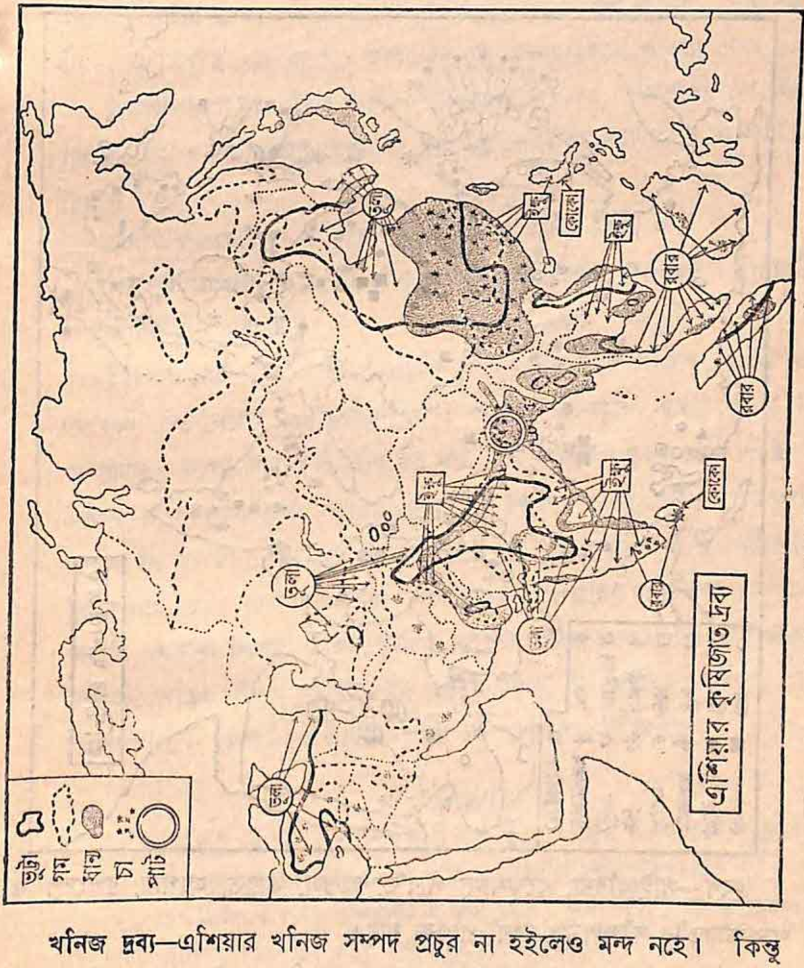
কৃষিজাত দ্রব্য—এশিয়া একটি বিশাল মহাদেশ। জলবায়ু ও বৃষ্টিপাত অনুসারে ইহার বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন কৃষিজাত দ্রব্য উৎপন্ন হয়। **মৌসুমী অঞ্চলে** প্রচুর বৃষ্টিপাত ও উর্বরা ভূমির জন্য নানাবিধ শস্য যথেষ্ট পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। এই অঞ্চলের প্রধান শস্য ধান; ইহা ভিন্ন গম, যব, ভুট্টা, জোয়ার, তিল, তিসি, সরিষা, পাট, তুলা, তামাক, ইক্ষু প্রভৃতি শস্য এবং আম,

জাম, কাঁঠাল, কলা প্রভৃতি ফল জন্মিয়া থাকে। **নিরক্ষীয় অঞ্চলে** ধান্য, ইক্ষু, ভুট্টা, কলা, কফি, আনারস, রবার, কর্পূর ও নানাপ্রকার মশলা জন্মিয়া থাকে।



ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে গম, যব, ভুট্টা প্রভৃতি শস্য এবং আঙ্গুর, কমলালেবু, জলপাই, আপেল, পীচ প্রভৃতি ফল জন্মিয়া থাকে। **তৃণ অঞ্চলে** জলসেচের দ্বারা

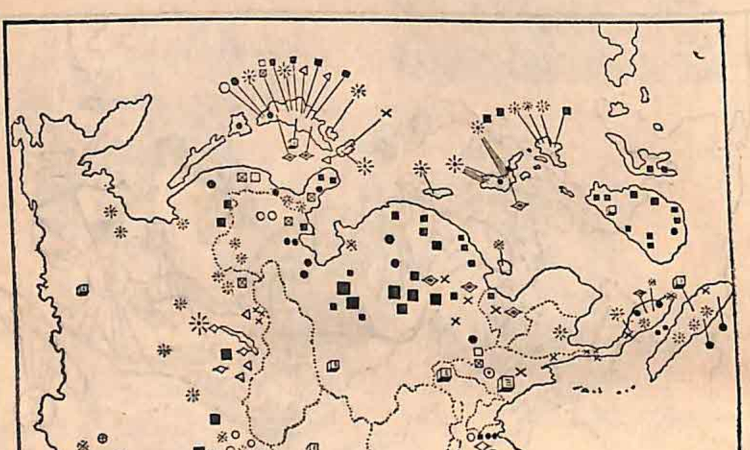
ধান, গম, ভুট্টা, তুলা প্রভৃতি এবং **মরু অঞ্চলে** খেজুর জন্মিয়া থাকে। ভারত, পাকিস্তান, সিংহল, চীন ও জাপানে চা; চীন ও জাপানে সোয়াবীন এবং ফরমোসায় কর্পূর পাওয়া যায়।



খনিজ দ্রব্য—এশিয়ার খনিজ সম্পদ প্রচুর না হইলেও মন্দ নহে। কিন্তু খনিবিদ্যা জ্ঞানের অভাবে এবং যাতায়াতের অসুবিধা থাকায় সর্বত্র খনিজ কাজ প্রসার লাভ করে নাই।

কয়লা—ভারত, পাকিস্তান, চীন, জাপান ও সাইবেরিয়ায় কয়লা পাওয়া যায়।

লৌহ—ভারত, চীন, জাপান, সাইবেরিয়া, মাঞ্চুরিয়া, কোরিয়া, ইন্দোচীন ও পারস্যে লৌহ পাওয়া যায়।



স্বর্ণ—সাইবেরিয়া, ককেশাস্ পার্বত্য অঞ্চল, ভারত, জাপান, ব্রহ্মদেশ ও পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে স্বর্ণ পাওয়া যায়।

রৌপ্য—চীন, জাপান, সাইবেরিয়া, ব্রহ্মদেশ, এশিয়া মাইনর ও পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে রৌপ্য পাওয়া যায়।

তাম্র—চীন, জাপান, সাইবেরিয়া, কোরিয়া, পারশ্য, এশিয়া মাইনর, ভারত ও পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে তাম্র পাওয়া যায়।

টিন—টিন উৎপাদনে এশিয়া পৃথিবীর মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। ব্রহ্মদেশ, মালয় উপদ্বীপ ও পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে প্রচুর টিন পাওয়া যায়। পৃথিবীর শতকরা ৬০ ভাগ টিন এই অঞ্চল হইতে পাওয়া যায়।

পেট্রোলিয়াম বা খনিজ তৈল—ককেশাস প্রদেশের আজারবাইজান, ইরাক, পারস্য, ভারত, পাকিস্তান, ব্রহ্মদেশ ও পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে খনিজ তৈল পাওয়া যায়।

অভ্র ও **ম্যাঙ্গানীজ**—প্রধানতঃ ভারত হইতে পাওয়া যায়।

সিংহলে **গ্রাফাইট ও মুক্তা**, চীন ও ভারতে **ট্যাংস্টেন, কেওলিন** (চীনামাটি) ও **য়্যাণ্টিমনি** পাওয়া যায়।

শিল্পজ দ্রব্য—চীন ও ভারত প্রাচীনকালে কুটীর-শিল্পে বিশেষ উন্নত ছিল। বর্তমান যন্ত্র-শিল্পে ও কুটীর-শিল্পে জাপান এশিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে। জাপানের পরেই ভারতের নাম করা যাইতে পারে। **লৌহ ও ইস্পাত শিল্প**—চীন, জাপান ও ভারতে; **কার্পাস শিল্প**—ভারত, চীন ও জাপানে; **রেশম শিল্প**—চীন, জাপান ও ভারতে; **পাট শিল্প**—ভারত ও পাকিস্তানে; **দিয়াশলাই, চর্ম, রাসায়নিক দ্রব্য,, কাগজ** ও **জাহাজনির্মাণ শিল্প**—জাপান ও ভারতে; **শর্করা শিল্প**—ভারত, চীন ও জাভায় প্রসার লাভ করিয়াছে। ভারত ও জাপানে তড়িৎ শক্তির সাহায্যে বড় বড় কারখানা চলিতেছে। তুরস্ক, পারস্য, আফগানিস্তান, জাপান ও ভারতে পশম শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে।

অনুশীলনী

১। এশিয়ার কোথায় লোকবসতি সর্বাপেক্ষা ঘন? এরূপ ঘন বসতির কারণ কি?
২। আয়তনের তুলনায় এশিয়া মহাদেশের লোকসংখ্যা কম হওয়ার কারণ কি?
৩। আর্যজাতি ও মোঙ্গোলীয়জাতি এশিয়ার কোন্ কোন্ অঞ্চলে বাস করিয়া থাকে?
৪। এশিয়ার প্রধান জীবজন্তুর নাম—তাহাদের বাসস্থানসহ বল।
৫। এশিয়ার প্রধান প্রধান কৃষিজাত ও খনিজ দ্রব্যের নাম কর।
৬। এশিয়ার প্রধান প্রধান শিল্পজাত দ্রব্যের নাম কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়
ইউরোপ
১। অবস্থিতি ও আয়তন

এশিয়ার পশ্চিমে ইউরোপ মহাদেশ; ইহা এশিয়ার সহিত সংযুক্ত। এশিয়া ও ইউরোপ একই স্থলভাগের অন্তর্গত। ইহাদের মিলিত নাম **"ইউরেশিয়া"**। ইউরোপ ইউরেশিয়া ভূখণ্ডের একটি উপদ্বীপ মাত্র। কিন্তু ইহাদের অধিবাসীদের মধ্যে শিক্ষায়, সভ্যতায় এবং আচার-ব্যবহারে এতই পার্থক্য যে একই ভূখণ্ডের অন্তর্গত হইলেও ইহাদিগকে দুইটি পৃথক মহাদেশ বলিয়া ধরা হয়।

ইউরোপের উত্তরে উত্তর মহাসাগর, পশ্চিমে আটলাণ্টিক মহাসাগর, দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর ও কৃষ্ণসাগর এবং পূর্বে ইউরাল পর্বত, ইউরাল নদী, কাস্পিয়ান সাগর ও ককেশাস পর্বত। উত্তরের তুন্দ্রা অঞ্চল ব্যতীত ইউরোপের অবশিষ্ট সকল অংশ উত্তর নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলে অবস্থিত। ইউরোপের পূর্ব হইতে পশ্চিমে বৃহত্তম দৈর্ঘ্য ৬,১১৮ কি. মি. (৩,৮০০ মাইল) এবং উত্তর হইতে দক্ষিণে বৃহত্তম বিস্তার ৩,৮৬৪ কি. মি. (২,৪০০ মাইল)।

ইহার আয়তন ৯৩ লক্ষ ৭৫ হাজার বর্গ কিলোমিটার (৩৭,৫০,০০০ বর্গমাইল)। ইহা এশিয়ার প্রায় পাঁচ ভাগের এক ভাগ এবং ভারতের প্রায় ৩ গুণ। অস্ট্রেলিয়া ছাড়া ইউরোপ পৃথিবীর অন্যান্য মহাদেশগুলির মধ্যে ক্ষুদ্রতম।

আয়তনের তুলনায় ইউরোপের উপকূলভাগ অতিশয় দীর্ঘ। তটরেখার পরিমাণ ৪১,৮৬০ কি. মি. (২৬,০০০ মাইল)। প্রতি ২৩৩ কিলোমিটার (১৪৫ বর্গমাইল) আয়তনে ১·১৬ কি. মি. (১ মাইল) তটরেখা। ইহার কারণ ইউরোপের উপকূলভাগ অতিশয় ভগ্ন। আর কোন মহাদেশের উপকূলভাগ এত ভগ্ন নয়। উত্তর উপকূলের **শ্বেতসাগর** উত্তর মহাসাগরের অংশবিশেষ। পশ্চিম উপকূলের উত্তরাংশে **বাল্টিক ও উত্তর সাগর** অবস্থিত। **বোথ্‌নিয়া, ফিনল্যাণ্ড** ও **রিগা** এই তিনটি উপসাগর বাল্টিক সাগরের অংশ। পশ্চিম উপকূলের দক্ষিণাংশে **ইংলিশ চ্যানেল ও বিস্কে উপসাগর**। উত্তরসাগর ও ইংলিশ

চ্যানেলের মধ্যে ডোভার প্রণালী। দক্ষিণ উপকূলে **ভূমধ্যসাগর ও কৃষ্ণসাগর** অবস্থিত। জিব্রাল্টার প্রণালী দিয়া ভূমধ্যসাগরে প্রবেশ করা যায়। ভূমধ্যসাগরের উত্তরাংশে পশ্চিম হইতে পূর্বে যথাক্রমে লিয়ঁ উপসাগর, জেনোয়া উপসাগর, টরাণ্টো উপসাগর, আদ্রিয়াতিক সাগর, আয়োনিয়ন সাগর, ইজিয়ান সাগর, মর্মর



ইউরোপের অবস্থান ও ভারতের সহিত আয়তনের তুলনা

সাগর প্রভৃতি কয়েকটি সাগর ও উপসাগর আছে। **দার্দানেলিশ ও বসফরাস** প্রণালী দিয়া কৃষ্ণসাগরে প্রবেশ করা যায়।

২। (ক) পর্বত, মালভূমি ও সমভূমি

ইউরোপের প্রাকৃতিক গঠন অনেকটা এশিয়ার ন্যায়। এশিয়ার ন্যায় এই মহাদেশের প্রায় মধ্যভাগে এক দীর্ঘ পর্বতমালা পশ্চিমে আটলাণ্টিক মহাসাগরের তীর হইতে পূর্বে এশিয়া মহাদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রাকৃতিক

গঠন হিসাবে ইউরোপ মহাদেশ কয়েকটি ভাগে বিভক্ত। পর্বতমালার অবস্থানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই বিভাগগুলি করা হইয়াছে। যথা—

(১) উত্তর-পশ্চিমের পার্বত্য মালভূমি, (২) উত্তরের বিস্তীর্ণ ইউরোপীয় সমভূমি, (৩) দক্ষিণ ইউরোপের পার্বত্যভূমি। পর্বত ও মালভূমি আলোচনা কালে এই সকল বিভাগের কথা বল হইয়াছে।

পর্বত

ইউরোপীয় সমভূমির দক্ষিণে দক্ষিণ ইউরোপের পার্বত্য অঞ্চল অবস্থিত। ইহা পশ্চিমে বিস্কে উপসাগর হইতে পূর্বে কাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। আল্পস পর্বত শ্রেণী, মালভূমি ও পর্বতবেষ্টিত সমভূমি লইয়া এই পার্বত্য অঞ্চল গঠিত। এশিয়ার পামীর গ্রন্থি হইতে যেরূপ পর্বতমালা পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত রহিয়াছে, ইউরোপের **আল্পস** গ্রন্থি হইতেও সেইরূপ পর্বতশাখা সকল



আল্পস্ পর্বত-গ্রন্থি

বিভিন্ন দিকে বিস্তৃত রহিয়াছে। **আল্পস পর্বতমালা** ইটালির উত্তরে অবস্থিত। ইহা হিমালয়ের মত অত দীর্ঘ বা উচ্চ নহে। ইহার দৈর্ঘ্য ১,১২৭ কি. মি. (৭০০ মাইল) এবং বিস্তার ৪৮ কি. মি. হইতে ৬৪ কি. মি. (৩০ হইতে ৪০ মাইল)। ইহার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ **মণ্টব্লাঙ্ক** (১৫,৭৮২´ ফুট) দক্ষিণ-পূর্ব ফ্রান্সে এবং **ম্যাটারহর্ণ** (১৪,৭০০´ ফুট) ও **মণ্টরোসা** (১৫,২০০´ ফুট) নামক অপর দুইটি শৃঙ্গ সুইজারল্যাণ্ডে অবস্থিত। আল্পসের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অতি মনোরম।

আল্পসের পূর্বপ্রান্ত হইতে তিনটি শাখা বাহির হইয়াছে। একটি গিয়াছে উত্তরে, একটি গিয়াছে উত্তর-পূর্বে, আর অপর একটি গিয়াছে দক্ষিণ-পূর্বদিকে। আল্পসের দক্ষিণ-পূর্বদিকের শাখা **ডিনারিক আল্পস** নামে আদ্রিয়াতিক

সাগরের পূর্বতীর ধরিয়া গ্রীসে প্রবেশ করিয়াছে। তথায় ইহা দুইভাগে বিভক্ত হইয়া **রোডোপ** নামে কৃষ্ণসাগরের তীর পর্যন্ত এবং **পিণ্ডাস** নামে মোরিয়া উপদ্বীপ পর্যন্ত গিয়াছে।

আল্পসের উত্তরপূর্বের শাখা প্রথমে পূর্বদিকে কার্পেথিয়ান নামে, পরে দক্ষিণে বাঁকিয়া **ট্রান্সিলভেনিয়ান আল্পস** নামে এবং শেষে **বল্কান** নামে কৃষ্ণসাগরের তীর পর্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। ডানিয়ুব নদী ট্রান্সিলভেনিয়ান আল্পস ও বল্কান পর্বতের মধ্য দিয়া বহিয়া কৃষ্ণসাগরে পড়িয়াছে। ডানিয়ুবের এই পার্বত্যখাদকে **লৌহদ্বার** বলে।

আল্পসের উত্তরের শাখা **বোহেমিয়া ফরেস্ট ও সুডেটিস** নামে প্রথমে উত্তরে, পরে পূর্বদিকে গিয়া **বোহেমিয়া** মালভূমিকে বেষ্টন করিয়াছে।

আল্পসের পশ্চিম প্রান্ত হইতে যে দুইটি শাখা বাহির হইয়াছে তাহার একটি **পিরেনিজ** ও **ক্যাণ্টাব্রিয়ান** নামে স্পেনের উত্তর সীমা দিয়া আটলাণ্টিক মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। অপর শাখা দক্ষিণ-পূর্বে বাঁকিয়া **আপেনাইন** নামে ইটালির মধ্য দিয়া গিয়াছে। ইহা আরও প্রসারিত হইয়া সিসিলি ও আফ্রিকার উত্তর উপকূল ধরিয়া পশ্চিমমুখে **আটলাস** পর্বত নামে গিয়া পুনরায় স্পেনের দক্ষিণভাগে ইউরোপে প্রবেশ করিয়াছে। স্পেনে ইহা **সিয়েরা নেভেডা** নামে পরিচিত।

আল্পসের উত্তর-পশ্চিমে ফ্রান্সের মধ্যে **জুরা** ও **ভোজ** পর্বত এবং জার্মাণিতে **ব্লাক ফরেস্ট** পর্বত অবস্থিত। **কেভেনিস পর্বত** ফ্রান্সের দক্ষিণে অবস্থিত।

ইউরোপের উত্তর-পশ্চিমাংশে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ায় নরওয়ে ও সুইডেনের মধ্যে **কিওলেন** পর্বত এবং নরওয়ের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে **ডোভারফিল্ড** পর্বত অবস্থিত। **চেভিয়ট পর্বত** স্কটল্যাণ্ড ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে অবস্থিত। **গ্রাম্পিয়ানস্** পর্বতমালা স্কটল্যাণ্ডে অবস্থিত।

ইউরোপে কতকগুলি **আগ্নেয় পর্বত** আছে। ইহাদের মধ্যে ইটালির **বিসুভিয়াস,** সিসিলি দ্বীপের **এটনা,** লিপারি দ্বীপের **ষ্ট্রম্বোলি** এবং আইসল্যাণ্ড দ্বীপের **হেক্‌লা** আগ্নেয়গিরি প্রসিদ্ধ।

মালভূমি

এশিয়ার ন্যায় ইউরোপেও অনেকগুলি মালভূমি আছে। তবে এই সকল মালভূমি এশিয়ার মালভূমির ন্যায় তত বিস্তৃত ও উচ্চ নয়।

(১) উত্তর-পশ্চিমের পার্বত্য মালভূমি—ইউরোপের উত্তর-পশ্চিমে **স্ক্যান্ডিনেভিয়া** উপদ্বীপ অবস্থিত। এই উপদ্বীপের সমগ্র নরওয়ে দেশ, সুইডেনের কতকাংশ, পশ্চিমে স্কটল্যাণ্ডের উত্তরভাগ ও আয়ারল্যাণ্ডের উত্তর-পশ্চিম ভাগ এই মালভূমির অন্তর্গত। দূরবর্তী **আইসল্যাণ্ড** দ্বীপকেও এই মালভূমি অঞ্চলের অন্তর্গত বলিয়া ধরা হয়। এই সকল স্থান প্রাচীন কালে একই স্থলভাগের অন্তর্গত ছিল। মধ্যের স্থলভাগ বসিয়া যাওয়ায় স্থানগুলি পৃথক হইয়া পড়িয়াছে। পুরাতন পর্বত সকল রৌদ্র, বায়ু, বৃষ্টি প্রভৃতির ক্রিয়ায় ক্ষয় পাইয়া মালভূমিতে পরিণত হইয়াছে। স্থানে স্থানে মালভূমির উচ্চতা ৫ হাজার ফুটেরও অধিক।

দক্ষিণের পার্বত্য অঞ্চলে ব্লাক ফরেস্ট ও বোহেমিয়া ফরেস্টের মধ্যে **ব্যাভেরিয়া মালভূমি** এবং বোহেমিয়া ফরেস্ট ও সুডেটিশ পর্বতের মধ্যে **বোহেমিয়ার মালভূমি** অবস্থিত। স্পেনের উচ্চ মালভূমি **মেসেটা** নামে পরিচিত। ইহা ভিন্ন ফ্রান্সের দক্ষিণ-পূর্বভাগে ৩,০০০ ফুট উচ্চ বিস্তীর্ণ **মালভূমি** আছে।

সমভূমি

উত্তরের বহুবিস্তৃত ইউরোপীয় সমভূমি—উত্তর-পশ্চিমের পার্বত্য মালভূমির দক্ষিণে ও দক্ষিণ-পূর্বে এক বহুবিস্তৃত সমতল নিম্নভূমি অবস্থিত। এই বিশাল সমভূমি পূর্বে ইউরাল পর্বত হইতে পশ্চিমে আটলাণ্টিক মহাসাগর পর্যন্ত এবং পূর্ব ভাগে উত্তরে শ্বেতসাগর হইতে দক্ষিণে কৃষ্ণসাগর ও কাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। ফ্রান্সের উত্তরাংশ, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, জার্মাণীর উত্তরাংশ, পোল্যাণ্ড, বাল্টিক রাজ্য ও সমগ্র রুশিয়া এই অঞ্চলের অন্তর্গত। ইউরোপের এই সমভূমি উত্তর এশিয়ার বিশাল সমভূমিরই অংশমাত্র। মধ্যে ইউরাল পর্বত-মালা ইহাদিগকে পৃথক করিয়াছে। ইংল্যাণ্ড ও আয়র্ল্যাণ্ডের অধিকাংশ এই সমভূমির অন্তর্গত। এই সমভূমি সর্বত্র সমান নহে; ইহার স্থানে স্থানে কিছু কিছু উচ্চভূমি আছে। কেবল রাশিয়ার **ভলডাই** পাহাড় ১,০০০ ফুট উচ্চ।

দক্ষিণ ইউরোপের পার্বত্য অঞ্চলেও মাঝে মাঝে সমভূমি আছে। কার্পেথিয়ান ও ডিনারিক আল্পসের মধ্যে **হাঙ্গেরীয় সমভূমি** অবস্থিত। ট্র্যান্সিলভেনিয়ান আল্পস্ ও বল্কানের মধ্যে **ওয়ালা চিয়ান সমভূমি** অবস্থিত। আল্পস্ ও আপেনাইন পর্বতের মধ্যে ইটালির **লম্বার্ডি সমভূমি** অবস্থিত। ইহা ভিন্ন সমুদ্রের উপকূলভাগে নিম্ন-সমভূমি আছে। তবে সকল স্থানে ইহার বিস্তার সমান নহে।

২। (খ) নদ-নদী

ইউরোপে অনেক নদী আছে। নদীগুলি এশিয়া, আফ্রিকা বা আমেরিকা মহাদেশের তুলনায় ছোট হইলেও নৌ চালনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। সকল নদীর সহিতই সমুদ্রের যোগ রহিয়াছে এবং নদীপথে দেশের ভিতর যাওয়ার বিশেষ সুবিধা আছে। বড় বড় নদীগুলিকে খালের দ্বারা পরস্পরের সহিত সংযুক্ত করা হইয়াছে। ইহার ফলে এক নদী দিয়া অন্য নদীতে এমন কি উত্তর-সাগর হইতে ভূমধ্যসাগরে কিংবা কৃষ্ণসাগরে যাতায়াতের সুবিধা আছে। এই সকল নদীর তীরে বড় বড় সহর ও বন্দর অবস্থিত। ইউরোপের নদীগুলি ভূমির ঢাল অনুসারে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হইয়া বিভিন্ন উপসাগরে পড়িয়াছে।

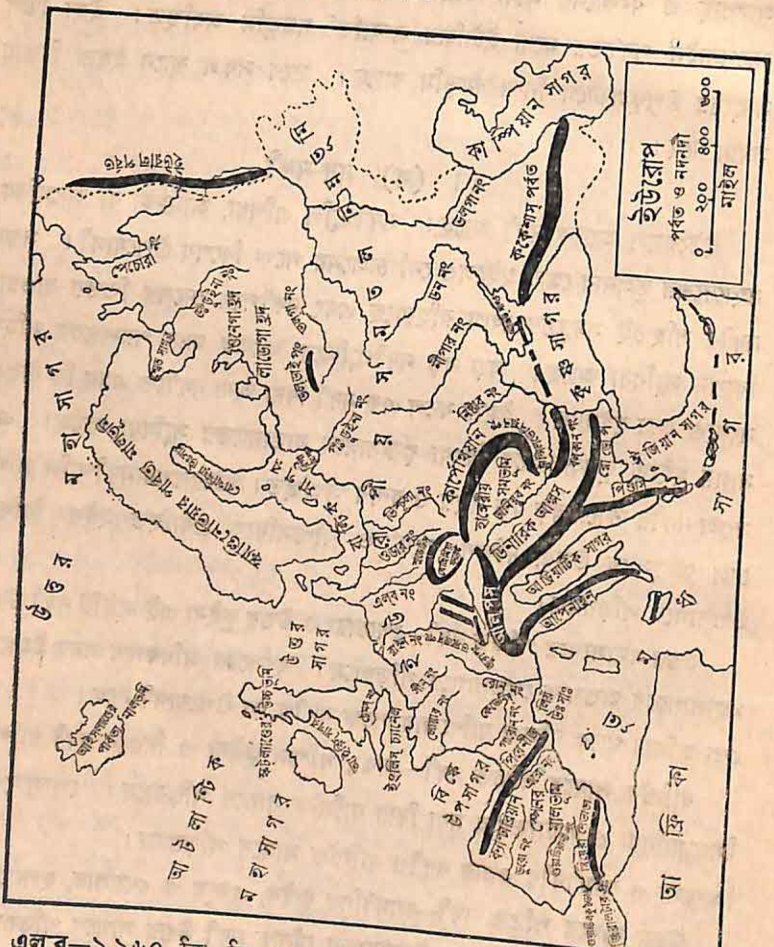
উত্তর মহাসাগরে পতিত নদী—পেচোরা ও উত্তর ডুইনা এই দুইটি নদী উত্তর মহাসাগরের অন্তর্গত শ্বেতসাগরে পড়িয়াছে। বৎসরের অধিকাংশ সময় ইহাদের জল জমিয়া থাকে বলিয়া বাণিজ্যের পক্ষে নদীগুলি উপযোগী নহে।

বাল্টিক সাগরে পতিত নদী—নেভা, পশ্চিম ডুইনা ও নিমেন নদী রাশিয়া, লিথুয়ানিয়া ও লাটভিয়ার মধ্য দিয়া বাল্টিক সাগরে পড়িয়াছে। পোল্যাণ্ডের **ভিশ্চুলা** ও জার্মাণীর **ওডার** নদীও বাল্টিক সাগরে পড়িয়াছে।

উত্তর সাগরে পতিত নদী—জার্মাণির **রাইন, এল্‌ব ও ওয়েসার,** হল্যাণ্ডের **মাস,** বেলজিয়ামের **শেল্ড** এবং ইংল্যাণ্ডের **টেমস্** নদী উত্তর সাগরে পড়িয়াছে।

রাইন নদী ১,২৮৮ কি. মি. (৮০০ মাইল)—ইহা সুইজারল্যাণ্ডের আল্পস পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া জার্মাণি ও হল্যাণ্ডের মধ্য দিয়া বহিয়া উত্তর

সাগরে পড়িয়াছে। ইহার অধিকাংশ জার্মাণির উপর দিয়া প্রবাহিত। এই নদীর তীরে যত সমৃদ্ধ নগর ও শিল্পকেন্দ্র আছে পৃথিবীর আর কোন নদীর তীরে তত নাই। এই নদীর মুখে ব-দ্বীপ আছে।



এল্‌ব—১,১৬৭ কি. মি. (৭২৫ মাইল)—ইহাও জার্মাণির একটি প্রধান নদী। এই নদীরও অধিকাংশ জার্মাণির উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া উত্তর মহাসাগরে পড়িয়াছে।

ফ্রান্সের **লয়ার** ও **গ্যারন** নদী **বিস্কে** উপসাগরে এবং **সিন** নদী ইংলিশ চ্যানেলে পড়িয়াছে।

আটলাণ্টিক মহাসাগরে পতিত নদী—ডুরো, টেগাস, গোয়াডিয়ানা ও **গোয়াডালকুইভার** এই চারিটি নদী স্পেন ও পর্তুগালের মধ্য দিয়া বহিয়া আটলাণ্টিক মহাসাগরে পড়িয়াছে।

ভূমধ্যসাগরে পতিত নদী—স্পেনের মধ্য দিয়া **এব্রো**, সুইজারল্যাণ্ড ও ইটালির মধ্য দিয়া **পো** ও ইটালির পশ্চিম দিক দিয়া প্রবাহিত হইয়া **টাইবার নদী** ভূমধ্যসাগরে পড়িয়াছে।

রোন নদী—আল্পস পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া সুইজারল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্য দিয়া বহিয়া ভূমধ্যসাগরে পড়িয়াছে। রাইন ও রোন খাল-পথে যুক্ত থাকায় ভূমধ্যসাগর হইতে উত্তর সাগরে যাওয়া যায়।

কৃষ্ণসাগরে পতিত নদী—রাশিয়ার ডন, নীপার ও নীষ্টার এবং ডানিয়ুব নদী কৃষ্ণসাগরে পড়িয়াছে।

ডানিয়ুব নদী ২,৭৩৭ কি. মি. (১৭০০ মাইল)—ইহা জার্মাণির ব্ল্যাক ফরেস্ট পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া জার্মাণি, অস্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী, যুগোশ্লাভিয়া, রুমানিয়া ও বুলগেরিয়া এই ৭টি রাজ্যের মধ্য দিয়া বহিয়া কৃষ্ণসাগরে পড়িয়াছে। ইহা দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের আন্তর্জাতিক জলপথ।

ভল্গা ৩,৫৪২ কি. মি. (২,২০০ মাইল)—ইহা রাশিয়ার ভলডাই পর্বতে উৎপন্ন হইয়া কাস্পিয়ান সাগরে পড়িয়াছে। ইউরোপের ইহাই দীর্ঘতম নদী।

অনুশীলনী

১। ইউরোপ এশিয়া মহাদেশের কোন্ দিকে অবস্থিত? ইউরোপকে ইউরেশিয়ার উপদ্বীপ মাত্র বলা হয় কেন?

২। ইউরোপের প্রধান প্রধান পর্বতমালার নাম কর।

৩। এশিয়ার পামীর গ্রন্থির ন্যায় ইউরোপে কোন পর্বতগ্রন্থি আছে কি? ঐ গ্রন্থি হইতে যে সকল পর্বতশাখা বাহির হইয়াছে সেগুলির বর্ণনা কর।

৪। ইউরোপের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গের নাম কর।

৫। ইউরোপের কয়েকটি প্রধান প্রধান নদীর নাম কর। ইউরোপের নদীগুলির বৈশিষ্ট্য কি?

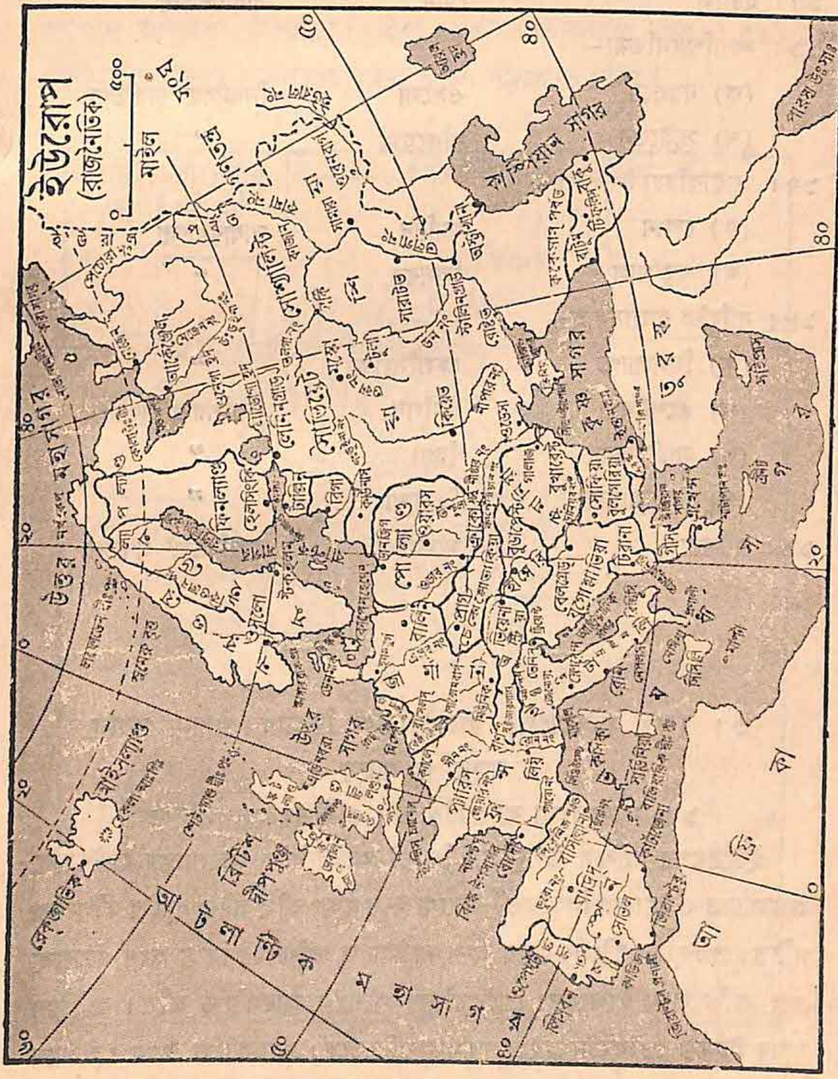
৬। ভূমধ্যসাগর হইতে কিরূপে উত্তরসাগরে যাওয়া যায়?

৭। ডানিয়ুব নদীকে আন্তর্জাতিক নদী বলা হয় কেন?

৩। (ক) ইউরোপের রাজনৈতিক বিভাগ

দেশ	রাজধানী	শাসনপ্রণালী
১। বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ—		
(ক) যুক্তরাজ্য	লন্ডন	নিয়মবদ্ধ রাজতন্ত্র
(খ) আয়ার	ডাবলিন	সাধারণতন্ত্র
২। ফ্রান্স	প্যারী	”
৩। বেলজিয়াম	ব্রাসেলস্	নিয়মবদ্ধ রাজতন্ত্র
৪। লাক্সেমবার্গ	লাক্সেমবার্গ	”
৫। হল্যান্ড	আমস্টারডাম	”
৬। ডেনমার্ক	কোপেনহেগেন	”
৭। জার্মাণি—		
(ক) পশ্চিম জার্মাণি	বন	সাধারণতন্ত্র
(খ) পূর্ব জার্মাণি	পূর্ব বার্লিন	”
৮। পোল্যান্ড	ওয়ার্স	”
৯। সুইজারল্যান্ড	বার্ণ	”
১০। অস্ট্রিয়া	ভিয়েনা	”
১১। চেকোশ্লোভাকিয়া	প্রাগ	”
১২। হাঙ্গেরি	বুডাপেষ্ট	”
১৩। রুমানিয়া	বুখারেষ্ট্	”
১৪। বল্কান উপদ্বীপ—		
(ক) যুগোশ্লাভিয়া	বেলগ্রেড্	”
(খ) আলবেনিয়া	টিরানা	”
(গ) গ্রীস	এথেন্স	রাজতন্ত্র
(ঘ) বুলগেরিয়া	শোফিয়া	সাধারণতন্ত্র
(ঙ) তুরস্ক*	—	”

* ইউরোপীয় তুরস্কের রাজধানী আঙ্কারা এশিয়া ভূ-খণ্ডে অবস্থিত।


ইউরোপ
(রাজনৈতিক)

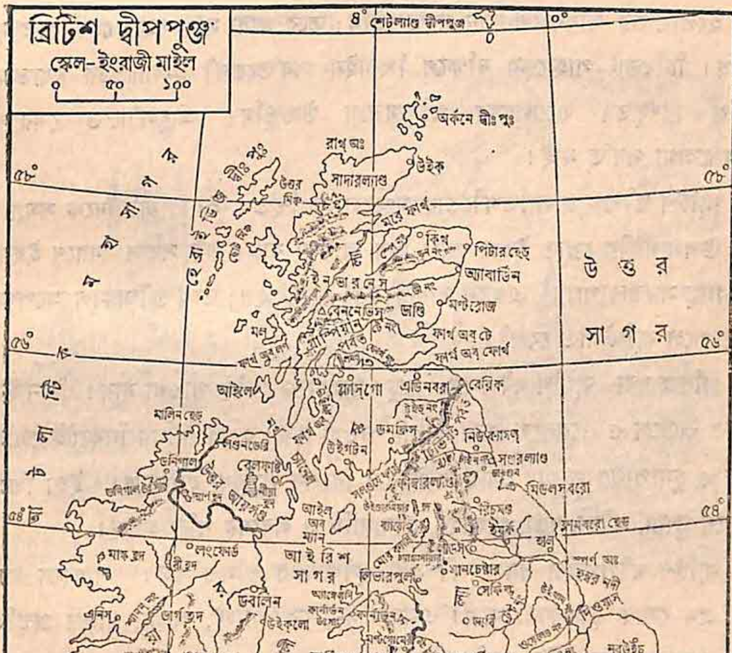
দেশ	রাজধানী	শাসনপ্রণালী
১৫। ইটালি	রোম	সাধারণতন্ত্র
১৬। স্ক্যান্ডিনেভিয়া—		
(ক) নরওয়ে	ওসলো	নিয়মবদ্ধ রাজতন্ত্র
(খ) সুইডেন	স্টকহোম	”
১৭। আইবিরিয়া উপদ্বীপ—		
(ক) স্পেন	ম্যাদ্রিদ	সাধারণতন্ত্র
(খ) পর্তুগাল	লিসবন	”
১৮। বাল্টিক রাজ্যসমূহ—		
(ক) ফিনল্যান্ড	হেলসিংকি	”
(খ) এস্টোনিয়া	ট্যালিন	(রাশিয়ার অধীন)
(গ) ল্যাট্‌ভিয়া	রিগা	”
(ঘ) লিথুয়ানিয়া	ভিল্‌না	”
১৯। রাশিয়া	মস্কো	সোভিয়েট গণতন্ত্র

৩। (খ) ইউরোপের রাজনৈতিক বিবরণ, প্রধান প্রধান নগর ও সহর

১। যুক্তরাজ্য বা গ্রেটবৃটেন ও উত্তর আয়র্ল্যান্ড

ইউরোপের পশ্চিম উপকূলের নিকটে আটলাণ্টিক মহাসাগরে **গ্রেটবৃটেন,** আয়র্ল্যান্ড ও ইহাদের নিকটবর্তী অসংখ্য ক্ষুদ্র বৃহৎ দ্বীপ লইয়া বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ গঠিত। গ্রেটবৃটেন দ্বীপের উত্তর অংশ **স্কটল্যান্ড,** পশ্চিমের কিছু অংশ **ওয়েলস,** এবং বাকি অংশ **ইংল্যান্ড।** গ্রেটবৃটেনের পশ্চিমে **আয়র্ল্যান্ড দ্বীপ।** আইরিশ সাগর ইহাকে গ্রেটবৃটেন হইতে পৃথক করিতেছে। আয়র্ল্যান্ড এখন দুইভাগে বিভক্ত। উত্তর আয়র্ল্যান্ড (বা আলষ্টার) বৃটিশের অধীন, দক্ষিণ আয়র্ল্যান্ড

একটি স্বাধীন রাষ্ট্র; পূর্বে ইহার নাম ছিল আইরিশ ফ্রি-স্টেট, বর্তমানে নাম হইয়াছে আইরিশ রিপাব্লিক। ইহা স্বাধীন সাধারণতন্ত্র রাজ্য। বর্তমানে গ্রেটবৃটেন ও উত্তর আয়র্ল্যাণ্ড লইয়া বৃটিশ যুক্তরাজ্য গঠিত।



গ্রেটবৃটেনের মধ্যে স্কটল্যাণ্ড পর্বতময় দেশ। ইহার উত্তরের পার্বত্যভূমি অনুর্বর ও চাষবাসের অনুপযুক্ত, তাই এখানে লোকবসতিও খুব কম। বৃটিশ

দ্বীপপুঞ্জের সর্বোচ্চ পর্বত **গ্রাম্পিয়ানস্** এই স্থানে অবস্থিত। এই পার্বত্যভূমির দক্ষিণে ১৬১ কি. মি. (১০০ মাইল) দীর্ঘ এবং ৮/৯ কি. মি. (৫/৬ মাইল) প্রশস্ত একটি উপত্যকা আছে। এই উর্বর নিম্নভূমিতে স্কটল্যাণ্ডের অধিকাংশ লোক বাস করে। ইহার দক্ষিণে ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডের মধ্যে **চির্ভিয়ট** পাহাড়।

ইংল্যান্ডের অধিকাংশ স্থান সমতলভূমি; তবে মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট পাহাড় আছে। চির্ভিয়ট পাহাড়ের দক্ষিণে পিনাইন পর্বতশ্রেণী ইংল্যান্ডের মধ্যভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত। ওয়েলসের পশ্চিমভাগ উচ্চভূমি। আয়র্ল্যান্ডে সেরূপ উল্লেখযোগ্য পর্বত নাই।

বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত। ইহার চারিদিকে সমুদ্র। উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোত ইহার পাশ দিয়া বহিয়া যায়। এই সকল কারণে ইহার জলবায়ু সমভাবাপন্ন। এখানে সারাবৎসরই বৃষ্টি হয়; তবে গ্রীষ্মকাল অপেক্ষা শীতকালে বৃষ্টিপাত বেশী।

খনিজ দ্রব্য—বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে প্রচুর **কয়লা ও লৌহ** পাওয়া যায়। পিনাইন পর্বত অঞ্চলে ও ওয়েলসে প্রচুর কয়লা পাওয়া যায়। কয়লা খনির নিকটেই লৌহ খনি ও চুনাপাথর থাকায় লৌহ গলাইবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। ইহা ভিন্ন এখানে **তামা, সীসা, দস্তা, গ্রাফাইট, চীনামাটি ও লবণের** খনি আছে।

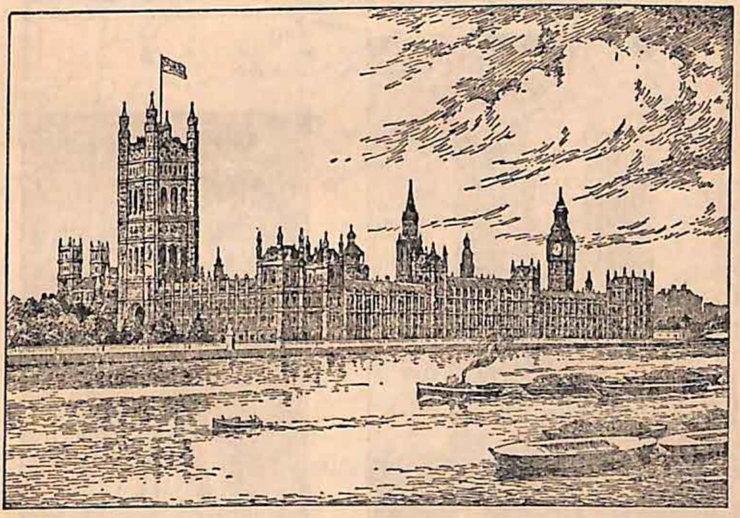
বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে বন বেশী নাই, কৃষিযোগ্য ভূমিও কম। শতকরা মাত্র ১১ জন লোক কৃষিকার্য করে। এখানে গম, যব, বার্লি, আলু, গাজর প্রভৃতি শস্য এবং আপেল, পীচ প্রভৃতি ফল উৎপন্ন হয়।

শিল্পে গ্রেটবৃটেন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশ। এখানকার প্রধান প্রধান শিল্পের মধ্যে কার্পাস শিল্প, রেশম শিল্প, লৌহ ও ইস্পাত শিল্প উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া এখানে চীনামাটির বাসন নির্মাণ শিল্প, পাট শিল্প, কাঁচ ও রাসায়নিক দ্রব্য নির্মাণ শিল্প প্রভৃতি নানাবিধ শিল্প বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছে।

বাণিজ্যেও গ্রেটবৃটেন খুব উন্নত। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের সহিত ইহাদের বাণিজ্য সম্বন্ধ আছে। বহুসংখ্যক বড় বড় বাণিজ্য জাহাজ মাল আমদানি-রপ্তানির কাজে নিযুক্ত আছে। পাট, তুলা, চা, পশম, রবার, টিন, লোহা, তামা

প্রভৃতি গ্রেটব্রিটেনের আমদানি দ্রব্য; কার্পাস ও রেশম-বস্ত্র, মোটরগাড়ী, রেলগাড়ী, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি এখানকার রপ্তানি দ্রব্য।

নগরাদি—লণ্ডন—টেমস নদীতীরে অবস্থিত গ্রেটব্রিটেনের রাজধানী। লোকসংখ্যার দিক দিয়া বর্তমানে ইহা পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম নগর ও শ্রেষ্ঠ বন্দর। বৃহত্তর লণ্ডনের লোকসংখ্যা ৮২ লক্ষ ২২ হাজার।



ইংল্যাণ্ডের পার্লামেণ্ট ভবন

ক্রয়ডন—লণ্ডনের নিকটে অবস্থিত প্রসিদ্ধ বিমান ঘাঁটি। লণ্ডনের নিকটেই বিশ্ববিখ্যাত মানমন্দির **গ্রীনীচ** অবস্থিত।

অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ—বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রসিদ্ধ।

পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত **লিভারপুল** (৮ লক্ষ) ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় বন্দর।

হাল—পূর্ব উপকূলে অবস্থিত ইংল্যাণ্ডের তৃতীয় বন্দর।

নিউ ক্যাসল, স্টকটন ও সাণ্ডরল্যাণ্ড—অন্যান্য বন্দর এবং জাহাজ নির্মাণের স্থান।

চ্যাথম, পোর্টস্‌মথ, প্লিমথ—প্রসিদ্ধ নৌ-ঘাঁটি।

শেফিল্ড—ছুরি-কাঁচির জন্য এবং **লীডস** পশম শিল্পের জন্য বিখ্যাত।

বার্মিংহাম—লৌহ ও ইস্পাতের কারখানার জন্য প্রসিদ্ধ।

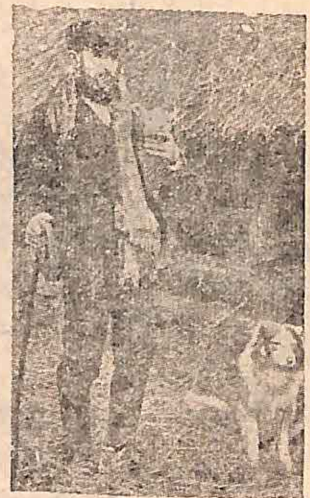
এডিনবরা—স্কটল্যাণ্ডের রাজধানী। এখানে বিশ্ববিদ্যালয় আছে।

গ্লাসগো (প্রায় ১০½ লক্ষ)—স্কটল্যাণ্ডের প্রধান সহর। এখানে জাহাজ নির্মাণের বিখ্যাত কারখানা আছে।

বেলফাস্ট—উত্তর আয়র্ল্যাণ্ডের রাজধানী।



ওয়েষ্ট মিনিষ্টার এবে



স্কটল্যাণ্ডের একজন মেষপালক

আইরিশ সাধারণতন্ত্র—ডাবলিন—আইরিশ সাধারণতন্ত্রের রাজধানী ও প্রধান নগর। এখানে বিশ্ববিদ্যালয় আছে।

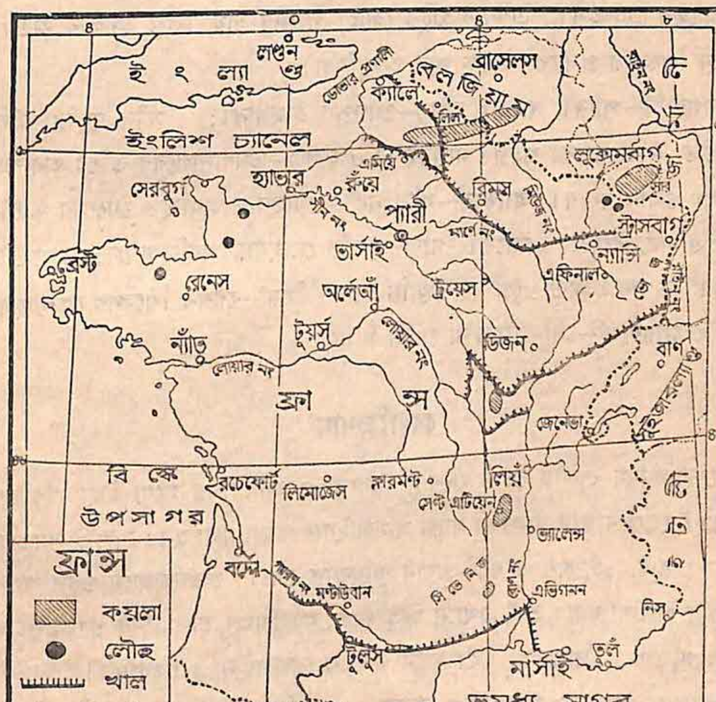
কর্ক—আইরিশ সাধারণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ বন্দর। এখানে জাহাজ নির্মাণের কারখানা আছে।

ফ্রান্স

ইউরোপের মধ্যে রাশিয়া আয়তনে সর্বাপেক্ষা বড় দেশ। তাহার পরেই ফ্রান্স। ফ্রন্স ইউরোপের একটি সুন্দর ও সমৃদ্ধ দেশ। ইহার আয়তন

৫,৫১,৬০৩ বর্গ-কিলোমিটার (২,১২,০০০ বর্গ-মাইল), লোকসংখ্যা চার কোটি ২৮ লক্ষ।

ফ্রান্সের উত্তর ও পশ্চিমে প্রায় অর্ধেক সমতলভূমি। দক্ষিণ-পূর্ব ভাগ পার্বত্য উচ্চভূমি। আল্পসের প্রধান শৃঙ্গ **মণ্ট ব্লাঙ্ক** ফ্রান্সে অবস্থিত। ইহার উত্তরে **জুরা** ও **ভোজ** পর্বত এবং দক্ষিণ-পূর্বে **কেভেনিস** পর্বত অবস্থিত।



ফ্রান্সের দক্ষিণাংশে ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু। এখানে শীতকালে বৃষ্টি হয়। উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমের জলবায়ু মৃদুভাবাপন্ন। আটলাণ্টিক হইতে আগত পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে ইহার পশ্চিম উপকূলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। পূর্বাংশে বৃষ্টিপাত কম।

ফ্রান্স কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে গমই প্রধান। গম উৎপাদনে রাশিয়ার পরেই ফ্রান্সের স্থান। অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে বার্লি, যব, রাই ও ভুট্টা প্রধান। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে আঙ্গুর জন্মে। এই আঙ্গুর হইতে ফ্রান্সে যে মদ প্রস্তুত হয়, তাহা পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ফ্রান্সের ন্যায় এত বেশী মদ পৃথিবীর আর কোন দেশে উৎপন্ন হয় না। রেশম উৎপাদনের জন্য এখানে তুঁতগাছের চাষ হয়। এদেশে প্রচুর লোহা পাওয়া যায়, কিন্তু কয়লার অভাবে এখানে শিল্পের প্রসারের পক্ষে খুব অসুবিধা।

নগরাদি—প্যারী (২৮½ লক্ষ)—ফ্রান্সের রাজধানী; সীন নদীর তীরে অবস্থিত, অতি সুন্দর শহর। **মার্সাই** (১০ লক্ষ)—ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত ফ্রান্সের প্রধান বন্দর। **হ্যাভার**—সীন নদীর মোহনায় অবস্থিত ফ্রান্সের তৃতীয় সহর ও সমুদ্রবন্দর। **বোর্দো**—গ্যারণ নদীর মোহনায় অবস্থিত ফ্রান্সের তৃতীয় বন্দর। এখান হইতে প্রচুর মদ রপ্তানি হয়। **লিয়ঁ**—রেশম শিল্পের কেন্দ্রস্থল। **ব্রেষ্ট ও সেরবুর্গ**—নৌ-বাহিনীর প্রধান ঘাঁটি।

বেলজিয়াম

বেলজিয়াম একটি ছোট দেশ। ফ্রান্স ও জার্মাণির মধ্যে ইহা অবস্থিত বলিয়া ইহাকে বাফার রাজ্য বা ধাক্কা সামলাইবার রাজ্য বলা হয়। দেশটি সমতল। গম, যব, রাই, ওট, শন ও বীট প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য। বেলজিয়ামে প্রচুর কয়লা ও লৌহ পাওয়া যায়। তাই এখানে ধাতুশিল্প, কাচশিল্প, রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতের শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহা ছাড়া এখানে রেললাইন ও রেলগাড়ী তৈয়ারীর সাজসরঞ্জাম প্রস্তুতের কারখানাও আছে। বেলজিয়ামের অধিবাসীরা প্রধানতঃ শিল্পজীবী; এদেশে লোকবসতি খুব ঘন।

ব্রাসেল্স্—বেলজিয়ামের রাজধানী। এখানে কার্পাস ও পশমীবস্ত্রের কারখানা আছে।

এণ্টওয়ার্প—বেলজিয়ামের প্রধান বন্দর। **শার্লরোয়া**—এখানে পৃথিবীর বৃহত্তম কাচের কারখানা আছে।

লাক্সেমবার্গ

লাক্সেমবার্গ—বেলজিয়ামের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। লাক্সেমবার্গ ইউরোপের সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র রাষ্ট্র। ইহা গ্রান্ড ডিউকের শাসনাধীন। **লাক্সেমবার্গ**—রাজধানী ও প্রধান সহর।

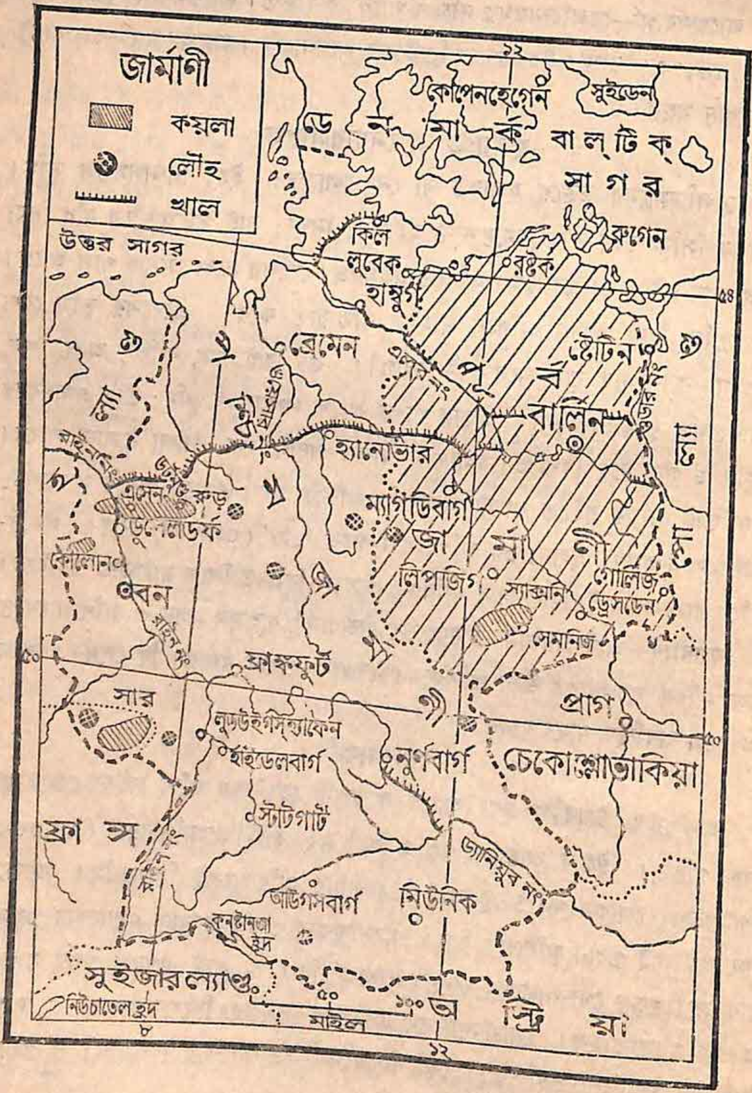
হল্যান্ড বা নেদারল্যান্ড

বেলজিয়ামের উত্তরে হল্যান্ড বা নেদারল্যান্ড। ইহা নিম্নসমতল ভূমি। দেশের সিকি ভাগ ভূমি সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতেও নিম্ন; তাই সমুদ্রতীরে বাঁধ দিয়া জলপ্লাবন হইতে দেশকে রক্ষা করিতে হইয়াছে। দেশের মধ্যে অনেক খাল আছে। খালগুলি দিয়া সর্বদা বাণিজ্য জাহাজ যাতায়াত করে। এদেশের ভূমি বেশ উর্বরা। বৃষ্টিপাত কৃষিকার্যের উপযোগী। ওট, রাই, গম, বার্লি, আলু, শন, বীট প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য। ইহার শুষ্ক অংশে পশুচারণ ভূমি; তাই এখানকার মাখন ও গাঢ় দুধ বিখ্যাত। হল্যান্ডে খনিজ পদার্থ কম, কয়লা সামান্য পাওয়া যায়, তাই বাহির হইতে কয়লা আমদানি করিতে হয়। এখানে বায়ুর সাহায্যেও কল চালান হয়। হল্যান্ডের অধিবাসীদিগকে 'ডাচ' (ওলন্দাজ) বলে। সমুদ্র-তীরে বাস করায় ইহারা সুদক্ষ নাবিক। এদেশে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রচলিত।

নগরাদি—আমস্টারডাম—হল্যান্ডের রাজধানী, বৃহত্তম নগর ও বাণিজ্য কেন্দ্র এবং হীরক ব্যবসায়ের জন্য প্রসিদ্ধ। **রটারডাম**—প্রধান বন্দর। **দি হেগ**—পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত বৃহৎ বন্দর।

ডেনমার্ক

জাটল্যান্ড উপদ্বীপ এবং আরও কয়েকটি ছোট-বড় দ্বীপ লইয়া ডেনমার্ক দেশ গঠিত। ইহার আয়তন ৪৩ হাজার ৪২ বর্গ-কিলোমিটার (১৭,০০০ বর্গমাইল), লোকসংখ্যা ৪৪ই লক্ষ। দেশটির অধিকাংশই নিম্নভূমি। আলু, গম, যব, রাই প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য। মৎসশিকার ও পশুপালন এখানকার প্রধান ব্যবসায়। প্রচুর গো-পালনের জন্য ডেনমার্ক বিখ্যাত, তাই এখানে প্রচুর মাখন ও পনীর প্রস্তুত হয়। নৌ-বিদ্যাতেও এদেশের লোকেরা বিশেষ দক্ষ। এ দেশে নিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্র প্রচলিত। **কোপেনহেগেন**—ডেনমার্কের রাজধানী ও প্রধান বন্দর



জার্মাণী
কয়লা
লৌহ
খাল
উত্তর সাগর
ডে ন মা র্ক
কোপেনহেগেন
সুইডেন
বাল্টিক সাগর
রুগেন
কিল
লুবেক
রষ্টক
হাম্বুর্গ
ব্রেমেন
ষ্টেটিন
পূ র্ব
বার্লিন
হ্যানোভার
ম্যাগডিবার্গ
জা র্মা ণী
লিপজিগ
স্যাক্সনি
গোর্লিজ
ড্রেসডেন
সেমানিজ
এসেন
রুড়
ডুসেলডর্ফ
কোলোন
বন
ফ্রাঙ্কফুর্ট
সার
লুডউইগস্হাফেন
হাইডেলবার্গ
নুর্ণবার্গ
চেকোশ্লোভাকিয়া
প্রাগ
ষ্টাটগার্ট
ফ্রা ন্স
ড্যানিয়ুব
আউগস্‌বার্গ
মিউনিক
কন্‌ষ্টান্‌জ হ্রদ
সুইজারল্যাণ্ড
নিউচাটেল হ্রদ
অ স্ট্রি য়া
মাইল
৫০
১০০
১২
৫৪
৫০
৮

জার্মাণি

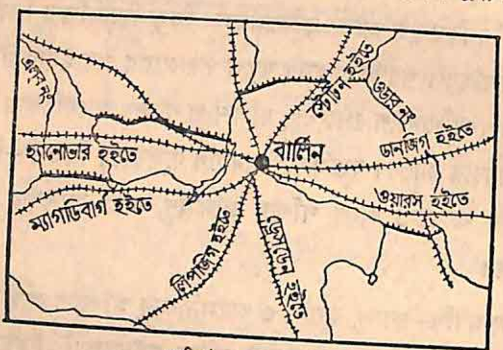
প্রথম মহাযুদ্ধে (১৯১৪-১৯) পরাজয়ের পর জার্মাণির বিশাল সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া যায়। ইহার পর হিটলারের নেতৃত্বে জার্মাণি শক্তি সঞ্চয় করিয়া ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু মিত্রশক্তির নিকট এই যুদ্ধেও জার্মাণি সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়। যুদ্ধে পরাজয়ের পর ইহার উত্তর-পশ্চিমাংশ বৃটেনের, দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ ফ্রান্সের, দক্ষিণ-পূর্বাংশ আমেরিকার এবং পূর্বাংশ রাশিয়ার অধিকারে আসে। বর্তমানে জার্মাণি দুইভাগে বিভক্ত—ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকার অধিকৃত অংশ **পশ্চিম জার্মাণি,** আর রাশিয়ার অধিকৃত অংশ **পূর্ব জার্মাণি।**

পশ্চিম জার্মাণি—ফ্রান্স, বৃটেন ও আমেরিকার অধিকৃত জার্মাণির পশ্চিমাংশ লইয়া বর্তমানে পশ্চিম জার্মাণি রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে। ইহাকে German Federal Republic বলে। ইহা একটি স্বাধীন গণতন্ত্র রাষ্ট্র। ইহার আয়তন ২,৪৮,৪৫৯ বর্গ-কিলোমিটার এবং লোকসংখ্যা প্রায় ২½ কোটি। ইহার উত্তরাংশ সমভূমি; উত্তর সাগরে তীরবর্তী অঞ্চল নিম্ন ও জলাভূমিময়। ইহাদের দক্ষিণাংশ পার্বত্য উচ্চভূমি। **ব্ল্যাক ফরেস্ট, হার্জ** প্রভৃতি পর্বতশ্রেণী এই অঞ্চলে অবস্থিত। গম, যব, রাই, ওট, বীট প্রভৃতি এদেশের প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য। খনিজ দ্রব্যের মধ্যে কয়লা, লৌহ, দস্তা ও সীসা প্রধান। প্রসিদ্ধ **রুঢ়** কয়লা-খনি পশ্চিম জার্মাণিতে অবস্থিত।

নগরাদি—বন—পশ্চিম জার্মাণির রাজধানী। **কোলন**—রাইন নদীতীরে অবস্থিত বন্দর। অ-ডি কোলন নামক গন্ধদ্রব্য ও মটরগাড়ী এখানে প্রস্তুত হয়। **মিউনিক**—এখানে উৎকৃষ্ট মদ ও আসবাবপত্র প্রস্তুত হয়। **নুর্ণবার্গ**—ঘড়ি ও খেলনার জন্য প্রসিদ্ধ। **হামবুর্গ**—এল্‌ব নদীর মোহনার নিকট অবস্থিত পশ্চিম জার্মাণির প্রধান বন্দর।

পূর্ব জার্মাণি—রাশিয়ার অধিকৃত জার্মাণির পূর্বাংশ লইয়া পূর্ব জার্মাণি গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এখানে সোভিয়েট শাসন পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে। ইহার আয়তন ১,০৭,৮৩৪ বর্গ-কিলোমিটার এবং লোকসংখ্যা ৯৫ লক্ষের উপর।

পূর্ব-জার্মাণির উত্তরাংশে সমভূমি এবং দক্ষিণাংশ উচ্চ পার্বত্যভূমি। পশ্চিম জার্মাণি অপেক্ষা এখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম। গম, রাই, ওট প্রভৃতি পূর্ব জার্মাণির প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। কয়লা ও লৌহ প্রধান খনিজ দ্রব্য।



বার্লিনের অবস্থান

নগরাদি—পূর্ব বার্লিন—পূর্ব জার্মাণির রাজধানী। **লিপজিগ**—মুদ্রণ-শিল্প, চামড়ার জিনিষ ও বস্ত্র নির্মাণের কেন্দ্র। **ম্যাগডিবার্গ**—বীট চিনি উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ। **ড্রেসডেন**—কাচ ও চীনামাটির কারখানার জন্য বিখ্যাত। বার্লিন সহরের পূর্বাংশ রাশিয়ার এবং পশ্চিমাংশ মিত্রশক্তির প্রভাবাধীনে রহিয়াছে।

পোল্যাণ্ড

প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে পোল্যাণ্ডের অধিকাংশ রাশিয়ার এবং বাকী অংশ জার্মাণি ও অস্ট্রিয়ার অধিকারে ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইহা একটি স্বাধীন গণতন্ত্র রাজ্যে পরিণত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পোল্যাণ্ডের বিশেষ ক্ষতি হয় এবং ইহার সীমারেখার অনেক অদল-বদল হয়। এই দেশের আয়তন ৩,১২,৫২০ বর্গ-কিলোমিটার (১,২০,৭৩৩ বর্গমাইল), লোকসংখ্যা প্রায় ৩ কোটির উপর।

উত্তর পোল্যাণ্ড কৃষিপ্রধান। রাই, যব, আলু, বীট ও অতসী (শন) প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য। মালভূমি অঞ্চলে গম জন্মে। দক্ষিণ-পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চলে কয়লা, লৌহ, সীসা, দস্তা ও লবণের খনি আছে। পূর্বদিকে পেট্রোলিয়াম পাওয়া যায়।

নগরাদি—ওয়ার্‌স (২২ই লক্ষ)—পোল্যান্ডের রাজধানী, ভিশ্চুলা নদীর উপর অবস্থিত। **লোজ**—মধ্য পোল্যান্ডের শিল্পপ্রধান সহর।

ক্রাকো—অপর শিল্পপ্রধান সহর।

ডানজিগ—বাল্টিক তীরে অবস্থিত বন্দর। ইহা পূর্বে জাতিসঙ্ঘের অধিকারে ছিল, বর্তমানে পোল্যান্ডের অধিকারে আছে।

সুইজারল্যান্ড

আল্পসের পার্বত্য অঞ্চলে সুইজারল্যান্ড একটি ক্ষুদ্র দেশ। ইহার উত্তরে জার্মাণি, পশ্চিমে ফ্রান্স, দক্ষিণে ইটালি এবং পূর্বে অস্ট্রিয়া। ইহার দক্ষিণে আল্পস পর্বতশ্রেণী, উত্তর-পশ্চিমে জুরা এবং মধ্যভাগে মালভূমি। প্রধান প্রধান নগরগুলি এই মালভূমিতেই অবস্থিত। ইহার আয়তন ৪১ হাজার ২৮৮ বর্গ-কিলোমিটার (১৫,৯৪১ বর্গমাইল), লোকসংখ্যা ৫৪ই লক্ষ।

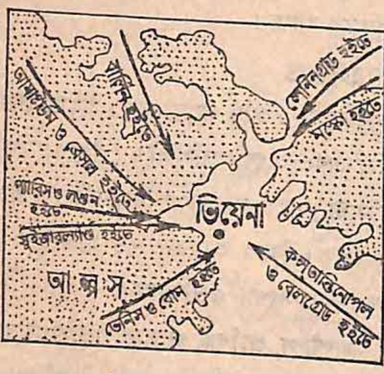
দক্ষিণের পার্বত্য অঞ্চলে **জেনেভা, কনস্ট্রান্স, জুরিক, লুসান** প্রভৃতি সুদৃশ্য হ্রদ অবস্থিত। সুইজারল্যান্ডের প্রাকৃতিক শোভা অতি মনোরম। শীতকালে আল্পস্‌ও তাহার শৃঙ্গগুলি বরফাবৃত হইয়া অপূর্ব শোভা ধারণ করে। এখানে হ্রদতীরে অনেক স্বাস্থ্যনিবাস আছে। তাই স্বাস্থ্যলাভ ও মনোরম প্রাকৃতিক শোভা দেখিবার জন্য এবং পাহাড়ে উঠিতে ও বরফের উপর খেলাধূলা করিতে নানা স্থান হইতে বহু লোক এখানে বেড়াইতে আসে। এইজন্য সুইজারল্যান্ডকে "ইউরোপের ক্রীড়াক্ষেত্র" বলা হয়।

এদেশের মালভূমিতে অল্প কৃষিকার্য হয়। গম, রাই, ওট, আলু ও বীট প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য। পশুপালনও এদেশের বহু লোকের জীবিকা। এখানকার মাখন, চকলেট, পনীর ও টিনের দুধ বিখ্যাত। এদেশে খনিজ দ্রব্য নাই, তথাপি দেশটি শিল্পে খুব উন্নত। সুইজারল্যান্ডের ঘড়ি বিখ্যাত। ইহা ভিন্ন তুলার দ্রব্য, রেশমী ও পশমী দ্রব্যও প্রস্তুত হয়।

নগরাদি—বার্ণ—সুইজারল্যান্ডের রাজধানী ও রেশমী বস্ত্রের জন্য বিখ্যাত। **জেনেভা**—জেনেভা হ্রদের তীরে অবস্থিত সুন্দর সহর। এখানে পূর্বে জাতিসঙ্ঘের বৈঠক বসিত। **জুরিক**—উৎকৃষ্ট রেশমী বস্ত্রের জন্য বিখ্যাত।

অস্ট্রিয়া

সুইজারল্যাণ্ডের পূর্বে অস্ট্রিয়া একটি ক্ষুদ্র দেশ। ইহার আয়তন ৮৩,৮৪৯ বর্গ-কিলোমিটার (৩২,৩৬৬ বর্গমাইল), লোকসংখ্যা প্রায় ৭১ লক্ষ। দেশটি পর্বতময়, চাষের উপযোগী ভূমি কম। ডানিয়ুব প্রধান নদী। ডানিয়ুব উপত্যকার সমভূমিতে কিছু কৃষিকার্য হয়। গম, যব, রাই, আলু প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য। কয়লা কম বলিয়া বিদ্যুতের সাহায্যে এখানে কলকারখানা চালান হয়। এখানকার প্রাকৃতিক শোভা মনোরম, তাই বহু লোক এখানে বেড়াইতে আসে এবং এখানকার হোটেলের ব্যবসা ভাল চলে।



ভিয়েনার অবস্থান

নগরাদি—ভিয়েনা—(১৬½ লক্ষ)—অস্ট্রিয়ার রাজধানী ও প্রধান নগর। ইউরোপের সকল দেশের সহিত ইহার রেলপথ সংযুক্ত। **ইন্‌স্‌ব্রুক**—পার্বত্য অঞ্চলের প্রধান সহর। **গ্রাজ**—অস্ট্রিয়ার দ্বিতীয় প্রধান নগর।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে অস্ট্রিয়া জার্মাণির অধিকারে ছিল। যুদ্ধশেষে পুনরায় স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে।

চেকোশ্লোভাকিয়া

পোল্যাণ্ডের দক্ষিণে চেকোশ্লোভাকিয়া। প্রথম মহাযুদ্ধের পর চেক ও শ্লোভাকজাতির মিলনে এই দেশটি গঠিত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ইহা জার্মাণির অধিকারে গিয়াছিল। যুদ্ধ শেষে ইহা পুনরায় স্বাধীনতা পাইয়াছে। ইহার আয়তন ৭৮,৮৫৫ বর্গ-কিলোমিটার, লোকসংখ্যা ৯৬½ লক্ষ।

দেশটি কৃষিজ ও খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। রাই, যব, গম, ভুট্টা, আলু, বীট এখানকার প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য। কয়লা, লৌহ, দস্তা ও তাম্র প্রধান খনিজ সম্পদ।

কার্পেথিয়ান পর্বতের অরণ্যে মূল্যবান কাঠ পাওয়া যায়। এখানে শিল্পেরও বিশেষ প্রসার আছে।

নগরাদি—প্রাগ (৯২ লক্ষ)—এই রাজ্যের রাজধানী ও বিবিধ শিল্পের কেন্দ্র। **ব্রাতিশ্লাভা**—প্রসিদ্ধ নদী বন্দর। **লিন**—এখানে বাটা কোম্পানির বৃহৎ চামড়ার কারখানা আছে। **পিলসেন ও ব্রুণা**—লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ।

হাঙ্গেরি

চেকোশ্লোভাকিয়ার দক্ষিণে হাঙ্গেরি রাজ্য। ইহার আয়তন ৯৩,০৬০ বর্গ-কিলোমিটার (৩৫,৯১২ বর্গমাইল), লোকসংখ্যা প্রায় এক কোটী। দেশটি পর্বত বেষ্টিত সমভূমি। ডানিয়ুব নদী ইহার উপর দিয়া প্রবাহিত। হাঙ্গেরি কৃষিপ্রধান দেশ। দেশের তিনভাগের দুইভাগ জমিতে কৃষিকার্য হয়; অবশিষ্ট অংশ বনভূমি অথবা তৃণভূমি। রাই, গম, যব, ভুট্টা, আলু, বীট, বাদাম, আঙ্গুর প্রভৃতি এদেশে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এদেশে এত গম উৎপন্ন হয় যে দেশের চাহিদা মিটাইয়া প্রচুর গম বিদেশে চালান যায়। কয়লা একমাত্র খনিজ দ্রব্য। এদেশের অধিবাসীদিগকে **মাজিয়র** বলে; মোঙ্গোল জাতির সংমিশ্রণে ইহাদের উৎপত্তি।

বুডাপেষ্ট—রাজ্যের রাজধানী; ডানিয়ুবের উভয়তীরে অবস্থিত এবং সেতু দ্বারা সংযুক্ত দুইটি সহর (বুডা ও পেষ্ট) লইয়া গঠিত।

রুমানিয়া

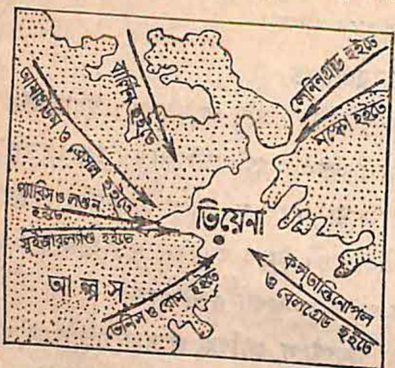
হাঙ্গেরির পূর্বে রুমানিয়া। ইহার আয়তন ২,৩৭,৪২৮ বর্গ-কিলোমিটার (৯১,৬৭১ বর্গমাইল), লোকসংখ্যা ১ কোটি ৮৮ লক্ষ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর রুমানিয়ার আয়তন অনেক কমিয়া গিয়াছে। **কার্পেথিয়ান ও ট্রান্সিল্‌ভেনিয়ান পর্বতমালা** এই রাজ্যে বিস্তৃত। রুমানিয়ার শতকরা ৯০ জন লোক কৃষিকার্য করিয়া থাকে; গম, যব, বীট, রাই, তামাক ও কিছু ধান উৎপন্ন হয়। পার্বত্য অঞ্চলের বনভূমিতে পাইন, ফার, বীচ্, ওক্ প্রভৃতি গাছ জন্মিয়া থাকে। ট্রান্সিল্‌ভেনিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, তাম্র, সীসা, কয়লা ও লবণের খনি আছে। এদেশে প্রচুর **পেট্রোলিয়াম** পাওয়া যায়। তৈল উৎপাদনে রাশিয়ার পরেই রুমানিয়ার স্থান।

নগরাদি—বুখারেষ্ট—ডানিয়ুব তীরে অবস্থিত রুমানিয়ার রাজধানী।

৭

অস্ট্রিয়া

সুইজারল্যাণ্ডের পূর্বে অস্ট্রিয়া একটি ক্ষুদ্র দেশ। ইহার আয়তন ৮৩,৮৪৯ বর্গ-কিলোমিটার (৩২,৩৬৬ বর্গমাইল), লোকসংখ্যা প্রায় ৭১ লক্ষ। দেশটি পর্বতময়, চাষের উপযোগী ভূমি কম। ডানিয়ুব প্রধান নদী। ডানিয়ুব উপত্যকার সমভূমিতে কিছু কৃষিকার্য হয়। গম, যব, রাই, আলু প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য। কয়লা কম বলিয়া বিদ্যুতের সাহায্যে এখানে কলকারখানা চালান হয়। এখানকার প্রাকৃতিক শোভা মনোরম, তাই বহু লোক এখানে বেড়াইতে আসে এবং এখানকার হোটেলের ব্যবসা ভাল চলে।



ভিয়েনার অবস্থান

নগরাদি—ভিয়েনা—(১৬½ লক্ষ)—অস্ট্রিয়ার রাজধানী ও প্রধান নগর। ইউরোপের সকল দেশের সহিত ইহার রেলপথ সংযুক্ত। **ইন্‌স্‌ব্রুক**—পার্বত্য অঞ্চলের প্রধান সহর। **গ্রাজ**—অস্ট্রিয়ার দ্বিতীয় প্রধান নগর।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে অস্ট্রিয়া জার্মাণির অধিকারে ছিল। যুদ্ধশেষে পুনরায় স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে।

চেকোশ্লোভাকিয়া

পোল্যাণ্ডের দক্ষিণে চেকোশ্লোভাকিয়া। প্রথম মহাযুদ্ধের পর চেক ও শ্লোভাকজাতির মিলনে এই দেশটি গঠিত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ইহা জার্মাণির অধিকারে গিয়াছিল। যুদ্ধ শেষে ইহা পুনরায় স্বাধীনতা পাইয়াছে। ইহার আয়তন ৭৮,৮৫৫ বর্গ-কিলোমিটার, লোকসংখ্যা ৯৬½ লক্ষ।

দেশটি কৃষিজ ও খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। রাই, যব, গম, ভুট্টা, আলু, বীট এখানকার প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য। কয়লা, লৌহ, দস্তা ও তাম্র প্রধান খনিজ সম্পদ।

কার্পেথিয়ান পর্বতের অরণ্যে মূল্যবান কাঠ পাওয়া যায়। এখানে শিল্পেরও বিশেষ প্রসার আছে।

নগরাদি—প্রাগ (৯½ লক্ষ)—এই রাজ্যের রাজধানী ও বিবিধ শিল্পের কেন্দ্র। **ব্রাতিশ্লাভা**—প্রসিদ্ধ নদী বন্দর। **লিন**—এখানে বাটা কোম্পানির বৃহৎ চামড়ার কারখানা আছে। **পিলসেন** ও **ব্রুণা**—লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ।

হাঙ্গেরি

চেকোশ্লোভাকিয়ার দক্ষিণে হাঙ্গেরি রাজ্য। ইহার আয়তন ৯৩,০৬০ বর্গ-কিলোমিটার (৩৫,৯১২ বর্গমাইল), লোকসংখ্যা প্রায় এক কোটী। দেশটি পর্বত বেষ্টিত সমভূমি। ডানিয়ুব নদী ইহার উপর দিয়া প্রবাহিত। হাঙ্গেরি কৃষিপ্রধান দেশ। দেশের তিনভাগের দুইভাগ জমিতে কৃষিকার্য হয়; অবশিষ্ট অংশ বনভূমি অথবা তৃণভূমি। রাই, গম, যব, ভুট্টা, আলু, বীট, বাদাম, আঙ্গুর প্রভৃতি এদেশে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এদেশে এত গম উৎপন্ন হয় যে দেশের চাহিদা মিটাইয়া প্রচুর গম বিদেশে চালান যায়। কয়লা একমাত্র খনিজ দ্রব্য। এদেশের অধিবাসীদিগকে **মাজিয়র** বলে; মোঙ্গোল জাতির সংমিশ্রণে ইহাদের উৎপত্তি।

বুডাপেস্ট—রাজ্যের রাজধানী; ডানিয়ুবের উভয়তীরে অবস্থিত এবং সেতু দ্বারা সংযুক্ত দুইটি সহর (বুডা ও পেষ্ট) লইয়া গঠিত।

রুমানিয়া

হাঙ্গেরির পূর্বে রুমানিয়া। ইহার আয়তন ২,৩৭,৪২৮ বর্গ-কিলোমিটার (৯১,৬৭১ বর্গমাইল), লোকসংখ্যা ১ কোটি ৮৮ লক্ষ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর রুমানিয়ার আয়তন অনেক কমিয়া গিয়াছে। **কার্পেথিয়ান ও ট্রান্সিলভেনিয়ান পর্বতমালা** এই রাজ্যে বিস্তৃত। রুমানিয়ার শতকরা ৯০ জন লোক কৃষিকার্য করিয়া থাকে; গম, যব, বীট, রাই, তামাক ও কিছু ধান উৎপন্ন হয়। পার্বত্য অঞ্চলের বনভূমিতে পাইন, ফার, বীচ্, ওক্ প্রভৃতি গাছ জন্মিয়া থাকে। ট্রান্সিলভেনিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, তাম্র, সীসা, কয়লা ও লবণের খনি আছে। এদেশে প্রচুর **পেট্রোলিয়াম** পাওয়া যায়। তৈল উৎপাদনে রাশিয়ার পরেই রুমানিয়ার স্থান।

নগরাদি—বুখারেস্ট—ডানিয়ুব তীরে অবস্থিত রুমানিয়ার রাজধানী।

প্লিয়েস্টি—তৈলখনির জন্য প্রসিদ্ধ।

কনস্‌টানসা—কৃষ্ণসাগর তীরস্থ বন্দর। এখান হইতে তৈল রপ্তানি হয়।



বল্কান উপদ্বীপ

যুগোশ্লাভিয়া, আলবেনিয়া, গ্রীস, বুলগেরিয়া ও ইউরোপীয় তুরস্ক এই পাঁচটি রাজ্য বল্কান উপদ্বীপের অন্তর্গত।

ক। যুগোশ্লাভিয়া

প্রথম মহাযুদ্ধের পর এই রাজ্যের উদ্ভব হইয়াছে। ইহার আয়তন ২,৫৫,২৭০ বর্গ-কিলোমিটার (৯৬ হাজার বর্গমাইল), লোকসংখ্যা ১ কোটি ৬৯ লক্ষ। এই দেশের পশ্চিমে অদ্রিয়াতিক উপকূলে ডিনারিক আল্পস উত্তর-দক্ষিণে অবস্থিত। এই অঞ্চল শুষ্ক। ডানিয়ুব ও সেভ নদীর উপত্যকায় গম, যব, ভুট্টা, তামাক ও বীট উৎপন্ন হয়। উচ্চভূমিতে পশুপালন হয়। কৃষি ও পশুপালন অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা। দক্ষিণের পার্বত্য অঞ্চলে, লৌহ, সীসা, তাম্র প্রভৃতি খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায়।

নগরাদি—বেলগ্রেড—এই রাজ্যের রাজধানী ও বাণিজ্যস্থান।

জাগ্রেব—উত্তরাঞ্চলের এবং **সারাজিভো**—দক্ষিণাঞ্চলের প্রধান সহর।

খ। আলবেনিয়া

আলবেনিয়া বল্কান উপদ্বীপের একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। ইহার আয়তন ২,৫৫,৮০৪ বর্গ-কিলোমিটার (৯৮,৭২৫ বর্গমাইল), লোকসংখ্যা প্রায় ১৯ লক্ষ। দেশটি পাহাড় জঙ্গলে ভরা এবং খুব অনুন্নত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এখানে স্বাধীন সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। অধিবাসীদের অধিকাংশ মুসলমান। কৃষি ও পশুপালন প্রধান জীবিকা। রাজধানী—**টিরানা**। **স্কুটারি**—প্রধান নগর।

গ। গ্রীস

বল্কান উপদ্বীপের দক্ষিণে গ্রীস। ইহার আয়তন ১,৩০,৯১৮ বর্গ-কিলোমিটার (৫০,৫৩৪ বর্গমাইল), লোকসংখ্যা ৮৪ লক্ষ। গ্রীস পর্বতময় দেশ। চাষের যোগ্য ভূমির পরিমাণ খুব কম। বৃষ্টিপাতও অতি অল্প। জলসেচের দ্বারা কোনরূপে কৃষিকার্য হয়। গম, যব, ভুট্টা ও তামাক প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু বলিয়া আঙ্গুর, জলপাই, কমলালেবু প্রভৃতি ফল জন্মে। এখানে রাজতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রচলিত। গ্রীস প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি।

নগরাদি—এথেন্স (১৯ লক্ষ)—গ্রীসের রাজধানী, অতি পুরাতন নগর ও প্রাচীন গ্রীকসভ্যতার কেন্দ্রস্থল।

সালোনিকা—উত্তর গ্রীসের বন্দর। **পিরিয়াস**—এথেন্সের বন্দর।

ঘ। বুলগেরিয়া

যুগোশ্লাভিয়ার পূর্বে বুলগেরিয়া। দেশটি পর্বতময়, ইহার আয়তন ১,১০,৯২৭ বর্গ-কিলোমিটার (৪২,৮১৮ বর্গমাইল), লোকসংখ্যা ৭৭ লক্ষ। **বল্কান ও রোডোপ** পর্বত এই দেশে বিস্তৃত। ডানিয়ুব ও মারিজা নদী এই দেশে প্রবাহিত। ডানিয়ুব উপত্যকায় আলু, যব প্রভৃতি এবং মারিজা উপত্যকায় গম, ভুট্টা, আঙ্গুর, পীচ, তামাক, তুলা প্রভৃতি জন্মে। এখানে প্রচুর কয়লা পাওয়া যায়।

সোফিয়া—(৭½ লক্ষ)—বুলগেরিয়ার রাজধানী ও বৃহত্তম নগর।

ভার্ণা (১,১৯,০০০)—কৃষ্ণসাগরের তীরে অবস্থিত বন্দর।

ঙ। তুরস্ক

তুরস্ক ইউরোপের একমাত্র মুসলমান রাজ্য। **ইস্তাম্বুল** সহর (পূর্বনাম কনস্টাণ্টিনোপল) এবং তাহার চারিপাশের সামান্য অংশমাত্র এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। অন্যান্য বিশেষ বিবরণ এশিয়া অংশের তুরস্কে বলা হইয়াছে।

ইটালি

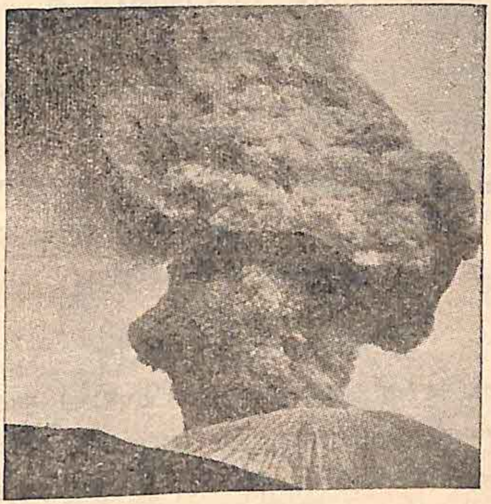
ইউরোপের দক্ষিণে ইটালি দেশ। এই দেশের আয়তন ৩,০১,২২৩ বর্গ-কিলোমিটার (১,১৬,২৮০ বর্গ-মাইল) এবং লোকসংখ্যা ৪৯ কোটি। এই দেশের উত্তরে আল্পসের পার্বত্য অঞ্চল, মধ্যভাগে লম্বার্ডির সমভূমি এবং দক্ষিণে পর্বতময় উপদ্বীপ। উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলে কৃষিকার্য হয় না, কেবল পশুপালন হয়। লম্বার্ডির সমভূমি পো নদীর পলি-মাটি দ্বারা গঠিত। এখানে প্রচুর ধান জন্মে। দক্ষিণের উপদ্বীপ অংশে আঙ্গুর, জলপাই, কমলালেবু, ডুমুর প্রভৃতি জন্মে। ইটালিতে তুঁতের চাষও হইয়া থাকে। এদেশে লৌহখনি আছে, কিন্তু কয়লা নাই।



রোমের অবস্থান

সিসিলি ও সার্ডিনিয়া দ্বীপ ইটালির অধিকারে। **পালেরমো** সিসিলি দ্বীপের রাজধানী। সার্ডিনিয়া দ্বীপে দস্তা, সীসা, রূপা প্রভৃতি খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায়।

ইটালির নেপল্‌স প্রদেশে **বিসুভিয়স** ও সিসিলিতে **এটনা** এই দুইটি আগ্নেয়গিরি আছে। উত্তরে আল্পসের পার্বত্য অঞ্চলে **ম্যাজোরে, কোমো** প্রভৃতি কয়েকটি হ্রদ আছে। উহাদের সৌন্দর্য অতি মনোরম।



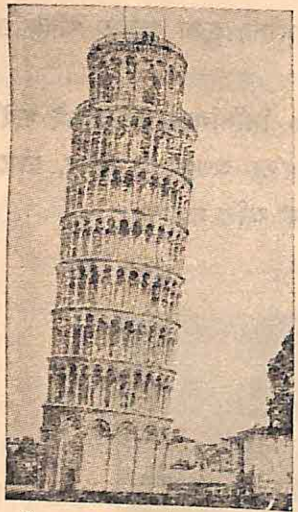
বিসুভিয়স আগ্নেয়গিরি

নগরাদি—রোম (১৭ লক্ষ)—ইটালির রাজধানী ও প্রধান নগর। ইহা অতি প্রাচীন নগর এবং শিল্পকলার কেন্দ্র। খৃষ্টান ধর্মগুরু পোপ এই সহরের নিকট **ভাটিকান** নামক স্বাধীন রাজ্যে বাস করেন।

নেপল্‌স (১০½ লক্ষ)—রোমের দক্ষিণে অবস্থিত ইটালির প্রধান বন্দর।

ভেনিস—আদ্রিয়াতিক সাগরের উত্তরদিকে অবস্থিত। ইহা উপকূলসংলগ্ন অনেকগুলি দ্বীপের উপর অবস্থিত অতি সুন্দর সহর ও প্রাচীন বন্দর।

পিসা—বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিওর জন্মভূমি। এখানকার হেলানো টাওয়ার বিস্ময়কর বস্তু।


পিসার হেলানো টাওয়ার

জেনোভা—জেনোয়া উপসাগরের তীরে অবস্থিত একটি বড় বন্দর।

ফ্লোরেন্স—চিত্রশালার জন্য বিখ্যাত।

ব্রিন্দিসি—আদ্রিয়াতিক তীরে অবস্থিত একটি বড় বন্দর।

মিলান (১৩ লক্ষ)—রেশম শিল্পের জন্য বিখ্যাত।

ত্রিয়েস্ট—আদ্রিয়াতিক উপকূলে অবস্থিত একটি বন্দর। ইহা পূর্বে অস্ট্রিয়ার অধিকারে ছিল। ১৯৪৭ সালে এই বন্দর ও তাহার চারিদিকের কিছু জায়গা লইয়া একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

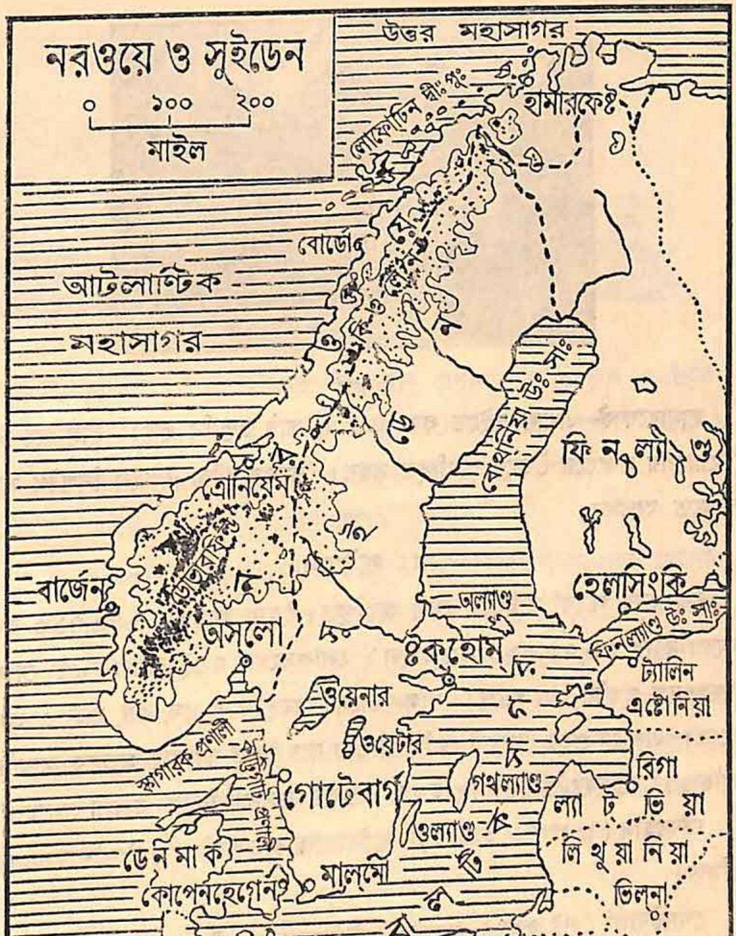
স্ক্যান্ডিনেভিয়া উপদ্বীপ

ইউরোপের উত্তর-পশ্চিমে স্ক্যান্ডিনেভিয়া উপদ্বীপ। **নরওয়ে ও সুইডেন** এই দুইটি দেশ লইয়া এই উপদ্বীপ গঠিত। স্ক্যান্ডিনেভিয়া পর্বতময় মালভূমি। ইহার উত্তরভাগে **কিওলেন** এবং দক্ষিণভাগে **ডোভরফিল্ড পর্বত** অবস্থিত।

ক। নরওয়ে

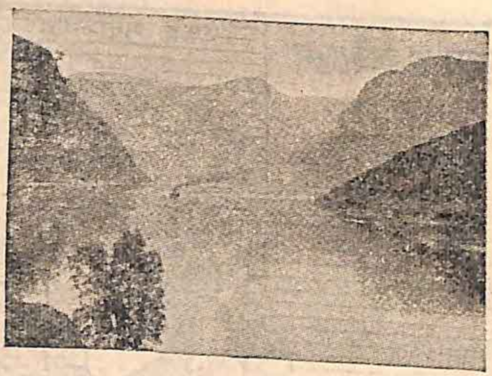
স্ক্যান্ডিনেভিয়া উপদ্বীপের পশ্চিমে নরওয়ে দেশ অবস্থিত। ইহার আয়তন ৩,২৪,২১৮ বর্গ-কিলোমিটার (১,২৫,৩৭৯ বর্গমাইল), লোকসংখ্যা ৩৫ লক্ষ ৭২ হাজার। এই দেশটি অসমতল মালভূমি। ইহার পশ্চিমদিকের উপকূলভাগ অত্যন্ত ভগ্ন; অসংখ্য সমুদ্রশাখা দেশের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে। সমুদ্রশাখা বা খাড়িগুলিকে **ফিয়র্ড** বলে। নরওয়ের উত্তরাংশে গ্রীষ্মকালে সূর্য মোটেই অস্ত যায় না, মধ্যরাত্রিতেও সূর্য দেখা যায় বলিয়া ইহাকে **নিশীথ সূর্যের দেশ** বলে।

এদেশে কৃষিযোগ্য ভূমির পরিমাণ খুব কম। কাষ্ঠসংগ্রহ ও মৎস্যশিকার অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা। **লৌহ ও তাম্র** নরওয়ের প্রধান খনিজ দ্রব্য।



দেশে কয়লা না থাকার জন্য লৌহ-শিল্প গড়িয়া উঠে নাই। কাঠ, কাগজ, কাঠের মণ্ড, দেশলাই প্রভৃতি নরওয়ে হইতে রপ্তানি হয়।

অসলো (৪,৮৩,০০০)—নরওয়ের রাজধানী; কাঠ ও কাষ্ঠমণ্ড রপ্তানির প্রধান বন্দর।



ফিয়র্ড

হামারফেস্ট—এখান হইতে কড মাছ ও কাঠ রপ্তানি হয়। হামারফেস্ট—ইউরোপের সবচেয়ে উত্তরে অবস্থিত সহর। ভ্রমণকারীরা এখানে নিশীথ সূর্য দেখিতে আসেন।

খ। সুইডেন

নরওয়ের পূর্বে সুইডেন দেশ অবস্থিত। ইহার আয়তন ৪,৪৯,৭৯৩ বর্গ-কিলোমিটার (১,৭৩,৬২০ বর্গমাইল), লোকসংখ্যা ৭৪ই লক্ষ। এই দেশের উত্তরভাগে গভীর বন আছে। দক্ষিণভাগের সমভূমিতে গম, ওট, রাই ও আলু জন্মে। এখানে প্রচুর উৎকৃষ্ট লৌহ পাওয়া যায় কিন্তু কয়লার অভাবে আকরিক লৌহপ্রস্তর গ্রেটবৃটেনে রপ্তানি হয়। এদেশে কাঠের বিরাট ব্যবসা আছে।

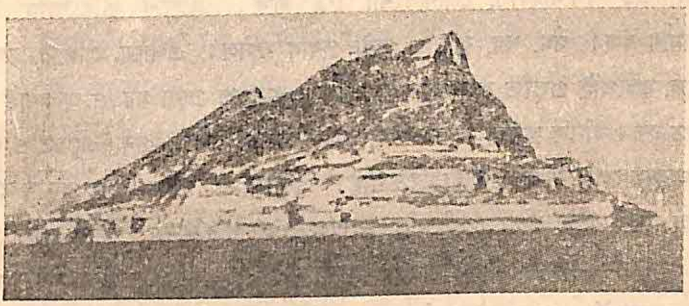
ষ্টকহোম (৮ লক্ষ ৮ হাজার)—সুইডেনের রাজধানী ও লৌহ-শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ।

গোটেবার্গ (৪ই লক্ষ)—কাট্টেগাট উপসাগরের তীরে প্রধান বন্দর।

আইবেরিয়া উপদ্বীপ

ইউরোপের দক্ষিণ-পশ্চিমে আইবেরিয়া উপদ্বীপ। স্পেন ও পর্তুগাল এই দুইটি দেশ লইয়া আইবেরিয়া উপদ্বীপ গঠিত। ইহার উত্তরে পীরেনিজ ও

ক্যাণ্টাব্রিয়ান পর্বত, দক্ষিণে সিয়েরা নেভেডা ও সিয়েরা মরেণা পর্বত অবস্থিত।



জিব্রাল্টার পাহাড়

আইবেরিয়া উপদ্বীপের দক্ষিণে জিব্রাল্টার প্রণালী ইউরোপকে আফ্রিকা হইতে বিযুক্ত করিয়াছে। এই জিব্রাল্টার ভূমধ্যসাগরের প্রবেশদ্বার। স্পেনের দক্ষিণে জিব্রাল্টার পাহাড়ে ইংরাজ অধিকারভুক্ত একটি দুর্গ আছে।

ক। স্পেন

এই দেশ মালভূমি ও পার্বত্যভূমিতে পূর্ণ। মধ্যভাগের মালভূমিকে **মেসেটা** বলে। এই দেশের আয়তন ৫,০৩,৫৪৫ বর্গ-কিলোমিটার (১,৯৪,৯৪৫ বর্গ-মাইল), লোকসংখ্যা ৩ কোটি ২৬ লক্ষ। স্পেনে বৃষ্টিপাত বেশী হয় না। জলসেচনের দ্বারা কৃষিকার্য হইয়া থাকে। ধান, গম, যব, ইক্ষু, বীট, রাই, ওট প্রধান **কৃষিজাত দ্রব্য। খনিজদ্রব্যের** মধ্যে কয়লা, লৌহ, তাম্র, সীসা, পারদ ও ম্যাঙ্গানিজ প্রধান। কয়লা কম পাওয়া যায় বলিয়া এখানে লৌহশিল্প তেমন গড়িয়া ওঠে নাই।

ভূমধ্যসাগরের উপকূলভাগে আঙ্গুর, জলপাই, কমলালেবু প্রভৃতি ফল প্রচুর জন্মিয়া থাকে।

মাদ্রিদ (২৭ লক্ষ)—দেশের মধ্যস্থলে অবস্থিত রাজধানী।

বার্সেলোনা—উত্তর-পূর্ব উপকূলে অবস্থিত একটি প্রসিদ্ধ বন্দর।

বিলবাও—বিস্কে উপসাগর তীরে অবস্থিত বন্দর।

গ্রানাডা (৭ লক্ষ ৭০ হাজার)—প্রাচীন মুর রাজ্যের রাজধানী।

খ। পর্তুগাল

স্পেনের পশ্চিমে পর্তুগাল রাজ্য। ইহার আয়তন ৯১,৫৩১ বর্গ-কিলোমিটার (৩৪,৮৩১ বর্গমাইল), লোকসংখ্যা ৮৯ লক্ষ। এদেশে কৃষিযোগ্য ভূমির পরিমাণ কম। গম, যব, রাই ও ভুট্টা প্রধান ফসল। এখানে আঙ্গুর, বেদানা, ডুমুর, জলপাই প্রভৃতি ফল জন্মিয়া থাকে। এদেশে প্রচুর মদ ও জলপাই তৈল প্রস্তুত হয়। খনিজ দ্রব্যের মধ্যে **লৌহ, তাম্র, টিন** ও **গন্ধক** প্রধান। এদেশেও কয়লা না থাকায় লৌহশিল্প গড়িয়া উঠে নাই। এখানে ওক নামক এক প্রকার বৃক্ষের ছালে **কর্ক** প্রস্তুত হয়। পৃথিবীর অর্ধেক কর্ক পর্তুগালে পাওয়া যায়।

নগরাদি—লিসবন—পর্তুগালের রাজধানী এবং বৃহত্তম নগর ও বন্দর।

ওপোর্টো—এখান হইতে বিখ্যাত পোর্ট মদ রপ্তানি হয়।

বাল্টিক্ রাজ্যসমূহ

বাল্টিক্ সাগরের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত **ফিনল্যান্ড, এস্টোনিয়া, ল্যাটভিয়া** ও **লিথুয়ানিয়া** এই চারিটি রাজ্য বাল্টিক্ রাজ্য নামে পরিচিত।



ল্যাপ জাতি

ফিনল্যান্ড—বাল্টিক রাজ্যগুলির মধ্যে ফিনল্যান্ড সর্বাপেক্ষা বড়। এই দেশে অনেক হ্রদ আছে। অতি গল্পস্থানে চাষআবাদ হয়। দেশের অধিকাংশ স্থানে সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্য। কাঠ, কাঠের মণ্ড ও কাগজ এখান হইতে রপ্তানি হয়।

ফিনল্যাণ্ডের উত্তরে **ল্যাপল্যাণ্ড**। এখানে ল্যাপজাতি বাস করে। ল্যাপেরা যাযাবর। বল্গাহরিণ তাহাদের প্রধান সম্পদ। **হেলসিংকি**—ফিনল্যাণ্ডের রাজধানী ও প্রধান বন্দর। ফিনল্যাণ্ড স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাজ্য।

এস্টোনিয়া, ল্যাটভিয়া ও লিথুয়ানিয়া—এই তিনটি বাল্টিক্ রাজ্য বর্তমানে সোভিয়েট রাষ্ট্রসঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত। এই রাজ্যগুলির অধিকাংশস্থলে সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি। কাঠ, কাঠের মণ্ড, কাগজ প্রভৃতি রপ্তানি করা অধিবাসীদের প্রধান জীবিকা। যব, রাই, শন প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য।

এস্টোনিয়ার রাজধানী **ট্যালিন**। অন্য সহর **কভ্নো**।

ল্যাট্ভিয়ার রাজধানী **রিগা** প্রধান সহর ও বন্দর।

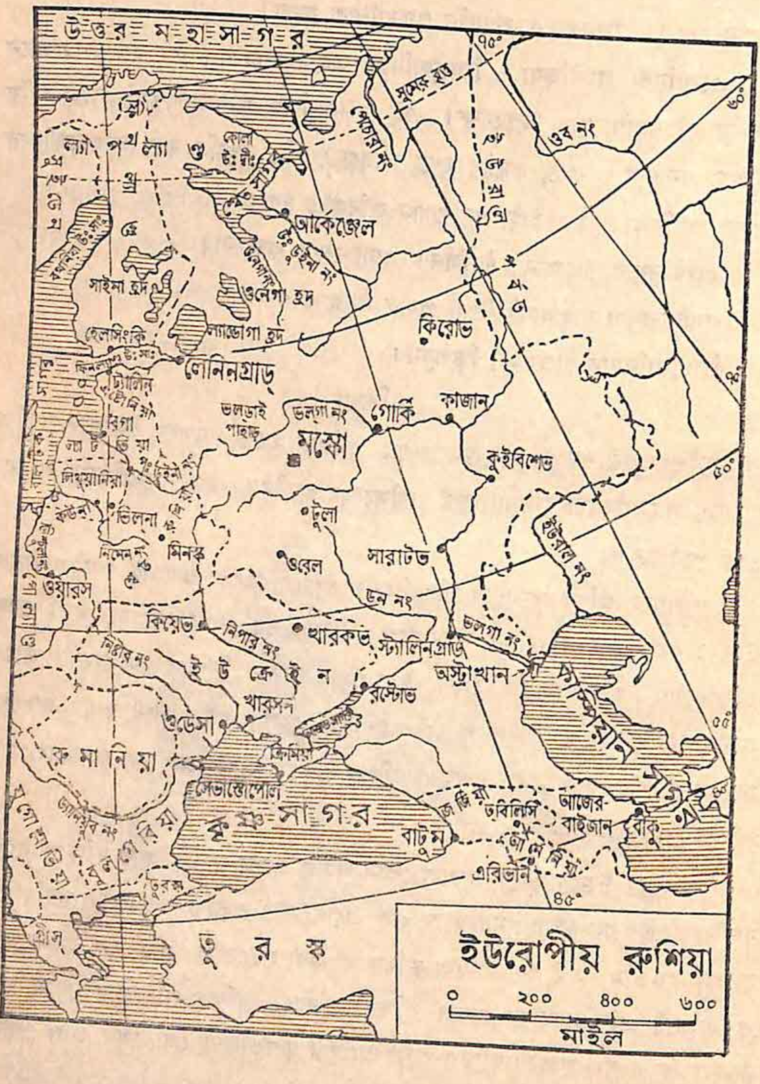
লিথুয়ানিয়ার রাজধানী **ভিল্না**।

রাশিয়া

রাশিয়া ইউরোপের বৃহত্তম দেশ। রাশিয়া, শ্বেত রাশিয়া, ইউক্রেন প্রভৃতি রাজ্যগুলি **সোভিয়েট সোস্যালিস্ট রাষ্ট্রসঙ্ঘের** অধীন। এখানে সোভিয়েট শাসন-তন্ত্র প্রচলিত।

রাশিয়ার অধিকাংশ স্থান সমভূমি; মাঝখানে কেবল **ভলডাই** পাহাড় আছে, উহা ১,০০০ ফুটের অধিক উচ্চ নহে। ইউরোপের সর্বাপেক্ষা বড় নদী **ভল্গা** এই দেশের উপর দিয়া প্রবাহিত। ইহা ছাড়া নীপার, নিষ্টার, ডন প্রভৃতি আরও অনেক নদী আছে। নদীগুলি পরস্পর খালের দ্বারা সংযুক্ত। এদেশের উত্তরাংশে শীতের তীব্রতা বেশী। দক্ষিণ ও পূর্বাংশের জলবায়ু চরমভাবাপন্ন। শীতকালে খুব তুষারপাত হয়।

রাশিয়ার উত্তরে তুন্দ্রা অঞ্চলে কোন ফসল জন্মে না। উহার দক্ষিণে সরল-বর্গীয় বৃক্ষের বন আছে। মধ্যভাগে ওক, এলম, বীচ প্রভৃতি পতনশীল পত্রবিশিষ্ট বৃক্ষের বনভূমি। এই বন কাটিয়া কৃষিকার্য করা হইতেছে। রাই, যব, আলু, বীট ও অতসী এই অঞ্চলের প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য। দক্ষিণ-পশ্চিমের কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চলে প্রচুর গম জন্মে। দক্ষিণ-পূর্ব অংশের তৃণভূমিতে গো, মেষ, ছাগ প্রভৃতি পশুপালন করা হয়।


উত্তর মহাসাগর
আর্কেঞ্জেল
সাইমা হ্রদ
ওনেগা হ্রদ
ল্যাডোগা হ্রদ
হেলসিংকি
লেনিনগ্রাড
কিরোভ
ভলডাই পাহাড়
ভলগা নং
গোর্কি
কাজান
মস্কো
কুইবিশেভ
লিথুয়ানিয়া
ভিলনা
মিনস্ক
টুলা
ওরেল
সারাটভ
ওয়ারস
ডন নং
কিয়েভ
নিপার নং
খারকভ
স্টালিনগ্রাড
ভলগা নং
ইউক্রেইন
অস্ট্রাখান
রস্টোভ
খারসন
ওডেসা
রুমানিয়া
ক্রিমিয়া
সেভাস্তোপোল
কৃষ্ণ সাগর
জর্জিয়া
তবিলিসি
আজের-বাইজান
বাকু
বাটুম
এরিভান
তুরস্ক
গ্রীস
ইউরোপীয় রুশিয়া
০ ২০০ ৪০০ ৬০০
মাইল

খনিজ দ্রব্যে রাশিয়া বিশেষ সমৃদ্ধ। এখানে স্বর্ণ, লৌহ, কয়লা, ম্যাঙ্গানিজ, অভ্র, ফস্‌ফেট প্রভৃতি প্রচুর পাওয়া যায়। ককেশাস অঞ্চল তৈল খনির জন্য বিখ্যাত।



মস্কোর অবস্থান

রাশিয়া কৃষিপ্রধান দেশ হইলেও শিল্পে বিশেষ উন্নত। সোভিয়েট শাসনে দেশটির অসাধারণ উন্নতি হইয়াছে।

নগরাদি — মস্কো (৬০ লক্ষ) — রাশিয়ার রাজধানী। ইহা শিল্প, বাণিজ্য, রেলপথ ও বিমানপথের কেন্দ্র।

লেনিনগ্রাড (৩৫ লক্ষ)—বাল্টিক্‌ সাগরের তীরে অবস্থিত পুরাতন রাজধানী ও বন্দর।

ওডেসা ও বাটুম—কৃষ্ণসাগরের তীরে, **আর্কেঞ্জাল**—শ্বেতসাগরের তীরে এবং **অস্ট্রাখান**—কাস্পিয়ান সাগরের তীরে অবস্থিত বন্দর।

টুলা—লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের প্রধান কেন্দ্র।

খারকভ, স্ট্যালিনগ্রাড—অন্যান্য বিখ্যাত সহর।

গোর্কি—মোটর কারখানার জন্য প্রসিদ্ধ।

অনুশীলনী

১। কোন্‌ কোন্‌ দেশ লইয়া গ্রেটবৃটেন গঠিত? এই দেশের প্রধান প্রধান নগরের নাম কর।

২। সুইজারল্যাণ্ডকে ইউরোপের ক্রীড়াক্ষেত্র বল হয় কেন? এই দেশের প্রধান শিল্পজাত দ্রব্য কি কি?

৩। বল্কান উপদ্বীপের অন্তর্গত রাজ্যগুলির নাম রাজধানীসহ বল।

৪। কোন্‌ কোন্‌ দেশ লইয়া স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া উপদ্বীপ গঠিত? নরওয়েকে "নিশীথ সূর্যের দেশ" বলা হয় কেন?

৫। ল্যাপল্যাণ্ড কোথায়? সেখানকার অধিবাসীদের বিষয় যাহা জান লিখ।

৬। আইবেরিয়া উপদ্বীপ কোন্‌ কোন্‌ দেশ লইয়া গঠিত? এই উপদ্বীপের প্রধান প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য কি?

৭। লম্বার্ডির সমভূমি কোথায় অবস্থিত? কোন্ নদী এই সমভূমির উপর প্রবাহিত?
৮। রাশিয়ার প্রধান প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য এবং নগরাদির নাম কর।
৯। নিম্নলিখিতগুলি কোথায় এবং কি জন্য প্রসিদ্ধ ঃ—লন্ডন, লিভারপুল, গ্লাসগো, বুডাপেস্ট, ভিয়েনা, ব্রিন্দিসি, বার্লিন, মস্কো, অসলো, ওডেসা, এথেন্স, ভার্ণ, ডানজিগ, ভিনিস ও আমস্টার্ডাম।

৪। জলবায়ু ও প্রাকৃতিক উদ্ভিজ্জ সংস্থান

(ক) জলবায়ু

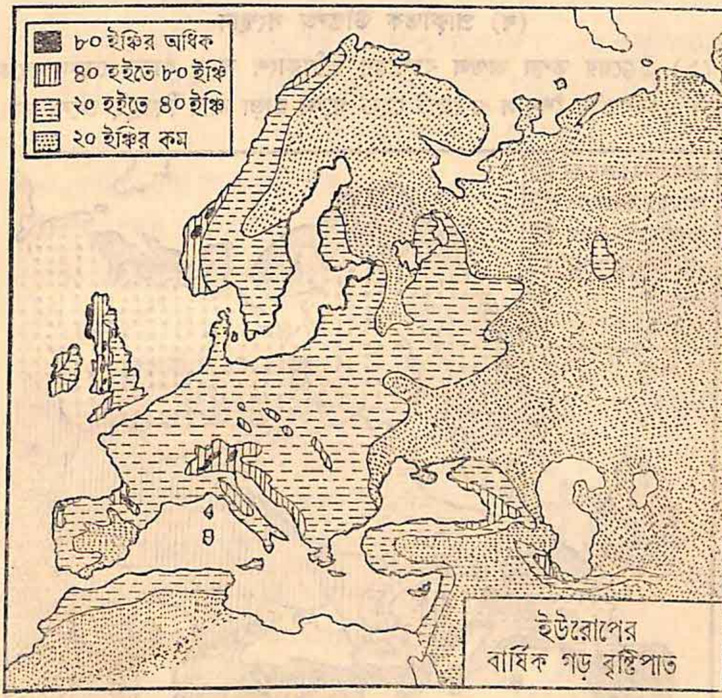
উত্তরের সামান্য অংশ ব্যতীত সমস্ত ইউরোপই নাতিশীতোষ্ণ মন্ডলে অবস্থিত। সুতরাং সাধারণভাবে ইহার জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ; অর্থাৎ শীত ও গ্রীষ্ম উভয়ই মৃদু। কিন্তু সমুদ্র হইতে দূরত্ব, বৃষ্টিপাত, ভূমির উচ্চতা প্রভৃতি কারণে একই দেশের জলবায়ু বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রূপ হইয়া থাকে। এই কারণে ইউরোপের বিভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন রূপ জলবায়ু দেখা যায়। বিভিন্ন প্রকার জলবায়ু অনুসারে ইউরোপকে প্রধানতঃ ছয়-ভাগে ভাগ করা যায়।

(১) উত্তর-পূর্ব ইউরোপ—উত্তর মহাসাগরের তীরে হিমমন্ডলে অবস্থিত বলিয়া উত্তরের **তুন্দ্রা** অঞ্চলে ও তাহার দক্ষিণাংশে শীতকাল দীর্ঘ এবং শীতের প্রকোপ খুব বেশী। এখানে গ্রীষ্মকাল অতি অল্পকালস্থায়ী এবং ঐ সময়েও শীতের প্রভাব কমে না। এখানকার জলবায়ু মেরুদেশীয়।

(২) মধ্য ইউরোপ—সমুদ্র হইতে দূরে অবস্থিত বলিয়া এই অঞ্চলের জলবায়ু চরমভাবাপন্ন, অর্থাৎ শীত ও গ্রীষ্ম উভয়ই প্রচন্ড। শীতকাল অপেক্ষা গ্রীষ্মকালে এখানে বৃষ্টি বেশী হয়। তাই গ্রীষ্মের তাপ কিছু কম। এই অঞ্চলের উত্তরে, পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত কোন পর্বত না থাকায়, মেরু প্রদেশের শীতল বায়ু এই অঞ্চলের উপর দিয়া আল্পস পর্যন্ত প্রবাহিত হয়। তাই এখানে শীতকালে খুব শীত। এখানকার জলবায়ু মোটামুটি শীতপ্রধান।

(৩) পূর্ব ইউরোপ—এই অঞ্চল সমুদ্র হইতে বহুদূরে। বৃষ্টিপাতের পরিমাণও খুব কম। এইজন্য এখানে শীত ও গ্রীষ্ম দুইই প্রচন্ড। উত্তরাংশ অপেক্ষা দক্ষিণাংশে শীত কিছু কম। এইরূপ জলবায়ুকে **মহাদেশীয় জলবায়ু** বলে।

(৪) **উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ**—বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ, স্পেন ও পর্তুগালের উত্তরাংশ, ফ্রান্সের পশ্চিমভাগ, বেলজিয়াম, হল্যান্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ের পশ্চিমাংশ এই অঞ্চলের অন্তর্গত। এই অঞ্চল সমুদ্রের নিকটবর্তী এবং এখানে সারা বৎসর বৃষ্টিপাত হয়। এইজন্য এখানকার জলবায়ু মৃদু। উষ্ণ উপসাগরীয়



স্রোত নামে একটি উষ্ণ স্রোত বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ ও নরওয়ের পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হয়। এইজন্য ঐ সকল অঞ্চল শীতকালে বেশী শীতল হয় না। এই অঞ্চলের জলবায়ু **নাতিশীতোষ্ণ**।

(৫) **দক্ষিণ ইউরোপ**—এই অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে বৃষ্টি খুব কম এবং শীতকালে বৃষ্টি বেশী হয়। গ্রীষ্মকালে জলবায়ু শুষ্ক ও উষ্ণ; কিন্তু শীতকালে পশ্চিমা বায়ু প্রভাবে এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হয় বলিয়া শীতের তীব্রতা কম।

ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলের এই প্রকার জলবায়ুকে **ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু** বলে। ইহা বেশ মনোরম ও স্বাস্থ্যকর। স্পেন, পর্তুগাল, ফ্রান্সের দক্ষিণাংশ, ইতালি ও বল্কান উপদ্বীপ ও ভূমধ্যসাগরস্থ দ্বীপগুলি এই অঞ্চলের অন্তর্গত।

(৬) **পার্বত্য অঞ্চল**—আল্পসের পার্বত্য অঞ্চলে এবং সুইজারল্যাণ্ডে উচ্চতার জন্য শীত বেশী কিন্তু গ্রীষ্মকালে গরম কম।

(খ) প্রাকৃতিক উদ্ভিজ্জ সংস্থান

(১) উত্তরের **তুন্দ্রা অঞ্চল** বৎসরের অধিকাংশ সময় বরফে ঢাকা থাকে। এখানে একজাতীয় **শৈবাল** ও ছোট ছোট **গুল্ম** ছাড়া আর কিছুই জন্মে না।



ইউরোপের উদ্ভিদ্ সংস্থান

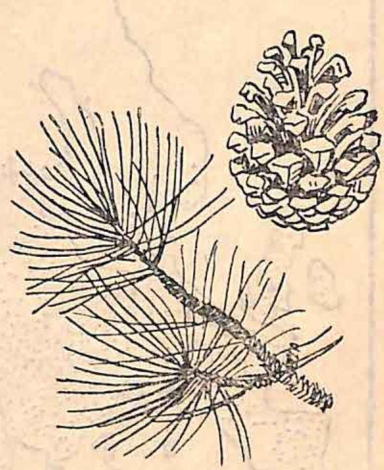
(২) তুন্দ্রার দক্ষিণে **সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি**—নরওয়ে, সুইডেন এবং রাশিয়া ও স্কটল্যাণ্ডের উত্তরাংশে **পাইন, ফার, বার্চ** প্রভৃতি সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি আছে। এইসকল গাছের ফল মোচার আকারের এবং কাণ্ডগুলি সরল ও

হাল্কা। তাই এই শ্রেণীর গাছের কাঠে জাহাজের মাস্তুল, প্যাকিং বাক্স, কাগজ প্রস্তুতের জন্য মণ্ড প্রস্তুত হয়।

(৩) **পতনশীল পত্রবিশিষ্ট বৃক্ষের বনভূমি**—সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমির দক্ষিণাংশে মধ্য ইউরোপে পতনশীল পত্রবিশিষ্ট বৃক্ষের বনভূমি দেখা যায়। এই বনে **ওক, বীচ, এলম, উইলো** প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মে। শীতকালে এই সকল গাছের পাতা ঝরিয়া পড়ে। বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের অধিকাংশ স্থানে এই জাতীয় বনভূমি দেখা যায়।

(৪) **তৃণমণ্ডল** বা **স্টেপভূমি**—দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে, রাশিয়ার দক্ষিণ-পূর্বাংশে কাস্পিয়ান সাগরের উত্তরে **তৃণ অঞ্চল** বা **স্টেপভূমি**। অল্প বৃষ্টিপাতের জন্য এখানে অন্য কোন বড় গাছ জন্মিতে পারে না; কেবল ঘাস জন্মে। স্থানে স্থানে জলসেচনের দ্বারা কৃষিকার্য হয়।

(৫) **ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল**—ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী দেশ-গুলিতে চিরহরিৎ বৃক্ষের বনভূমি দেখা যায়। ডুমুর, জলপাই, কর্ক প্রভৃতি এই অঞ্চলের বৃক্ষ। এই-জাতীয় গাছের মূল দীর্ঘ হয়, কাজেই গ্রীষ্মকালে বৃষ্টির জল না পাইলেও দীর্ঘ মূলের সাহায্যে মাটির ভিতর হইতে রস সংগ্রহ করিতে পারে। ইহা ছাড়া আঙ্গুর, কমলালেবু, পীচ প্রভৃতি ফলের গাছও এই অঞ্চলে জন্মিয়া থাকে।

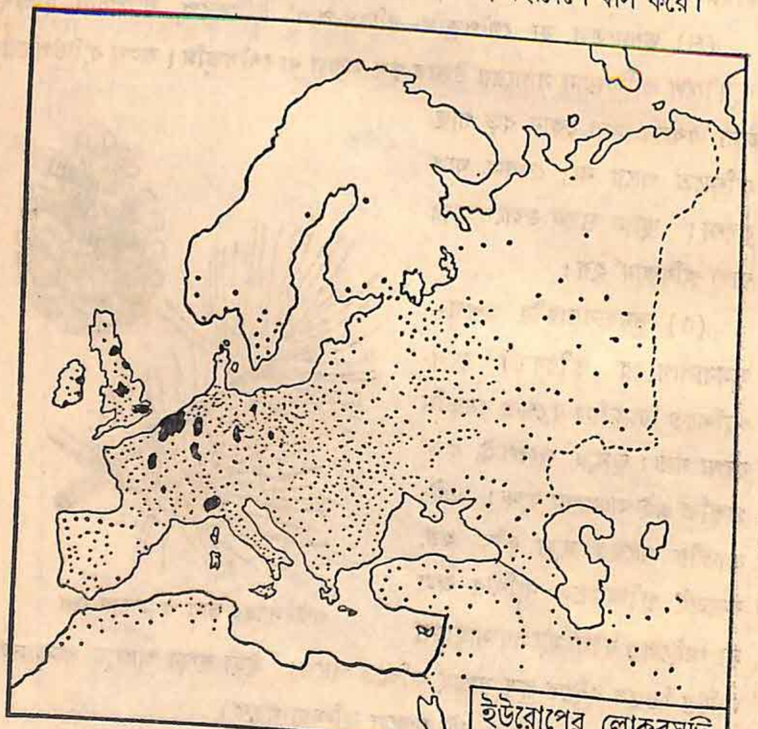

পাইনগাছের ডাল ও তাহার ফল

৫। অধিবাসী, জীবজন্তু ও প্রধান প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য

(ক) অধিবাসী

ইউরোপের উত্তরে ল্যাপল্যাণ্ডের ল্যাপজাতি, ফিনল্যাণ্ডের ফিনজাতি, দক্ষিণ-পূর্বে তুরস্কের তুর্কীগণ এবং হাঙ্গেরির ম্যাজিয়রগণ **পীতবর্ণ মোঙ্গোলীয় জাতি।**

ইহা ভিন্ন ইউরোপের অন্যান্য দেশের অধিবাসীরা **শ্বেতবর্ণ ককেশীয়** জাতির বিভিন্ন শাখা হইতে উৎপন্ন। ইংল্যান্ড, জার্মাণি, হল্যান্ড, নরওয়ে ও সুইডেনের লোকেরা ককেশীয় জাতির টিউটনিক শাখার; ইটালি, স্পেন, পর্তুগাল, ফ্রান্স প্রভৃতির অধিবাসীরা রোমানিক শাখার এবং রাশিয়ার অধিকাংশ, পোল্যান্ড, বুলগেরিয়া প্রভৃতির লোকেরা শ্লাভ শাখার অন্তর্গত। ইউরোপের অধিবাসীদের অধিকাংশ **খৃষ্টান**, কিছু ইহুদী ও মুসলমানও এই মহাদেশে বাস করে।



১ বিন্দু = ৫ লক্ষ

লোকসংখ্যা—ইউরোপের লোকসংখ্যা প্রায় ৬০ কোটি। অন্যান্য মহাদেশের তুলনায় ইউরোপে লোকবসতি ঘন। উত্তরের হিমমন্ডলের অন্তর্গত স্থান বাসের অযোগ্য, পূর্বভাগ অনুর্বর, সেইজন্য উত্তর ও পূর্বভাগে লোকবসতি খুব কম।



ইউরোপের
জীবজন্তু
বল্গা হরিণ
শ্বেত ভল্লুক
মেয়
শ্বেত শৃগাল
ভল্লুক
সিন্ধু ঘোটক
সীল
নেকড়ে বাঘ
সেবল

ইউরোপের মধ্যভাগের উর্বর অঞ্চলে লোকবসতি ঘন। ইউরোপের দক্ষিণ ও পশ্চিমাংশের জলবায়ু মৃদু, বৃষ্টিপাত প্রচুর, ভূমি উর্বর, সেইজন্য এই দুই অঞ্চলে লোকবসতি খুব ঘন। ইহাদের মধ্যে যে স্থানে লৌহ ও কয়লা খনি থাকায় শিল্পের সুবিধা আছে তথায় লোকবসতি আরও ঘন। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, হল্যান্ড, বেলজিয়াম, জার্মাণি ও ইটালিতে লোকবসতি সর্বাপেক্ষা ঘন।

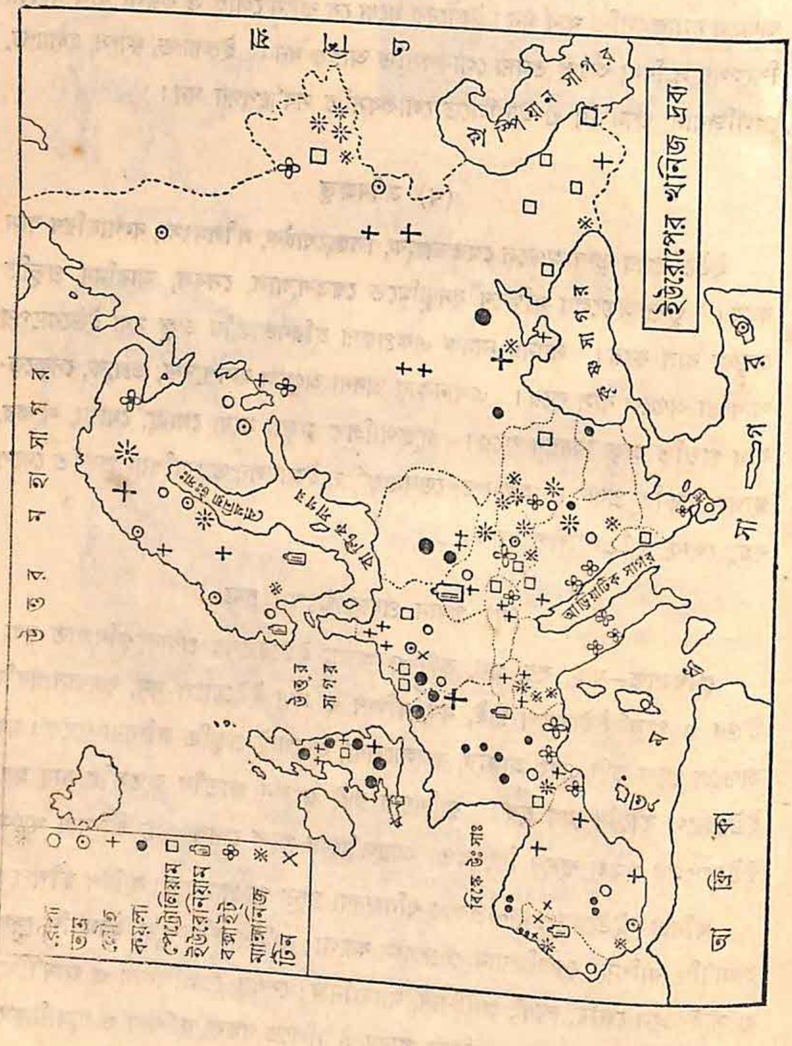
(খ) জীবজন্তু

ইউরোপের তুন্দ্রাঅঞ্চলে **শ্বেতভল্লুক, সিন্ধুঘোটক, সীলমৎস্য, বল্গাহরিণ** বাস করে। তুন্দ্রাঅঞ্চলের দক্ষিণে বনভূমিতে **শ্বেতশৃগাল, সেবল, আরমিন** প্রভৃতি জন্তুরা বাস করে। **স্যাময়** নামক একপ্রকার হরিণজাতীয় জন্তু মধ্য ইউরোপের পার্বত্য অঞ্চলে বাস করে। এখানকার অরণ্য অঞ্চলে **বন্যশূকর, ভল্লুক, নেকড়ে-বাঘ** প্রভৃতি জন্তু বিচরণ করে। গৃহপালিত জন্তুর মধ্যে **গোরু, ঘোড়া, শূকর, ছাগল** প্রভৃতি প্রধান। হল্যান্ড, ডেনমার্ক, সুইজারল্যান্ড, রাশিয়া প্রভৃতি দেশে বহু গোরু প্রতিপালিত হয়।

(গ) প্রধান প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য

কৃষিজাত—রাই, যব, গম, ভুট্টা ও আলু ইউরোপের প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য। উত্তর ও পূর্ব ইউরোপে **রাই, যব**, দক্ষিণ ও মধ্য ইউরোপে **গম**, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে প্রচুর **ভুট্টা** এবং **আঙ্গুর, কমলালেবু, জলপাই** প্রভৃতি জন্মিয়া থাকে। মধ্য ইউরোপে **বীটের** চাষ হয়। রাশিয়ায় রাই ও শন জাতীয় অতসীর চাষ হয়। ইউরোপের সকল স্থানে বিশেষতঃ আয়র্ল্যান্ডে প্রচুর গোলআলু জন্মিয়া থাকে।

খনিজ—ইউরোপে নানাপ্রকার খনিজদ্রব্য প্রচুর পাওয়া যায়। বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ, জার্মাণি, রাশিয়া, বেলজিয়াম ও ফ্রান্সে **কয়লা**; বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ, জার্মাণি, স্পেন ও সুইডেনে **লৌহ, স্বর্ণ, প্লাটিনাম, ম্যাঙ্গানিজ**; স্পেন, বেলজিয়াম ও জার্মাণিতে **দস্তা**; স্পেন, অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরিতে **পারদ**, ইটালিতে **গন্ধক**, রাশিয়া ও রুমানিয়াতে **পেট্রোলিয়াম**; ফ্রান্স, জার্মাণি ও রাশিয়ায় **এলুমিনিয়ম** পাওয়া যায়।


ইউরোপের খনিজ দ্রব্য
সোনা
তামা
লৌহ
কয়লা
পেট্রোলিয়াম
ইউরেনিয়াম
বক্সাইট
ম্যাঙ্গানিজ
টিন
উত্তর মহাসাগর
কাস্পিয়ান সাগর
কৃষ্ণ সাগর
আড্রিয়াটিক সাগর
উত্তর সাগর
বিস্কে উঃ সাঃ
আফ্রিকা

শিল্পজাত দ্রব্য—ইউরোপে লোকসংখ্যার তুলনায় কৃষিযোগ্য ভূমির পরিমাণ কম। এই মহাদেশে কয়লা, লৌহ, দস্তা প্রভৃতি খনিজ দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। কয়লা, লৌহ, পেট্রোলিয়াম প্রচুর থাকায় ইউরোপে শিল্পের বিশেষ প্রসার হইয়াছে। এই মহাদেশের অন্তর্গত প্রত্যেক দেশেই কোন না কোন শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। কার্পাস, রেশম ও পশম দ্বারা নির্মিত দ্রব্য, লৌহ, ইস্পাত ও অন্যান্য ধাতু হইতে নির্মিত ইঞ্জিন, মোটর গাড়ী ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্য, কাচদ্রব্য, কাগজ, চর্ম ও রবারনির্মিত দ্রব্য, সংরক্ষিত ফল ও দুধ, এই সকল ইউরোপের প্রধান শিল্পজাত দ্রব্য। মোটকথা ইউরোপ শিল্পপ্রধান দেশ, কৃষি-প্রধান নহে।

সমুদ্রজাত দ্রব্য—ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের উপকূলে, কড, হেরিং প্রভৃতি মৎস্য, ফ্রান্সে একপ্রকার খাদ্যের উপযোগী ঝিনুক এবং ভূমধ্যসাগরে স্পঞ্জ পাওয়া যায়। উত্তর মহাসাগরে তিমি মাছ ধরা একটি প্রধান ব্যবসায়।

অনুশীলনী

১। ইউরোপের প্রধান প্রধান অধিবাসীদের বিষয় যাহা জান বল।

২। ইউরোপের প্রধান প্রধান জীবজন্তুর নাম কর।

৩। ইউরোপের প্রধান প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য কি কি?

৪। ইউরোপের কোন্ কোন্ দেশে কয়লা, লৌহ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়?

৫। ইউরোপের সমুদ্রজাত দ্রব্য কি কি?

৬। জলবায়ু ও বৃষ্টিপাত অনুসারে ইউরোপ মহাদেশকে যে কয় ভাগে ভাগ করা যায় তাহার বিবরণ দাও।

৭। নরওয়ের উপকূলভাগ শীতকালে বরফমুক্ত থাকে কেন?

৮। বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের কোন্ অংশে বেশী বৃষ্টিপাত হয়? ইহার জলবায়ু কিরূপ?

তৃতীয় অধ্যায়

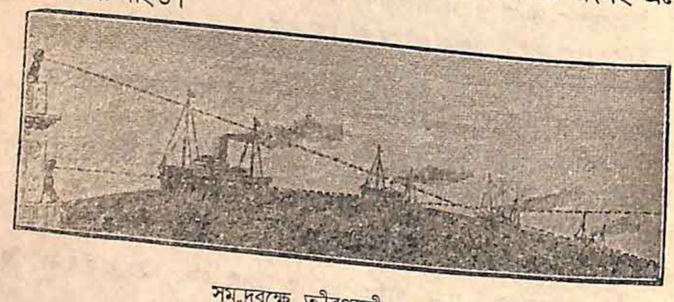
পৃথিবীর আকার ও আয়তন

পৃথিবীর আকার

আমাদের নিকট পৃথিবী একটি সমতল ক্ষেত্র বলিয়া মনে হয়। পৃথিবী কিন্তু সমতল ক্ষেত্র নহে; উহা গোলাকার। তবে সম্পূর্ণ গোল নহে; উহার উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্ত কিছু চাপা।

পৃথিবী যে গোলাকার তাহার অনেকগুলি প্রমাণ আছে। নিম্নে কয়েকটি প্রমাণ দেওয়া হইল।

১। যখন কোন জাহাজ দূর হইতে কূলে আসিতে থাকে, তখন আমরা প্রথমে জাহাজের মাস্তুলের অগ্রভাগ ও পাল অথবা চিমনি দেখিতে পাই। পরে এই জাহাজ যতই উপকূলের নিকটবর্তী হইতে থাকে, ততই উহার অন্যান্য অংশ দেখিতে পাওয়া যায়। পৃথিবী সমতল হইলে জাহাজের সমস্ত অংশই একেবারে দেখিতে পাওয়া যাইত।

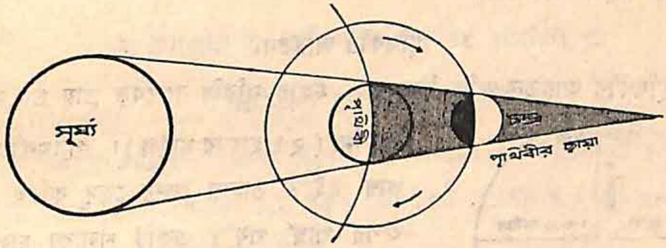


সমুদ্রবক্ষে তীরগামী জাহাজ

২। কুক, ম্যাগেলান প্রভৃতি বিখ্যাত নাবিকগণ একই দিকে ক্রমাগত জাহাজ চালাইয়া দিক পরিবর্তন না করিয়া যে স্থান হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন, ঠিক সেই স্থানেই ফিরিয়া আসেন। পৃথিবী গোল না হইলে ইহা কখনও সম্ভব হইত না।

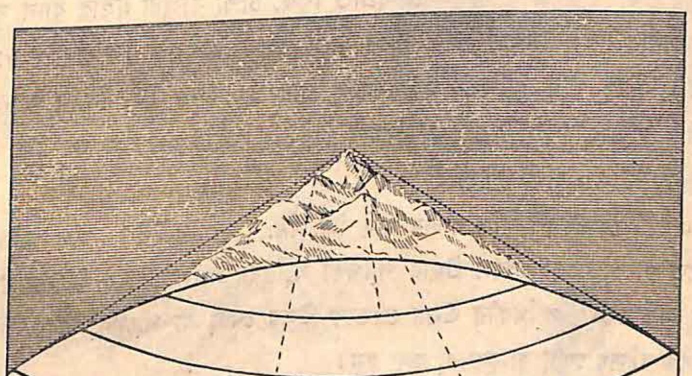
৩। পৃথিবীর সকল স্থানে একই সময়ে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত হয় না। পূর্ব-দিকের দেশসমূহে আগে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত হইয়া থাকে এবং পশ্চিমদিকের

দেশ সকলে পরে সূর্যোদয় বা সূর্যাস্ত হইয়া থাকে। পৃথিবী গোলাকার না হইলে পৃথিবীর সকল অংশে একই সময়ে সূর্যোদয় বা সূর্যাস্ত হইত।



চন্দ্রগ্রহণ

৪। চন্দ্রগ্রহণের সময় পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের উপর পড়ে। এই ছায়া গোল। পৃথিবী গোল না হইলে তাহার ছায়া গোল হইত না।



দিগন্ত রেখা

৫। কোন ফাঁকা জায়গায় দাঁড়াইয়া চারিদিকে তাকাইলে দেখা যায় যে, বহুদূরে যেন আকাশ ও পৃথিবী এক রেখায় মিশিয়া গিয়াছে। ইহাকে দিগন্ত

রেখা বলে। চারিদিকে তাকাইলে এই দিগন্ত রেখাকে বৃত্তাকার মনে হয়। দর্শক যতই উপরে উঠিবে, দিগন্ত রেখার পরিধি ততই বড় দেখিবে। পৃথিবী গোল বলিয়াই এরূপ দেখা যায়।

পৃথিবীর আয়তন

পৃথিবীর আয়তন অতি বিস্তৃত। ইহার পরিধি বা বেড় প্রায় ৪০,২০০ কি. মি. (২৫ হাজার মাইল)। পৃথিবীর এক পার্শ্ব হইতে তাহার কেন্দ্র ভেদ করিয়া যদি অপর পার্শ্ব পর্যন্ত একটি শলাকা চালাইয়া দেওয়া হয়, তবে তাহার দৈর্ঘ্য প্রায় ১২,৮৭২ কি. মি. (প্রায় ৮,০০০ মাইল) হইবে। ইহাই পৃথিবীর ব্যাস। পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণে মেরুপ্রান্ত কিছু চাপা বলিয়া ইহার ব্যাস সবদিকে সমান নয়। মেরুর দিকে ইহার ব্যাস প্রায় ১২,৭০০ কি. মি. (৮৯৯ মাইল); কিন্তু পূর্ব পশ্চিমে ইহার ব্যাস প্রায় ১২,৭৪৫ কি. মি. (৭,৯২৬ মাইল)। পৃথিবীর উপরিভাগের পরিমাণ প্রায় ৪৯ কোটি ২৫ লক্ষ বর্গ কি. মি. (১৯ কোটি ৭০ লক্ষ বর্গমাইল)।



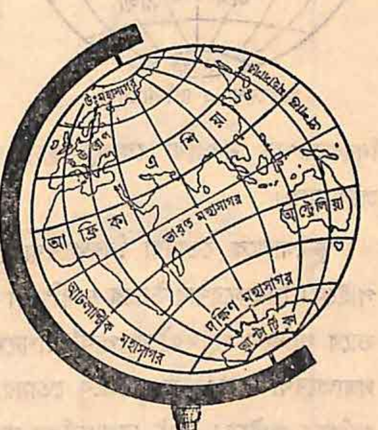
পৃথিবীর আয়তন

একটি রেলগাড়ী যদি ঘণ্টায় ৩২ কি. মি. (২০ মাইল) বেগে অবিরত চলিতে থাকে, তাহা হইলে উহার পৃথিবী ঘুরিয়া আসিতে ৫২ দিনের উপর সময় লাগিবে। পৃথিবীর উত্তর প্রান্তকে **উত্তর মেরু** বা সুমেরু এবং দক্ষিণ প্রান্তকে **দক্ষিণ মেরু** বা কুমেরু বলা হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

ভূ-গোলক ও পৃথিবীর মানচিত্র অধ্যয়ন ও মানচিত্রের রেখাচিত্র অংকন

পৃথিবীর আকৃতি, আয়তন প্রভৃতি সহজে বুঝিতে পারার জন্য পৃথিবীকে একটি গোলকরূপে কল্পনা করা হয়। উহাকেই **ভূ-গোলক** (Globe) বলা হয়। এখানে যে ছবিটি দেখিতেছ উহা একটি **ভূ-গোলক**। বিদ্যালয়ে তোমরা নিশ্চয়ই ভূ-গোলক দেখিয়াছ।



গোলক

পৃথিবীর আকার গোল এবং উহার উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্ত যে কিছু চাপা, তাহা তোমরা সকলেই জান। ভূ-গোলকের চাপা প্রান্ত দুইটির মধ্যবিন্দু ভেদ করিয়া যে একটি শলাকা দুইদিকে বাহির হইয়াছে, তাহা তোমরা দেখিয়াছ। ইহারই চারিদিকে গোলকটি ঘুরিতে থাকে। পৃথিবীর মাঝখান দিয়া এরূপ কোন শলাকা যে নাই, তাহা তোমরা নিশ্চয়ই জান। এই কল্পিত শলাকাকে পৃথিবীর **মেরুদণ্ড** বলে। এই রেখার উত্তরে **সুমেরু** বা **উত্তর মেরু** এবং দক্ষিণ প্রান্তকে **কুমেরু** বা **দক্ষিণ মেরু** বলে। মেরু বিন্দু দুইটি কাল্পনিক নহে।

এই দুইটি নির্দিষ্ট বিন্দু হইতে সমান দূরে ভূ-গোলকের উপরে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত একটি রেখা কল্পনা করা হয়। এই রেখাটির নাম **নিরক্ষরেখা** বা **বিষুবরেখা**। ভূ-গোলকটি লক্ষ্য কর, দেখ উহার ঠিক মাঝখান দিয়া একটি বৃত্তাকার রেখা উহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। উহাই নিরক্ষরেখা বা **নিরক্ষবৃত্ত**। নিরক্ষরেখা পৃথিবীকে দুইটি সমান ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। যে অংশটি নিরক্ষরেখার উত্তরে তাহাকে **উত্তর গোলার্ধ** এবং যে অংশ নিরক্ষরেখার দক্ষিণে তাহাকে **দক্ষিণ গোলার্ধ** বলে।



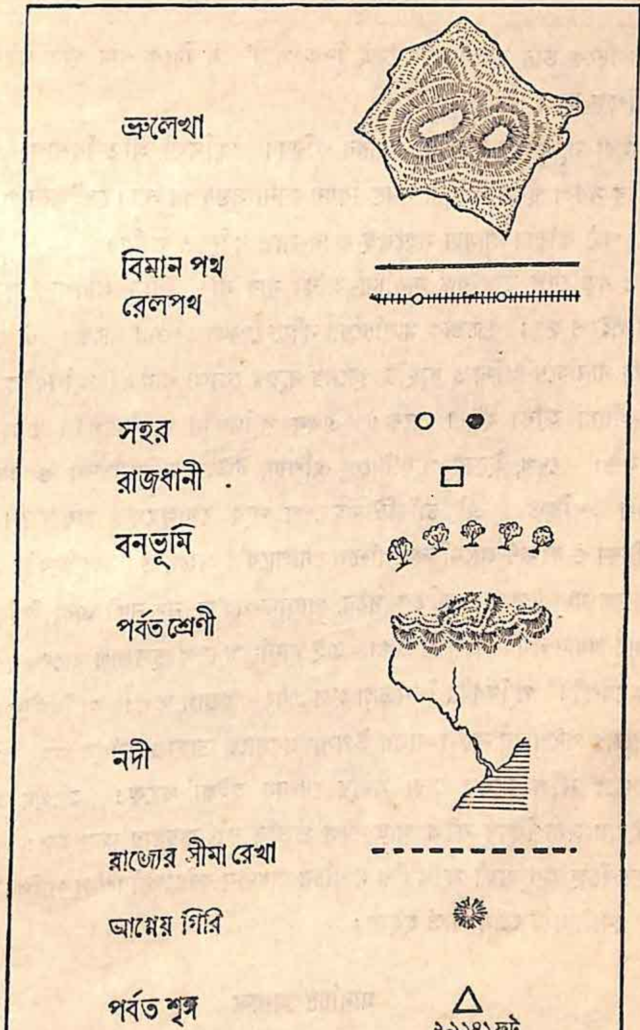
অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখা

নিরক্ষরেখার সাহায্যে কোন্ স্থান কত উত্তরে বা দক্ষিণে আছে তাহা জানা যায়।

ভূ-গোলকে তোমরা নিরক্ষরেখা ভিন্ন আরও কতকগুলি রেখা দেখিতে পাইবে। নিরক্ষরেখার উত্তরে ও দক্ষিণে কতকগুলি রেখা উহার সহিত সমান্তরাল ভাবে থাকিয়া পৃথিবীকে পূর্ব-পশ্চিমে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। ইহাদিগকে **সমাক্ষরেখা** বলে। ভূ-গোলকে তোমরা উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত কতকগুলি রেখা দেখিতে পাইবে। এই রেখাগুলির নাম মধ্যরেখা বা **দ্রাঘিমারেখা**। এই সকল রেখা উত্তর মেরু হইতে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত এবং নিরক্ষরেখাকে লম্বভাবে ছেদ করে। দ্রাঘিমারেখা দ্বারা আমরা পূর্ব-পশ্চিমের অবস্থান জানিতে পারি।

পৃথিবীর মানচিত্র অধ্যয়ন

পঞ্চম শ্রেণীতে তোমরা মানচিত্র কাহাকে বলে এবং উহা কিরূপে আঁকিতে হয়, তাহা শিখিয়াছ। মানচিত্র পাঠ করিতে হইলে কতকগুলি সংকেত জানা দরকার। ঐ সংকেতগুলি জানা না থাকিলে মানচিত্র ভাল বুঝা যায় না। সাধারণতঃ মানচিত্রের উপরের দিক উত্তর, নীচের দিক দক্ষিণ, মানচিত্র দেখিবার



ভূচিত্রাবলীর সংকেতচিহ্ন

সময় যে দিকে ডান হাত থাকে সেই দিক পূর্ব, যে দিকে বাম হাত থাকে সেই দিক পশ্চিম হয়।

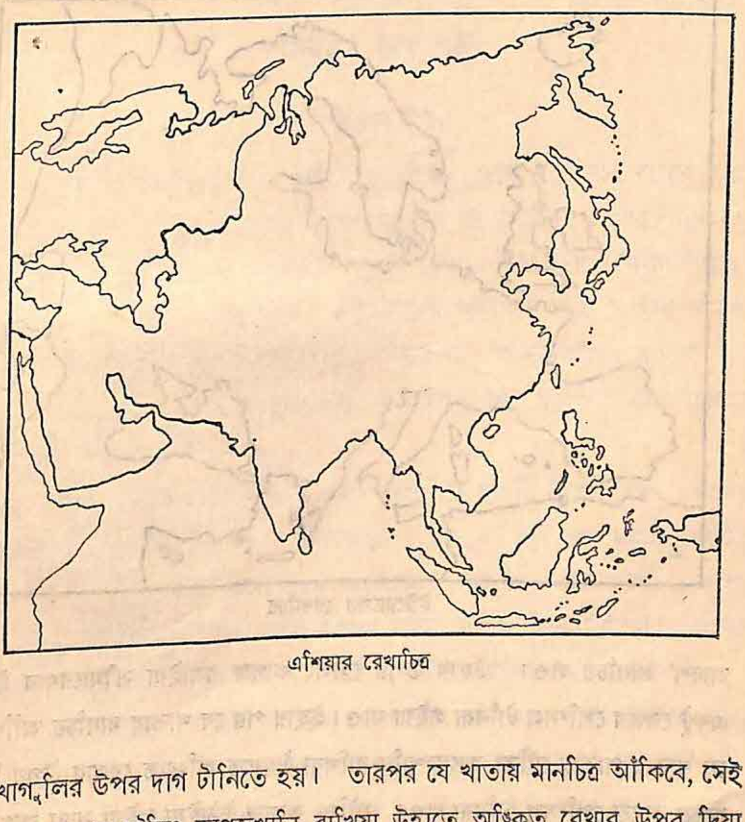
আমরা পৃথিবীর মানচিত্র অধ্যয়ন করিব। পৃথিবী অতি বিশাল; এত বড় পৃথিবীর সকল স্থানে ঘুরিয়া সমস্ত বিষয় জানা সম্ভবপর নয়। সেইজন্য পৃথিবীর মানচিত্র পাঠ করিয়া আমরা সহজেই জ্ঞান-লাভ করিতে পারি।

যত বড় দেশ তত বড় মানচিত্র আঁকা যায় না। উহা আবশ্যক মত ছোট করিয়া লইতে হয়। প্রত্যেক মানচিত্রের নীচে স্কেল দেওয়া থাকে। ঐ স্কেলের সাহায্যে মানচিত্রে অঙ্কিত দুইটি স্থানের দূরত্ব বোঝা যায়। পৃথিবীর মানচিত্র ছোট করিয়া আঁকা হইয়া থাকে। এখন পৃথিবীর মানচিত্রখানা ভাল করিয়া লক্ষ্য কর। দেখ, ইহার পূর্বদিকে **এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা** ও **অষ্ট্রেলিয়া** মহাদেশ অবস্থিত। এই চারিটি মহাদেশ পূর্ব গোলার্ধের অন্তর্গত। **উত্তর আমেরিকা** ও **দক্ষিণ আমেরিকা** পশ্চিম গোলার্ধের অন্তর্গত। পৃথিবীর মানচিত্রে এই সকল মহাদেশের প্রাকৃতিক গঠন, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী এবং বিভিন্ন দেশ ও প্রধান প্রধান নগরাদি লক্ষ্য কর। এই মানচিত্রে দেখ স্থলভাগ অপেক্ষা জলভাগ অনেক বেশী। পৃথিবীর তিনভাগ জল এবং একভাগ স্থল। পৃথিবীর মানচিত্রে মহাদেশের পাশে যে সকল সাগর উপসাগর আছে তাহাও বাহির কর। মানচিত্রে সাধারণতঃ নীল রঙের দ্বারা সমুদ্র দেখান হইয়া থাকে। জলের গভীরতা বুঝাইবার জন্য ফিকে নীল, গাঢ় নীল প্রভৃতি রঙ ব্যবহার করা হয়। এইভাবে সঙ্কেত-চিহ্ন অনুযায়ী পৃথিবীর মানচিত্র অধ্যয়ন করিলে বিশাল পৃথিবী সম্বন্ধে একটা মোটামুটি জ্ঞান লাভ হইবে।

মানচিত্র অঙ্কন

তোমরা ভূ-গোলক ও পৃথিবীর মানচিত্র কিরূপে অধ্যয়ন করিতে হয় তাহা শিখিয়াছ। এখন কিরূপে রেখাচিত্র অঙ্কন করিতে হয় তাহাই আলোচনা করা হইতেছে। প্রথমে আদর্শ মানচিত্রের উপর মক্স করিতে হয়। ইহাকে ট্রেস করা বলে।

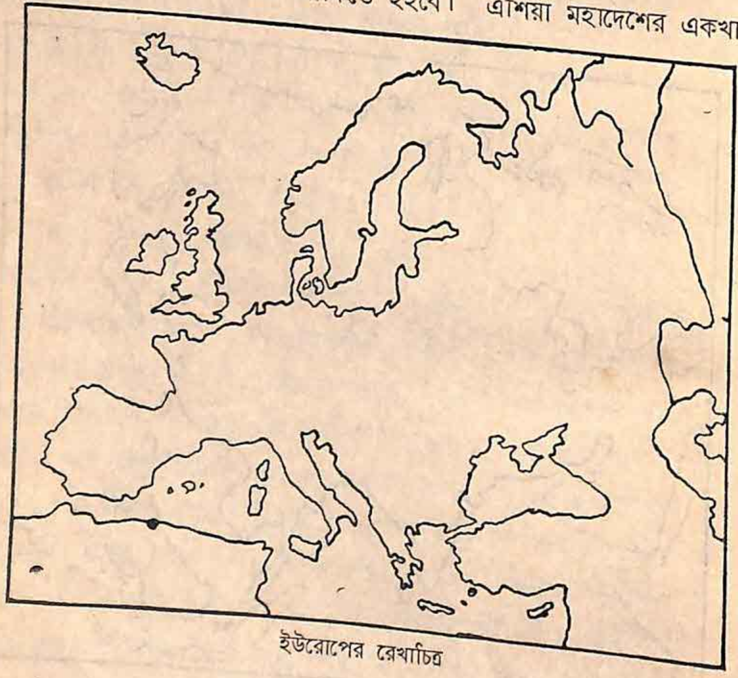
যে দেশের মানচিত্র আঁকিবে, সেই দেশের একখানি ছাপান মানচিত্র জোগাড় কর। ছাপান মানচিত্রের উপর একখানি ট্রেসিং কাগজ রাখিলে দেখিতে পাইবে যে, ছাপান মানচিত্রের সীমারেখা ট্রেসিং কাগজের উপর দিয়া দেখা যাইতেছে। এক্ষণে একটি সরু পেন্সিল লইয়া ঐ সীমারেখার উপর বা অন্যান্য দরকারী



এশিয়ার রেখাচিত্র

রেখাগুলির উপর দাগ টানিতে হয়। তারপর যে খাতায় মানচিত্র আঁকিবে, সেই খাতার পাতায় ট্রেসিং কাগজখানি রাখিয়া উহাতে অংকিত রেখার উপর দিয়া আস্তে আস্তে পেন্সিল টানিয়া যাও। পরে ঐ পাতলা কাগজটি তুলিয়া লইলে সাদা কাগজের উপর মানচিত্রের সীমারেখা দেখিতে পাইবে।

এই দাগগুলির উপর পেন্সিলের দ্বারা বা কালির দ্বারা অঙ্কন করিলেই মানচিত্র প্রস্তুত হইবে। প্রথম প্রথম এইরূপ ট্রেসিং কাগজের সাহায্যে যে কোন দেশের মানচিত্র অঙ্কন করা অভ্যাস করিতে হয়। তোমরা পঞ্চম শ্রেণীতে পশ্চিম বঙ্গ ও ভারতের মানচিত্র ট্রেস করিয়া আঁকিতে শিখিয়াছ। এখন এশিয়া ও ইউরোপ মহাদেশের রেখাচিত্র আঁকিতে হইবে। এশিয়া মহাদেশের একখানি



ইউরোপের রেখাচিত্র

আদর্শ মানচিত্র লও। উহার উপর ট্রেসিং কাগজ বসাইয়া সীমারেখার উপর একটু জোরে পেন্সিল টানিয়া লইয়া যাও। ইহার পর যে খাতায় মানচিত্র আঁকিবে, সে খাতার পাতায় ট্রেসিং কাগজখানি রাখিয়া উহাতে অঙ্কিত রেখার উপর দিয়া আস্তে আস্তে পেন্সিল টানিয়া লও। ট্রেসিং কাগজ উঠাইয়া লইয়া সাদা কাগজের উপর মানচিত্রের সীমারেখার যে দাগ দেখিতে পাইবে তাহার উপর পেন্সিল দিয়া আঁকিলেই এশিয়ার রেখাচিত্র প্রস্তুত হইবে। এইরূপ কিছুদিন অভ্যাস করিলে

পর সীমারেখা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান হইবে এবং পরে ট্রেস না করিয়াই এশিয়ার মানচিত্র আঁকিতে পারিবে। এশিয়ার রেখাচিত্র অঙ্কনের পর আদর্শ মানচিত্র দেখিয়া উহাতে পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী এবং নগরাদির অবস্থান বসাইতে হইবে। এশিয়ার ন্যায় ইউরোপের মানচিত্রও পূর্বোক্ত উপায়ে ট্রেস করিয়া আঁকিতে হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়

তাপমান যন্ত্র

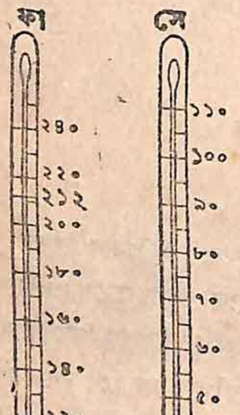
কোথায় কি পরিমাণ বৃষ্টি হইতেছে, তাহা যেরূপ বৃষ্টিমান যন্ত্রের দ্বারা ঠিক করা যায়, সেইরূপ এক রকম যন্ত্রের সাহায্যে বায়ুমণ্ডলের তাপের পরিমাণও স্থির করা যায়। এই যন্ত্রের নাম **তাপমান যন্ত্র**। ইংরাজীতে ইহাকে **'থার্মোমিটার'** বলে। জ্বরের সময় আমাদের শরীরের উত্তাপ পরীক্ষার জন্য যে যন্ত্র আমরা বগলে দিয়া গায়ের উত্তাপ পরীক্ষা করি তাহার নাম **থার্মোমিটার**। প্রত্যেক দিন কিরূপ গরম বা ঠাণ্ডা পড়িতেছে তাহা বুঝাইবার জন্য তাপমান যন্ত্র ব্যবহার করা হয়।

একটি সরু ছিদ্রযুক্ত কাচের নলের দ্বারা এই যন্ত্রটি তৈয়ার হয়। নলের নীচের দিকে একটি বাল্ব বা ডিম্বাকার অংশ আছে। এই স্থান হইতে নলটির অপর প্রান্ত পর্যন্ত একটি সরু ছিদ্রপথ আছে। নলের নীচের বাল্ব বা ফাঁপা অংশ এবং ছিদ্রপথের কিছু অংশ পারদে ভর্তি করিয়া দেওয়া হইল। নলের ছিদ্রটিকে বায়ুশূন্য করিয়া উহার অপর মুখটি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল।

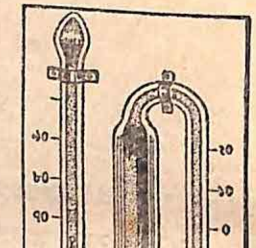
একটি তাপমান যন্ত্রের পারদপূর্ণ অংশটি পরিষ্কার গুঁড়া বরফের মধ্যে ডুবাইয়া রাখা হইল। ইহাতে নলের ভিতরের পারদ নামিতে নামিতে একস্থানে আসিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল। এইস্থানে তাপমান যন্ত্রের গায়ে একটি 0 দাগ কাটা হয়। এই গলিত বরফের দাগের নাম **দ্রবণাঙ্ক**। আবার তাপমান যন্ত্রের পারদপূর্ণ অংশটি ফুটন্ত জলের বাষ্পে কিছুক্ষণ রাখিলে পারদ গরম হইয়া নলের

ছিদ্রপথে উপরে উঠিতে উঠিতে এমন স্থানে আসে যে তাহার উপরে আর উঠে না। এখানে একটি দাগ দেওয়া হয়। এই দাগটি ফুটন্ত জলের দাগ বা **স্ফুটনাঙ্ক।**

ফারেণহাইট তাপমান যন্ত্রে গলন্ত বরফের তাপকে ৩২° এবং ফুটন্ত জলের তাপকে ২১২° ডিগ্রী ধরা হয়। এই দুইটি দাগের মধ্যবর্তী অংশকে



ফারেনহাইট ও সেণ্টিগ্রেড থার্মোমিটার



সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমান যন্ত্র

১৮০টি সমান ভাগে বিভক্ত করা হয়। উহার এক এক ভাগকে **ডিগ্রী** বলে। আর এক প্রকার তাপমান যন্ত্রের গলন্ত বরফের তাপকে ০° ডিগ্রী এবং ফুটন্ত জলের তাপকে ১০০° ডিগ্রী ধরিয়া উহার মধ্যবর্তী অংশকে ১০০ সমান ভাগে ভাগ করা হয়। এইরূপ তাপমান যন্ত্রকে **সেণ্টিগ্রেড থার্মোমিটার** বলে।

প্রতিদিন বায়ুর উষ্ণতা স্থির করিবার জন্য এই তাপমান যন্ত্রকে একটি নির্দিষ্ট স্থানে এমনভাবে রাখিয়া দেওয়া হয়, যেন বায়ু প্রবাহিত হওয়ার সময় উহার গায়ে লাগিতে পারে। তাহা হইলে বায়ুর উষ্ণতা অনুসারে তাপমান যন্ত্রের পারদ প্রসারিত হইবে।

ফারেণহাইট থার্মোমিটার দ্বারা দিনের বেলায় সর্বোচ্চ তাপ এবং রাত্রিকালের সর্বনিম্ন তাপ স্থির করা যায় না। এই যন্ত্রে একবার উত্তাপ উঠিলে উহার অভ্যন্তরস্থ পারদ আপনা হইতেই আর নামে না। ঝাড়িয়া নামাইয়া দিলে পর উহা পুনরায় কার্যকরী হয়। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমান যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রথম যন্ত্রের দ্বারা প্রতিদিনের সর্বোচ্চ উষ্ণতা এবং দ্বিতীয় যন্ত্রের দ্বারা প্রতিদিনের সর্বনিম্ন উষ্ণতা জানিতে পারা যায়।

আমাদের দেশে বড় বড় সহরে উত্তাপ ও বৃষ্টি প্রভৃতির পরিমাণ স্থির করিবার ব্যবস্থা আছে। প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে তাপমান যন্ত্র পরীক্ষা করিয়া লিখিয়া রাখিতে হয়। প্রতিদিন সকাল ৮টার সময় এই সংবাদ আলিপুরের আবহাওয়া অফিসে পাঠান হয়। প্রতিদিনের সর্বোচ্চ তাপ ও সর্বনিম্ন তাপকে দুই দিয়া ভাগ করিলে দৈনিক উত্তাপের গড় পাওয়া যাইবে। এইরূপ মাসিক ও বার্ষিক তাপের গড় বাহির হয়। বর্তমানে দেশের তাপ সেণ্টিগ্রেড স্কেলে দেওয়া হয়।

অনুশীলনী

১। পৃথিবীর আকার কিরূপ? পৃথিবীর আকার যে গোল তাহা প্রমাণ কর।

২। পৃথিবীর আয়তন কত? সুমেরু, কুমেরু, নিরক্ষরেখা, দ্রাঘিমারেখা কাহাকে বলে?

৩। পূর্ব গোলার্ধে কোন্ কোন্ দেশ অবস্থিত?

৪। তাপমান যন্ত্র কাহাকে বলে? ফারেনহাইট ও সেণ্টিগ্রেড থার্মোমিটারের মধ্যে পার্থক্য কি?

৫। কিরূপে থার্মোমিটার বা তাপমান যন্ত্র নির্মাণ করা যায় তাহা বল।